

# উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় **503**

বইমেলায় বাংলাদেশের বই বিক্রি বুনিয়াদপুরে গোটা রাজ্যে বিভিন্ন মেলায় এখন বাংলাদেশের ভাল্যান্ত্র । ত্র কলকাতা ও শিলিগুড়িতেও বইমেলায় বাংলাদেশি বই বিক্রি হয়নি। বুনিয়াদপুরে কিন্তু দেখা গেল অন্য দৃশ্য।

তিনবিঘা করিডর নিয়ে ফের জলঘোলা যে তিনবিঘা করিডর নিয়ে আন্দোলনে অনেক রক্ত ঝরেছিল সেখানে আবার বিতর্ক শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের সাম্প্রতিক অবস্থান নিয়ে ঘোঁট পাকছে।

কুলুকাতা বিশ্বের দ্বিতীয় 'মস্থরতম



২৮ পৌষ ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 13 January 2025 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 235



রাজপথে বিবেকানন্দ সেজে হাঁটা। মালদায় রবিবার স্বামীজির জন্মদিনের মিছিলে। - অরিন্দম বাগ

# ধর্ষণের 'দাম' ২ লক্ষ টাকা!

### নাবালিকার ওপর অত্যাচারের সালিশি হল থানা চত্বরে

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : নাবালিকা মেয়ের সম্ভ্রম লুঠের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে দুই পা এগিয়েও চার পা পিছিয়ে গেলেন নিযাতিতার মা। ভয়? নাকি দারিদ্র্য ঘোচাতে টাকার হাতছানি? কীসের চাপে মেয়ের শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেও তা প্রত্যাহার করতে চাইলেন মা, এই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

সম্প্রতি ইটাহার থানার একটি গ্রামে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের চেম্টার অভিযোগ ওঠে গ্রামেরই দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। নির্যাতিতার মা ইটাহার থানায় দায়ের করা অভিযোগে জানান, তাঁর নাবালিকা মেয়ে মাঠ থেকে ছাগল নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময় গ্রামের দই ব্যক্তি তাকে জোর করে জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠায়।

কিন্তু এরপরেই গ্রামের মাতব্বরদের মধ্যস্ততায় বাদী ও বিবাদী পক্ষ বসে বিষয়টির মীমাংসা করে আইনজীবী স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, 'আপস মীমাংসার নেয়। অভিযোগ, ওই মীমাংসা বৈঠক হয় ইটাহার থানা চত্বরেই। কিন্তু কেন মীমাংসা করতে গেলেন অভিযোগকারী মা? নাবালিকার মা বলেন, 'আমরা গরিব মানুষ বারবার আদালতে আসার সামর্থ্য নেই। সেই কারণে ২ লক্ষ টাকার বিনিময়ে আপস মীমাংসা করেছি।' তিনি জানান, তাঁর নাবালিকা মেয়েকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে বিচারকের কাছে গোপন জবানবন্দিও দিয়েছে নিযাতিতা। আপস করার কারণ হিসেবে দারিদ্র্যের পাশাপাশি আরও একটি কারণের কথা জানিয়েছেন নির্যাতিতার মা। তাঁর কথায়, আমরা যে গ্রামে থাকি অভিযুক্তরাও সেই গ্রামেরই বাসিন্দা। তাই আমি অশান্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই আপস মীমাংসা করেছি। ওরা যে টাকা দিয়েছে , তা দিয়ে মেয়ের অন্যত্র বিয়ে দেব।'

রায়গঞ্জ জেলা আদালতের সরকারি মাধ্যমে আসামি শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়েছে। অপর আসামি পলাতক।

ওই নাবালিকার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পকসো ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। দুই পক্ষের আপসনামা আদালতে জমা দেওয়া হয়।

কিন্তু থানা ক্যাম্পাসে কীভাবে দুই পক্ষের আপসনামা হল তা নিয়ে রীতিমতো প্রশ্ন উঠছে। তবে শুধু ইটাহার থানা নয়, উত্তর দিনাজপুরের সব থানাতেই এই ধরনের মাতব্বরদের দালালরাজ চলছে বলে অভিযোগ। রায়গঞ্জ আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবী বাপ্পা সরকার বলেন, 'কিছু কিছু পকসো আইনে গ্রামের মাতব্বরদের সালিশির মাধ্যমে আপসনামা করে আদালত থেকে মামলা তুলে নেওয়া হচ্ছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে মিথ্যে মামলার জন্য পকসো আইনটি ক্রমশ গুরুত্ব হারাচ্ছে।'

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ঝামেলা লেগেই রয়েছে। প্রতিদিনই কিছু না কিছু ঘটছে। ঝামেলার উপলক্ষ্য কাঁটাতার। রবিবার মালদার বামনগোলায় বড় ঘটনা ঘটল। দুই দিনাজপুরেও ছিল উত্তেজনা।

### কোথাও বাংকার, কোথাও বাধা

রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট, ১২ জানুয়ারি : কাঁটাতারের বেড়ার ওপার থেকে আসা প্ররোচনার মোকাবিলায় উত্তর দিনাজপুরের আন্তর্জাতিক সীমান্তে বাংকার বসাল বিএসএফ। রবিবার নতুন করে চোরাচালান বা সঙ্ঘাতের পরিস্থিতি তৈরি না হলেও দিনভর উত্তেজনা বজায় থাকল। বিএসএফের পদস্ত আধিকারিকরা এদিনও বিজিবির সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করেছেন। ওদিকে বালুরঘাটের ভুলকিপুর সীমান্ডে অন্যচিত্র। সেখানে কাঁটাতার বসাতে বিএসএফকে বাধা দিল স্থানীয় গ্রামবাসীরাই।

হেমতাবাদে সীমান্তের একটা বড় অংশ জুড়ে কুলিক নদী। সীমান্ত উন্মুক্ত। এই সুযোগ নিয়ে জাল নোট, মাদক ও গোরু পাচারের রমরমা কারবারের পাশাপাশি অবৈধ অনুপ্রেবশ ঘটছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিজিবির মদতে জিরো পয়েন্টের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে থাকা তাদের চাষের জমি থেকে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা ফসল কেটে নিয়ে যাচ্ছে, মারধর করে গবাদিপশু তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

শুধু হেমতাবাদ নয় উত্তর দিনাজপুর জেলার সাতটি ব্লকের সীমান্তে বাতাবরণ সৃষ্টি করছে বিজিবি। এদিন হেমতাবাদের চৈনগর, মাকর হাট, মালন, সনগাঁও সহ একাধিক এলাকা পরিদর্শনে যান বিএসএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। স্থানীয় বাসিন্দারা সেসময় সীমান্তে উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশের বিজিবি ও দম্বতীদের *এরপর আটের পাতায়* 

# রাতে গুলর শব্দ, র গবাদিপশু

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

वामनालाना, ১২ জानुशाति : রাতের অন্ধকারে বামনগোলার ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তে আবারও গুলির শব্দ। শনিবার রাতে গুলির আওয়াজ শুনেছেন বামনগোলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের শোনঘাট এলাকার বাসিন্দারা। রবিবার আলো ফুটতেই এলাকার মানুষজন জানতে পারেন, সীমান্ডের ওপারে পাচারের আগেই বিএসএফ উদ্ধার করেছে কয়েকটি গবাদিপশু।

চোরাকারবারিদের রুখতেই আত্মরক্ষায় বাধ্য হয়ে গুলি চালিয়েছে বিএসএফ। কদিন আগেই বিএসএফ জওয়ানরা বামনগোলার খুটাদহ সীমান্তেও পাচারকারীদের রুখতে গিয়ে হুঁমকির মুখে পড়ে আক্রমণ ঠেকাতে গুলি চালিয়ে উদ্ধার করেছিল ৮টি হরিয়ানার বংশোদ্ভূত ষাঁড়, গোরু। ফের বামনগোলার শোনঘাট সীমান্ডে পাচারকারীদের রুখে দিল বিএসএফ।

বাস্তবিকই, শীত আর কুয়াশার সুযোগে সীমান্তে সক্রিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে পাচারকারীরা। কিন্তু সীমান্তে বিএসএফের কড়া নজরদারি ও তৎপরতায় ভেস্তে যাচ্ছে পাচারকারীদের দৌরাষ্ম্য। এলাকার বাসিন্দাদের সূত্রের খবর অনুযায়ী শনিবার রাতে মালদার বামনগোলা ব্লকের শোনঘাট সীমান্ত এলাকায় গবাদিপশু পাচারের চেম্টা করছিল পাচারকারীরা। কিন্তু বিএসএফের তৎপরতায় সেটা নজরে আসতেই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় তাদের। কিন্তু পাচারকারীরা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আক্রমণাত্মক হলে বিএসএফের পক্ষ চোরাচালানকারীরা কাঁটাতারের বেডা



বিএসএফ অফিসারদের সঙ্গে কথা বলছেন পুলিশকর্তারা। বালুরঘাটের ভূলকিপুর সীমান্তে। রবিবার। - মাজিদুর সরদার

থেকে ফাঁকা গুলি চালানো হয়। সে সময় পাচারকারীরা পালিয়ে গেলেও উদ্ধার হয় ৩ টি গবাদিপশু।

সূত্রের খবর, শনিবার ভারত-সীমান্তের শোনঘাট এলাকায় রাতে ডিউটির সময় জওয়ানরা দেখতে পান যে দেশের দিক থেকে কয়েকজন চোরাচালানকারী কাঁটাতারের বেড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে কয়েকটি গবাদিপশুও অন্যদিকে. বাংলাদেশ ভূখণ্ডের দিক থেকেও বেশ কয়েকজন আন্তজাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছে। কর্তব্যরত জওয়ানরা তাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে থামতে বলেন। কিন্তু চোরাচালানকারীরা কোনও কর্ণপাত না করে চালেঞ্জ জানিয়ে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। অন্যান্য

কাটার চেষ্টা শুরু করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে জওয়ানরা শৃন্যে গুলি চালায়। গুলির শব্দ শুনে চোরাচালানকারীরা কয়াশা ও ঘন অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর কাঁটাতারের বেড়ার আশেপাশের এলাকা তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে ৩টি গবাদিপশু উদ্ধার হয়।

কেন্দ্রের বিধায়ক জয়েল মুর্মু বিএসএফ ক্যাম্পে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে তিনি বলেন, 'সীমান্ত রক্ষীদের কডা নজরদারি পাচারকারীদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে আক্রমণের লক্ষ হয়ে উঠলেও বিএসএফ জওয়ানরা অসাধারণ সাহস এবং সতর্কতার সাথে তাঁদের

### ধন্দের মাঝে দুই জেলায় বন্ধ নিষিদ্ধ স্যালাইন

বিশ্বজিৎ সরকার ও সৌরভ মিশ্র

রায়গঞ্জ ও হরিশ্চন্দ্রপুর, ১২ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে বদলে ফেলা হল রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের স্বাস্থ্য দপ্তরের কালো তালিকাভুক্ত স্যালাইন। অথচ শনিবার রাত্তেও এই স্যালাইন হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ব্যবহার করা হয়েছে।

যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, এই স্যালাইন বন্ধের কোনও নির্দেশিকা গতকাল রাত পর্যন্ত আসেনি। আর রায়গঞ্জে কার গাফিলতিতে কালো তালিকাভুক্ত স্যালাইন রোগীদের দেহে দেওয়া হল তা নিয়ে মখে কলপ এঁটেছেন মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ থেকে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। এই বিতর্কে পড়েছে শিলিগুডির জড়িয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের নামও।

কালো তালিকাভুক্ত স্যালাইনের বোতলগুলি হাসপাতালের স্টোর রুমে রাখার ব্যবস্থা করেছে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ কর্তপক্ষ। স্বাস্থ্য ভবন থেকে নির্দেশিকা আসলে সেই সমস্ত স্যালাইন নম্ভ করে দেওয়া হবে বলে মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে। বস্তুত, মেদিনীপুরে প্রসূতি মৃত্যুর পরও চোপড়ার স্যালাইন প্রস্তুতকারী সংস্থার বিতর্কিত স্যালাইন ব্যবহার চলছিল রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। অভিযোগ, গতকাল শনিবারও প্রায় ২০০ জন রোগীর শরীরে সেই স্যালাইন ব্যবহার হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরেরই একাংশ ক্ষুব্ধ। চোপড়ায় তৈরি স্যালাইন নিয়ে যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় তাঁরা।

রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের ভারপ্রাপ্ত সুপার বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমার পরিবারের কেউ যদি জরুরি অবস্থায় হাসপাতালে হয়, তাহলে আমি ব্যক্তিগতভাবে চোপড়ায় তৈরি এরপর আটের পাতায়



বাবলা সরকারের স্মরণসভায় তাঁর স্ত্রী চৈতালি। রবিবার মালদায়। - স্বরূপ সাহা

# স্মরণসভায় গরহাজির তৃণমূলের বড় নেতারা

কল্লোল মজুমদার ও জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১২ জানুয়ারি : সদ্য নিহত বাবলা সরকারের স্মরণসভায় আসবেন সুব্রত বক্সী। এমনটাই দাবি ছিল দলের। তিনি আসেননি। পরিবর্তে তাঁর লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনানো হল। গায়ের চাদর দিয়ে চোখ ঢেকে বসেছিলেন চৈতালি সরকার। এসেছিলেন রাজ্যের দুই তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার ও বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। যা নিয়ে রবিবার স্মরণসভার মাঠেই দলীয় কর্মীদের মধ্যে গুঞ্জন শোনা গিয়েছে, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে জেলার নেতাদের গুরুত্ব কতটা সেটা এর থেকেই বোঝা যায়।

এদিন জেলা তৃণমূলের পক্ষ থেকে মালদা শহরের রামকৃষ্ণপল্লি মাঠে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছিল। রাজ্যের দুই নেতা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি আবদর রহিম বক্সী. প্রতিমন্ত্রী তজমূল হোসেন, সাবিনা ইয়াসমিন, সাংসদ মৌসম নুর, কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ

### তিন ধৃতের জেল হেপাজত

খুনের তদন্তে প্রথম যে তিনজন গ্রেপ্তার হয়েছিল সেই টিঙ্ক ঘোষ, সামী আখতার ও মহমাদ আবদল গনিকে আর হেফাজতে নিল না পুলিশ। রবিবার তাদের মালদা জেলা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ

চৌধুরী সহ জেলাস্তরের একাধিক নেতা-নেত্রী। সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বিবোধী রাজনৈতিক দলগুলিকেও। বিজেপি ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হলেও বামেদের কোনও প্রতিনিধিকে এদিন দেখতে পাওয়া যায়নি। তৃণমূলের পক্ষ থেকে সংগঠিত বড় জমায়েতের কথা বলা হলেও সভায় উপস্থিতির বহর দেখে বাবলা অনুগামীদের মধ্যে ছিল হতাশার সুর।

গিয়ে জয়প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'কবি যেদিন তাঁর ১৩ বছরের ছেলে শমীকে হারিয়েছিলেন, সেই রাতেই তিনি শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় ফেরার সময় বলেছিলেন, জগতের সবকিছ ঠিকই আছে। সেখানে কোথাও তাঁর শমীও রয়েছে। একইভাবে বাবলাও আমাদের মধ্যেই রয়েছে। তাঁর স্ত্রী-সন্তান ঈশ্বর শক্তি দিন, শান্তি দিন।'

বৈশ্বানরের বক্তব্য, বাবলার অসমাপ্ত কাজ চৈতালি করবেন। বাবলার স্ত্রী চৈতালি এদিন 'রাজ্য সভাপতি সুব্রত

বক্সীর নির্দেশেই জয়প্রকাশবাবুরা এখানে এসেছিলেন। আমার কাছ থেকে খুঁটিয়ে সবটা শুনেছেন। আমি আগামীতে কীভাবে এগোব তা নিয়ে কথা হয়েছে। সেসব বিস্তারিতভাবে সংবাদমাধ্যমের কাছে বলার নয়। পুলিশি তদন্ত প্রসঙ্গে এদিন তিনি বলৈন, 'আমি শুধু চাই, সঠিক তদন্ত হোক। যারা আসল অপরাধী, তারা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাক।'

### ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলব 🍨 পাকিস্তানিদের ভিসার শর্ত শিথিল ঢাকার

ঢাকা, ১২ জানুয়ারি : মুখে যতই মধুর সম্পর্কের কথা বলা হোক না কেন, ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন নতুন বাংলাদেশ কিন্তু ভারতকে বাঁকা চোখেই দেখছে। দুই দেশের সীমান্তের ফাঁকা জায়গাগুলিতে কাঁটাতার বসানো নিয়ে এবার রীতিমতো ফোঁস করে উঠেছে। তাও আবার বিএসএফ-বিজিবির মধ্যে একপ্রস্থ ফ্র্যাগ মিটিং হয়ে যাওয়ার পর। বাংলাদেশের অভিযোগ, বিএসএফ আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে কাঁটাতারের বেড়া লাগাচ্ছে। এই অভিযোগে রবিবার ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় বর্মাকে জরুরি তলব করে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক।

বিকাল তিনটেয় বাংলাদেশের বিদেশসচিব মো. জসিমউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করেন প্রণয় বর্মা। বৈঠকের পর তিনি বলেন, 'সীমান্ডে চোরাচালান ও অবৈধ অনুপ্রবেশ মোকাবিলায় আলোচনা হয়েছে। অপরাধ দমনে এবং সীমান্ত নিরাপত্তায় দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকতে হবে। তাদের মধ্যে সহযোগিতার

সীমান্তে চোরাচালান ও অবৈধ অনুপ্রবেশ মোকাবিলায় আলোচনা হয়েছে। অপরাধ দমনে এবং সীমান্ত নিরাপত্তায় দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকতে হবে।

> প্রণয় বর্মা ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার

সচিবালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী অভিযোগ করেন, 'সীমান্তের পাঁচটি জায়গায় ভারত কাঁটাতারের বেডা নির্মাণকাজ শুরু করেছে। বিজিবির সঙ্গে স্থানীয় জনগণের কঠোর অবস্থানের কারণে ভারত ওই সব স্থানে কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে।' ভারতের রাষ্ট্রদূত অবশ্য এদিন সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, সীমান্তে কাঁটাতার

আশা করে নয়াদিল্লি।

এদিকে প্রণয় বর্মাকে তলব করার মধ্যেই বিএসএফের বিরুদ্ধে সাতক্ষীরার লক্ষ্মীদাড়ি সীমান্তে নজৰুল ইসলাম গাজি নামে এক চাষিকে চাষাবাদে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই নিয়ে বিজিবি এবং বিএসএফের মধ্যে ফ্ল্যাগ মিটিং হয়। রবিবার দুপুরে লক্ষ্মীদাড়ি সীমান্তের ৩ নং মেইন পিলারের ২ ও ৩ নম্বর সাব পিলারের মধ্যে জিরো পয়েন্টে ওই বৈঠক হয়। তবে সাতক্ষীরা সীমান্তে কোনও উত্তেজনা নেই বলে জানিয়েছেন বিজিবি কতরা।

এদিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন হাসপাতালের মর্গে ভারতের ৮ জন এবং পাকিস্তানের ১ জন নাগরিকের দেহ ৬ মাসেরও বেশি সময় ধরে পড়ে রয়েছে। বাংলাদেশের দাবি, ভারত ও পাকিস্তানের হাইকমিশনকে বারবার চিঠি দিয়েও কোনও লাভ হয়নি। কিন্তু তারা সেগুলি ফিরিয়ে নিচ্ছে না।

বাংলাদেশ কারা দপ্তর দাবি করেছে, ৯টি মৃতদেহের মধ্যে ৬টি ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে. ২টি শরীয়তপুরের সদর হাসপাতালে এবং মনোভাব থাকাও প্রয়োজন।' এদিন সকালে বসানো নিয়ে বাংলাদেশের থেকে সহযোগিতা ১টি খুলনা মেডিকেল

### পুলিশি তদন্তে উঠে আসছে এক প্রিয় বন্ধুর নাম

### আটদিন পর দেহ উদ্ধার গঙ্গায়

সৌরভকুমার মিশ্র

আটদিন ধরে রহস্যজনকভাবে ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায় বারদুয়ারির বাসিন্দা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়য়া বছর কুড়ির দীপ্তি ভগতের পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার হল রবিবার জঙ্গিপুরের ফরাক্কা ফিডার ক্যানালে শংকরপুর ঘাট থেকে। কি এমন হয়েছিল যে ফরাক্কায় ওই তরুণীকে নামতে হয়েছিল? মৃত্যু না আত্মহত্যা? সম্পর্কের টানাপোড়েন নাকি অন্য কোনও কারণ? উঠছে

একাধিক প্রশ্ন। শুক্রবার রাত্রে দীপ্তির আত্মীয়ের মোবাইলে ২ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে



দীপ্তি ভগত।

মেসেজ আসে। জানানো হয়েছিল মুক্তিপণ দিলে মিলবে মেয়ের খোঁজ। আর এই ঘটনার ৪৮ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই আত্মহত্যা নাকি খুন,ধন্দে রয়েছে পরিবার। পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তারা। বাড়ির মেয়ের দেহ এই অবস্থায় উদ্ধার হওয়ায় কান্নায় ভেঙে পড়েছেন আত্মীয়স্বজনেরা। শংকরপুর ঘাটে মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা থানায় খবর দেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত রবিবার হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশন থেকে ডাউন কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে রামপুরহাট স্টেশনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন বারদুয়ারি

65 গত রবিবার ট্রেন থেকে

ওর মাকে জানিয়েছিল মালদায় টিফিন করবে এবং রামপুরহাটে গিয়ে ভাত খাবে। কিন্তু কী ঘটনায় এভাবে তার মৃত্যু হল আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।

গুরুচরণ ভগত, জেঠু

গ্রামের বাসিন্দা বছর কুড়ির দীপ্তি। রামপুরহাট স্টেশনে নেমে দুমকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। সেখানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে গত বছর ভর্তি হয়েছিলেন। রবিবার ট্রেন মালদায় ঢোকার আগে শেষবার তাঁর বাবার সঙ্গে ফোনে কথা হয়। এরপর আর কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। ফরাক্কা স্টেশনে সিসিটিভি ফুটেজে দীপ্তিকে দেখা গিয়েছে। শহরের নেতাজি সেতু এলাকায় ওই তরুণীর সমস্ত কাগজপত্র, কলেজের ব্যাগ, আইডেন্টিটি কার্ড, মোবাইল এবং ১৩০০ টাকা উদ্ধাব কবে স্থানীয় এক

ব্যক্তি। তিনি নিকটবর্তী এনটিপিসি

পুলিশ ফাঁড়িতে সেগুলো জমা করেন। পলিশের তদন্তে উঠে এসেছে. নিহত তরুণীর দাদুর বাড়ির দিকে পরিচিত মধুসূদন মাহাতো নামে এক তরুণের সঙ্গে বারবার ফোনে কথা বলত ওই ছাত্রী। যদিও এই কথা বলার বিষয় নিয়ে জানে না পরিবারের লোক। শংকরপুর ঘাট এলাকার বাসিন্দা আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'রবিবার সকালে এখানে এক তরুণীর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। আমরা জানতে পারি, ওই মেয়েটি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়য়া।

পরিবারের মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে দীপ্তির জেঠু গুরুচরণ ভগৎ রবিবার বলেন, 'আজ সকালে মেয়ের দেহ উদ্ধারের ঘটনা জানতে পেরেছি। গত রবিবার দিন ট্রেন থেকে ওর মাকে জানিয়েছিল মালদায় টিফিন করবে এবং রামপুরহাটে গিয়ে ভাত খাবে। কিন্তু কী ঘটনায় এভাবে তার মৃত্যু হল আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমরা চাই পুলিশ সঠিক তদন্ত

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার জানিয়েছে ঘটনায় একটি নিখোঁজ ডায়ারি হয়েছিল। পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। সমস্ত ঘটনা

### ঘরে ফেরার পালা...



মেঘলা আকাশে কাকেদের জমায়েত। রবিবার বালুরঘাটে ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ সরকার।

# ম্যারাথনে অংশ নিলেন ভনরাজ্যের অ্যাথ

সৌরভ ঘোষ

মালদা, ১২ জানুয়ারি : यুব দিবসে জেলা তৃণমূল আয়োজিত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ছোট ম্যারাথনে দাপট দেখাল বহিরাগত থেকে নিয়মিত শরীরচর্চা করতে অ্যাথলিটরা। যা দেখে অনেকেই মনে করছেন, জেলার অ্যাথলিটরা কিছটা হলেও পিছিয়ে রয়েছে। প্রতিযোগীদের মধ্যে উভয় বিভাগে উত্তরপ্রদে**শে**র অ্যাথলিটদের উপস্থিতি ছিল নজরে পড়ার মতো। প্রায় ৩০০ জন প্রতিযোগী অংশ নেন।

সিনেমা

গোলস

অবিচার

চিনে বাদাম

ওয়ান্টেড

রানওয়ে ৩৪

कालार्भ वाःला भिरनमा : भकाल

১০.০০ সিঁদুরের অধিকার, দুপুর

১.०० চ্যাलिঞ্জ, वित्कल ८.००

খিলাড়ি, সন্ধে ৭.৩০ পরাণ যায়

জ্বলিয়া রে, রাত ১০.৩০ রোমিও

ভাসার্স জুলিয়েট, ১.০০ গো ফর

कल्या प्राक्तिक . प्रथा ४ . १०० कांग्राह

৪২০, বিকেল ৪.১৫ দেবী, সন্ধে

৭.৩০ পাগলু, রাত ১০.৩০ অন্যায়

জি বাংলা সিনেমা: বেলা ১১.৩০

মহাজন, দুপুর ২.৩০ টনিক,

বিকেল ৫.০০ বিদ্রোহিনী নারী.

রাত ৯.৩০ সুন্দর বউ, ১২.০০

कालार्भ वाःला : पूर्शूत २.००

জি সিনেমা : দুপুর ১২.৫১ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, বিকেল ৩.৩৪ সদার গব্বর সিং, ৫.৪৯ ছত্রপতি, সন্ধে ৭.৫৫ স্কন্দ, রাত ১১.০১

সোনি ম্যাক্স: সকাল ১০.৩০ নয়া

নটওরলাল, দুপুর ১.০০ নো পার্কিং,

বিকেল ৩.৩০ পুলিশওয়ালা, সন্ধে

পেয়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া

কেশরী, রাত ১০.২৫ ভেড়িয়া

র্য়াম্পেজ, ২.১৮ ম্যাড ম্যাক্স-

দ্য অ্যাংরি বার্ডস, ৫.৫০ মটাল

আজ টিভিতে

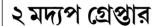
খিলাড়ি বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

'বিহারে খেলাধুলাকে হয়। এখানে এসে দেখে ভালো লাগছে যে, অন্য রাজ্য থেকেও আসছেন, দৌড়ে অংশগ্রহণ করছেন।' উত্তরপ্রদেশের রাহুল জানিয়েছেন, 'আমাদের রাজ্যে খেলাধুলার প্রতি অনেক বেশি দৃষ্টি দেওয়া হয়, যা অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে।

এসেছেন সঞ্জয় ও রাহুল। সঞ্জয়ের আয়োজক তথা মালদা জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি বিশ্বজিৎ মণ্ডল 'স্বামীজি সমগ্র বিশ্বের বলেন আদর্শ। উত্তরপ্রদেশ ও বিহার ভারতীয় ভখণ্ডেরই অংশ। বাংলার তুলনায় অন্য রাজ্যে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ অনেক বেশি। তবে আমরা আশাবাদী যে. এই ধরনের আয়োজনে নতুন নতুন উৎসাহ সৃষ্টি হবে এবং বাংলার যুবসমাজ খেলাধুলার ক্ষেত্রে আরও উৎসাহী

### স্যালাইন কাণ্ডে পথে বাম যুব

ডালখোলা, ১২ জানুয়ারি ভেজাল স্যালাইন নিয়ে তোলপাড় রাজ্য। এর প্রতিবাদে রবিবার ডিওয়াইএফআই এবং এসএফআই এদিন সকাল আটটায় ডালখোলার মিঠাপুর সেতু সংলগ্ন অবরোধ করে। কর্মসূচিতে ছিলেন ডিওয়াইএফআইয়ের সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ বর্মন এবং জেলা সম্পাদকমগুলীর সদস্য শুভঙ্কর দে, এসএফআইয়ের জেলা সভাপতি নুর আলম প্রমুখ। কর্মী-সমর্থকরা প্রসৃতি মৃত্যুর ঘটনার পুণঙ্গি তদন্তের দাবি তৌলার পাশাপাশি ব্ল্যাক লিস্ট করা স্যালাইন কীভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ব্যবহার করা হচ্ছে, সে নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।



কুমারগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি নেশাগ্রস্ত হয়ে এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ । বাডি থানা থেকে সামান্য

পড়তেই পর্যটকদের আনাগোনা

### নানা পদে নারায়ণ সেবা

বালুরঘাট, ১২ জানুয়ারি : চিনি, আতপ চালের ভাত, ফুলকপির রসা, চাটনি, পায়েস সহ একাধিক পদে নরনারায়ণ সেবা আয়োজিত হল বালুরঘাটে। শহরের সাহেব কাছারি এলাকার আমরা ক'জন সংস্থার উদ্যোগে রবিবার দপুরে দুঃস্থদের জন্য সেবার আয়োজন করা হয়। যেখানে পার্শ্ববর্তী খিদিরপুর ভাটপাড়া, ডাঙ্গি সহ বিস্তীর্ণ এলাকার প্রচুর মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন। এদিনের মধ্যাহ্নভোজে দুঃস্থরা নানারকম পদের সমারোহে মেতে উঠেছিলেন।

### পেনশনার্স সম্মেলন

বালুরঘাট, ১২ জানুয়ারি : নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কপোরেশন অ্যাসোসিয়েশনের বালুরঘাট ডিপো শাখার অন্তম বর্ষ সম্মেলন আয়োজিত হল রবিবার। এদিন স্টেট বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন শ্রমিক কৃষক ভবনে এই সম্মেলনে একাধিক দাবি তুলে ধরেন উপস্থিত নেতৃত্ব। বালুরঘাট থেকে সকালে শিলিগুড়ি, কোচবিহার কিংবা কলকাতায় পৌঁছানোর কোনও সরকারি বাস পরিষেবা নেই। অবিলম্বে এইসব রুটে যাত্রীদের স্বার্থে রাতে বাস চালু করার দাবি জানানো হয়েছে। সংস্থাকে বেসরকারিকরণ করা চলবে না, এমন দাবিতে সোচ্চাব হয়েছেন সকলে।

### শীতবস্ত্র বিলি

বালুরঘাট, ১২ জানুয়ারি হিউম্যান হেল্প গ্রুপের উদ্যোগে বালুরঘাটের চকভৃগু পর্যদের মাঠে ৬৫ জনের হাতে শাতের কম্বল তুলে দেওয়া হয়েছে। যেখানে ময়ামারি, চামটা, কুয়ারণ, দোগাছি, মামনা, গঙ্গাসাগর, নলতাহার সহ একাধিক এলাকার দুঃস্থরা উপস্থিত হয়েছিলেন। বিজেপি টাউন অফিসে

### মাঝরাতে চাঞ্চল্য, উধাও তরুণী

# প্রেমিকাকে নিয়ে পালানোয় গণখোলাই

সুবীর মহন্ত ও রূপক সরকার

বালুরঘাট, ১২ জানুয়ারি : ভালোবাসার টান। আর সেই টানে প্রেমিকাকে পালিয়ে নিয়ে যেতে মাঝরাতেই তাঁর বাড়িতে হাজির হয় প্রেমিক। প্রেমিকাকে তুলে নিয়ে যেতে এসেই ধরা পড়ে যাঁয় তরুণ। তাকে প্রথমে মারধর করা হয়। পরে বেঁধে রেখে পুলিশে খবর দেওয়া হলে পুলিশ সেখানে পৌঁছালে ওই তরুণকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিকে সকালে অভিযোগ দায়ের করতে থানায় চলে যায় মেয়ের বাড়ির লোক। ফিরে এসে দেখে মেয়ে ফুড়ত। রবিবারের ঘটনা পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্টে। এবার মেয়ের নামে নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করতে ফের থানায় ছোটে বাবা। প্রেমিক পলিশি হেপাজতে থাকার পর প্রেমিকা কার সঙ্গে পালাল, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

ওই তরুণের বাডি বালরঘাটের চকবাখরে। নিখোঁজ প্রেমিকা দশমের ছাত্রী। দীর্ঘদিন ধরেই তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। ঘটনাক্রম

■ প্রেমিকাকে নিয়ে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় তরুণ

 সকালে অভিযোগ দায়ের করতে থানায় চলে যায় মেয়ের বাড়ির লোক

 ফিরে এসে দেখে মেয়ে ফুড়ত। এবার মেয়ের নামে নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করতে থানায় বাবা

লোকজন টের পেলে তাদের প্রেমের সম্পর্কে আপত্তি জানায় তারা। ওই তরুণকে একাধিকবার সতর্ক করে নাবালিকার পরিবার। সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। তাই এ ব্যাপারে ছাত্রীকে সতর্ক করা হয়েছিল।

বিষয়টি নাবালিকা প্রেমিকার বাডির

এবিষয়ে নিখোঁজ নাবালিকার বাবা বলেন, 'আমার মেয়েকে গতকাল জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা

আমার মেয়েকে গতকাল জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল ওই তরুণ। তাকে আটকে রাখার পর বালুরঘাট থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

### নাবালিকার বাবা

করছিল ওই তরুণ। তাকে আটকে রাখার পর বালুরঘাট থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সকালে থানায় অভিযোগ করতে আসি। থানা থেকে বাড়ি যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার নাবালিকা মেয়ে ফের গায়েব হয়ে যায়। অনুমান ওই তরুণের সঙ্গীরা মেয়েকে তুলে নিয়ে গেছে। এনিয়ে ফের থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। এখনও মেয়ের খোঁজ পাইনি।

ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ বলেন, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখা

অস্থায়ী ঘরে

দমকলকেন্দ্র

পতিরাম, ১২ জানুয়ারি

পতিরামবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি

দমকল ইউনিট চালু করার।

শনিবার দপ্তরের এক প্রতিনিধিদল

অস্থায়ীভাবে ব্যবহারের জন্য ঘর এবং

পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে তার জায়গা

বিনামূল্যে এবং বিনাশর্তে ব্যবহার

করতে দিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী

বাপিরুল ইসলাম জানান, 'পতিরাম

এবং আশপাশের এলাকার জন্য এই

অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রটি ভীষণ কাজে

দেবে। দ্রুত এই কেন্দ্র চালু হলে খুবই

পতিরাম এবং সংলগ্ন এলাকার মানুষ

অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি থেকে অনেকাংশে

সুরক্ষা পাবেন। প্রশাসনের তরফে

জানানো হয়েছে, দ্রুত কাজ সম্পন্ন

করে ইউনিটটি কার্যকর করা হবে।

ফায়ার ব্রিগেড ইউনিট চালু হলে

নতুন অফিস তৈরি না হওয়া

সাহা। এলাকার বাসিন্দা

গাড়ি রাখার স্থান পরিদর্শন করেন।

আমি পণ্ডিত, পণ্ডিত, নিরঞ্জন আমার সার্টিফিকেট WB2001OBC201604775) গেছে। যোগাযোগ করুন 6296749645. (C/113750)

বাডি ভাডা আলিপুরদুয়ার মধ্যপাড়া 3BHK. Attach Bath, Near জামাই দোকান। 8918612289.

হারানো/প্রাপ্তি নির্মলেন্দু কর, <sup>\*</sup>নিহার রঞ্জন কর, রবীন্দ্রনগর, আলিপুরদুয়ার নিবাসী। আমার

OBC সার্টিফিকেট নং 839/APD-1/OBC হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন 8016761205 এই নম্বরে। (C/113749)

(C/114339)

### কর্মখালি

স্টার হোটেলে অনুর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/-। থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/114318)

20 Male Staff Needed at Book Shop Near Cosmos Mall, Ph: 6294171939. (K)

Anandaloke Sonoscan শিলিগুড়ির জন্য Ward Boy প্রয়োজন। বেতন -8000/-, Call 8116610703. (C/114341)

Job Opportunity : Counseling Office, Siliguri seeks qualified staff. If you're fluent in Bengali, Nepali and English, please submit your CV within 10 days. nscbie.purulia@gmail. com Contact - 9832631956. (C/114240)

অ্যাকাউন্ট্যান্ট প্রয়োজন, আস্থা এগ্রি জেনেটিক্স (তুফানগঞ্জ)। ন্যুনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন (বি. কম অগ্রাধিকার পাবে) বেতন-আলোচনাসাপেক্ষ। মোঃ 9614172314, ই-মেইল : hr@asthaagri.com \*বি.দ্র. : Gst এবং Income Tax-এর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। (D/S)

একজন কর্মদক্ষ, পড়াশোনা জানা, সর্বসময়ের জন্য মহিলা কর্মী চাই, বয়স ২৫-৩৫ এর মধ্যে হতে হবে, একজন মাত্র বিশিষ্ট সুস্থ ব্যক্তির, সর্বসময়ের জন্য ব্যক্তিগত কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য (রান্না বাদে). মাসিক বেতন- ১৫ হাজার, সত্বর যোগাযোগ- 9002004418। এই মোবাইল নম্বরে হোয়াটস্যাপ আছে. ফোটো এবং বায়োডাটা পাঠাতে হবে. কর্মস্থান শিলিগুড়ি সেভক রোড।

### বনভোজন

বালুরঘাট, ১২ জানুয়ারি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু সম্প্রদায়ের উদ্যোগে গোপালের বনভোজন আয়োজিত হল বালুরঘাটে। রবিবার বালুরঘাট ব্লকের ভাটপাড়া গ্রামের ভূষিলা এলাকায় গ্রামবাসীরা একত্রিত হুয়ে এই উৎসবে শামিল হয়েছিলেন। এদিন পঞ্চায়েত অফিসের পেছনে পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল থেকেও প্রচুর মান্য এসে বনভোজনে পাত পেড়ে খেয়েছেন।

### বিক্ৰয়

285, 780 & 480 Sqft Shop for Sale, Iskon Road, Siliguri, 8670572035. (C/113379)

### অ্যাফিডেভিট

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং- WB 7320100285590-তে আমার নাম এবং পদবি ভুল থাকায় গত 10/1/25 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Sridam Pal এবং Shri Dam Paul এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। পূর্ব ধনতলা, ডাবগ্রাম (P), সেঢালাহ্ট টাডনাশপ, জলপাহ্স্তাড়, 734015. (C/114454)

আমার নাম ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভূলবশত Haresh Kumar Mahato করা হয়েছে। গত ২৬/৯/২৪ 1st ক্লাস J.M. শিলিগুড়ি অ্যাফিডেভিট বলৈ Haresh Mahato হলাম এবং দুটো নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তির। (C/114458)

# রেশম চাষ নিয়ে

কালিয়াচক, ১২ জানুয়ারি : কালিয়াচক কোকুন মার্কেটে রবিবার রুপুরে রেশম চাষ ও পলু পোকার ডিম উৎপাদন নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা হয়ে গেল। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, মালদা রেশম দপ্তরের উপঅধিকর্তা সুরজিৎ চৌধুরী, কালিয়াচক রেশম অফিসের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশিস দাস, সুজাপুর রেশম অফিসের আধিকারিক উদয়কুমার দাস প্রমুখ।

মালদা জেলা তথা কালিয়াচকের রেশমশিল্পকে উজ্জীবিত করতে রাজ্য সরকার বেশ কিছ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পগুলির সুফল পাওয়া যাচ্ছে বলে আধিকারিকরা দাবি করেন।

আলোচনা সভায় কালিয়াচকের রেশমশিল্পকে আরও প্রসারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অনেক চাষি রেশমের দাম না পেয়ে রেশম চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। অনেক এলাকায় তুঁত পাতার জমিতে লিচুর গাছ চার্য করা হচ্ছে। গত অঘ্রান মাসে রেশমগুটির উৎপাদন সবথেকে ভালো হয়েছে চাঁচলে। সর্বোচ্চ ২৪ হাজার টাকা মণ দরে তারা রেশমগুটি বিক্রি করেছেন। কালিয়াচকের চাষিরা যাতে আরও ভালো রেশমকুয়া বা রেশমগুটি উৎপাদন করতে পারে সেই বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি তৃঁত জমিতে ভালো মানের পাতা উৎপাদন করার জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে জমিতে পুকুরের মাটি অথবা গোবর দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, 'রেশমশিল্প বাঁচাতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মালদা জেলার ঐতিহ্য রেশমশিল্প। রেশমশিল্পের পুনরুদ্ধারে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে আমি মাঝেমধ্যেই আলোচনায় বসে থাকি।'

মন্ত্রী জানান, চাষিরা জানিয়েছেন সরকারি সহযোগিতায় রেশম চাষ করে তারা সুফল পাচ্ছেন। এটা অত্যন্ত ভালো দিক। আম ও রেশম মালদার গর্ব। এই গর্ব যেন আমরা ধরে রাখতে পারি। তার চেষ্টা করা হচ্ছে। রেশমশিল্প ঘুরে দাঁড়াক এটাই চাই।'

বালুরঘাট, ১২ জানুয়ারি : ক্লাবের ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করল বালুরঘাটের চকভগু বিবেকানন্দ ক্লাব। যেখানে আদিবাসীদের নৃত্য নজর কেঁড়েছে শহরবাসীর। পাশাপাশি, ব্যান্ডের শিশুরা দুঃস্থদের শীতবস্ত্র বিলি করা হয়েছে। বাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে নানা কার্যকলাপে পথচলতি মানুষদের মুগ্ধ করেছে।

গাজোল, ১২ জানুয়ারি : শীত

কমব্যাট, সন্ধে ৭.২৩ ৬৫, রাত ७.৪৫ পোস্টার বয়েজ, রাত ৯.১৫ ১.০০ জাস্টিস লিগ, ১১.০৪ দ্য

কোয়ারান্টির

বেলা ১১.৩৩ মুভিজ নাও

চিনে বাদাম রাত ১২.০০

জি বাংলা সিনেমা

পোস্টার বয়েজ

সন্ধে ৬.৪৫ সোনি ম্যাক্স

কালার্স সিনেপ্লেকা: দুপুর ১২.৫২ মুভিজ নাও : বেলা ১১.৩৩ শুপ্ত, বিকেল ৩.১২ কাস্টডি, ৫.৩৮ কোয়ারান্টিন, দুপুর ১২.৫৭ নো ডাবল অ্যাটাক, সন্ধে ৭.৫৯ ভগবন্ত টাইম টু ডাই, বিকেল ৩.৩৭ ইনটু দ্য ব্লু, ৫.২৬ স্পিসিজ, সন্ধে ৭.০৩ সোনি পিকা : দুপুর ১২.৩১ রকি-থ্রি, রাত ৮.৪৫ আইস এজ : কলিশন কোর্স, ১০.১৮ লিটল ফিউরি রোড, বিকেল ৪.১৫ মনস্টার্স, ১১.৫১ দ্য স্টার্ভিং





দেখতে। কেউ এসেছেন আদিনার ঐতিহাসিক স্থান দেখতে। মুর্শিদাবাদ, দুই দিনাজপুর, নদিয়া, বিহার সহ কলকাতা থেকেও অনেকে এসেছেন। এখানেই আদিনা মসজিদ, একলাখি মসজিদ, সোনা মসজিদ সহ একাধিক ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে।

সকাল থেকেই শীতের আমেজ

পর্যটকরা এসেছেন আদিনায়, হরিণ



বছরের দ্বিতীয় রবিবার আদিনায় মানুষের ঢল। -সংবাদচিত্র

কখনওবা ছিটেফোঁটা বৃষ্টি আবার কখনও রোদের ঝলকানি হলেও কালো মেঘে ঢেকে দিচ্ছে সূর্যের মুখ। এই আবহাওয়া নিয়েই পিকনিকৈ মেতে রইলেন পর্যটকরা।

ছিল কড়া নিরাপত্তাও। বন দপ্তর থেকে বিভিন্ন এলাকায় সিসি ক্যামেরায় নজরদারি চালানো হচ্ছিল। পাশেই ইকো পার্ক। সেখানেও পর্যটকরা হাজির। আদিনা ইকো পার্কে লেখা

রয়েছে 'আই লাভ গাজোল' সেখানেই পর্যটকদের সেলফি তোলার ভিড় লক্ষ করা গেল।

থেকে এসেছেন

সুদীপ্ত বোস। বলেন, ফরাক্কায় এক আত্মীয়ের বাড়ি এসেছিলাম। আত্মীয়দের সঙ্গে এমন একটা মনোরম পরিবেশে ঘুরতে এসেছি। ভীষণ ভালো লাগল। প্রচুর হরিণ দেখলাম। পাশাপাশি ঐতিহাসিক

ইতিহাসে পড়েছি। জানি না এত কেন নিরাপত্তা? অনেকেই মোবাইল নিয়ে ঢুকতে পারছেন না। মোবাইল রাখার জায়গা না থাকায় বেশ কয়েকজন পর্যটক ঢুকতে পারলেন না।' মুর্শিদাবাদ থেকে বন্ধুদের সঙ্গে

এসেছেন কৌশিক প্রামাণিক। তিনি বলেন, 'বন্ধদের সাথে ঘরতে এবং পিকনিক করতে এসেছি । খুব ভালো লাগল পিকনিক করতে এসে। ঐতিহাসিক নিদর্শন থেকে শুরু করে আদিনা ডিয়ার পার্কের ভেতরে পাখি সহ হরিণ দেখে মুগ্ধ হলাম।' উত্তর দিনাজপুর থেকে আসা

রিঙ্ক কর্মকার জানান, ' আদিনা ডিয়ার পার্কে এ বছর প্রথম আসা। একসঙ্গে এতগুলো হরিণ দেখে মন ভালো হয়ে গেল। ডিয়ার পার্কের ভেতরে নানান ধরনের পাখি দেখলাম। ভিতরে যানবাহন প্রবেশে নিষেধ থাকলেও বয়স্ক ও শিশুদের জন্য ব্যাটারিচালিত যানবাহনের ব্যবস্থা হলে ভালো হত।

### আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য ১৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় অথগিম হলেও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হবে প্রচুর। কন্যা : হাদরোগীরা আজ সামান্য সন্তানের মেধার বিকাশ লক্ষ করে তৃপ্তি। বৃষ : বন্ধুদের সঙ্গে সামান্য তর্কবিতর্ক থেকে তীব্র বিবাদ হতে পারে। বাকসংযম জরুরি। আবেগে অর্থনৈতিক ক্ষতি। মায়ের মায়ের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। মিথন অহেতুক কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। সংগীতে সাফল্য

মিলবে। বাবার সঙ্গে মতানৈক্য।

কর্কট : কারও সুপরামর্শে আইনি সুবিধা পাবেন। দুরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় সাফল্য মিলবে। বন্ধুর সঙ্গে আজ দারুণ কাটবে। দাম্পত্যের শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। সমস্যাতেও চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কর্মক্ষেত্রে খ্যাতি বাড়বে। তুলা : অহতুক অর্থব্যয়। অতি প্রচুর অর্থলাভ। স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তার অবসান। বৃশ্চিক : শত্রুকে পরাস্ত করে তৃপ্তি। স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে

পরামর্শ নিয়ে ব্যবসার জটিলতা কাটাতে পারবেন। কন্যার প্রতিভার স্বীকৃতি মেলায় স্বস্তি। মকর : আজ স্বপ্নপূরণ। কুম্ভ: পুরোনো কোনও সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। বাড়ি সংস্কারে ব্যয় বাড়বে। **মীন** : ক্রীড়া ও অভিনয় জগতের ব্যক্তিগণ নতুন সুযোগ পেতে পারেন। স্ত্রীর ভাগ্যে

### দিনপঞ্জি

আদ্রনিক্ষত্র দিবা ১১।০। ইন্দ্রযোগ ৩।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।৭ নরনারায়ণ দিবা ৭।২৭ পরে বৈধৃতিযোগ শেষরাত্রি ৫।৩৬। বিষ্টিকরণ অপরাহ্ন ৪।২৭ গতে ববকরণ শেষরাত্রি ৪।৩ গতে বালবকরণ। বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ১১।০ কথা কাটাকাটি। ধনু : বাবার আজ ২৮ পৌষ, ১৪৩০, ভাঃ ২৩ কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে-দোষ পৌষী পূর্ণিমা বিহিত স্নানদানাদি। ৪।৩৮ মধ্যে।

পূর্ণিমার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন।

পৌষ, ১৩ জানুয়ারি ২০২৪, ২৮ নাই, দিবা ১১।০ গতে দ্বিপাদদোষ। গোস্বামিমতে পৌর্ণমাস্যারম্ভকল্পে পুহ, সংবৎ ১৫ পৌষ সুদি, ১২ যোগিনী-বায়ুকোণে, শেষরাত্রি ৪।৩ মাঘকৃত্যারম্ভ। বাংলাদেশে প্রচলিত রজব। সুঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৭। গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৭।৪৬ ধান্যপূর্ণিমা ব্রত। শ্রীপ্রিয়বাদিনী সিংহ: মানসিক চাপ থাকবে। প্রিয় মেজাজ হারাবেন না। কোনও সোমবার, পূর্ণিমা শেষরাত্রি ৪।৩। গতে ৯।৬ মধ্যে ও ২।২৭ গতে দেবীর আবিভাবে তিথি ও উৎসব। গতে ১১।৪৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই। প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রমহংসদেবের ভিন্নতনু অভিন্ন পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও স্পিণ্ডন। হৃদ্য় শ্রীশ্রীঠাকুর নীলকান্ত গোস্বামী প্রভুপাদের ৯৬তম শুভ আবিভাব জন্মে-মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। প্রদোষে সন্ধ্যা তিথি। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৪৮ বৈশ্যবর্ণ নরগণ অক্টোত্তরী চন্দ্রের ও ৫।৭ গতে রাত্রি ৬।৪৩ মধ্যে মধ্যে ও ১০।৪৪ গতে ১২।৫২ শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৪ গতে ৮।৫০ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির পুষ্যাভিষেক যাত্রা। শ্রীশ্রীদৈবীর মধ্যে ও ১১।২৪ গতে ২।৫১ দশা, শেষরাত্রি ৪।৫৬ গতে অঙ্গরাগযাত্রা। শেষরাত্রি ৪।৩ মধ্যে মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।৯ গতে



জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পূত্রবধু খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শুনাপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবন্ধ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি। আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন

দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসআপে নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে। ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসআপ মেসেজ

পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬

এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# ALLEN THE CLEAR LEADER

IIT-JEE, AIIMS, NEET (UG) & OLYMPIADS

# EVERY 4<sup>TH</sup> SUCCESS STORY IS POWERED BY ALLEN

IITs

4425

ALLENites out of 17692 seats in 2024 AIIMS (MBBS)

660

ALLENites out of 2207 seats in 2024

NEET (UG)

6570

ALLENites in Top 25000 All India Rank in 2024 **OLYMPIADS** 

939 out o

Selections in Indian National Olympiads 2025

45 AIR in Top 100-JEE (Adv.) 2024 | 39 AIR in Top 100-NEET (UG) 2024



ALLEN SILIGURI:
RESULTS
THAT MATTER,
CARE THAT
COUNTS



AIR 289
STATE TOPPER (OTHER)
PEEHU AGRAWAL
NEET (UG) 2024
1 Year Classroom Student
MBBS-KGMU, LUCKNOW



AIR 26030
STATE TOPPER (SIKKIM)
DIWASH SHARMA
NEET (UG) 2024
1 Year Classroom Student
MBBS-NEIGRIHMS, SHILLONG



WEST BENGAL TOPPER
JEE MAIN 2024 (Session I)

IRRADRI BASU KHAUND

JEE ADV. 2024

2 Years Classroom Student

IIT DELHI, B. TECH (M & C)



SANGYE NORPHEL
SHERPA

JEE ADV. 2024
1 Year Classroom Student
IIT BOMBAY, B. TECH (CSE)

### ADMISSIONS OPEN SESSION 2025-26

Appear in ASAT on 19 JAN. 2025

GET 90% SCHOLARSHIP



Last chance to get SPECIAL FEE BENEFIT' till 20 JAN. 2025

\*Subject to the scholarship rules and the T&Cs



### **NURTURE COURSE**

Class 10<sup>th</sup> to 11<sup>th</sup> Moving Students JEE (Main+Adv) 2027: 3 April 2025 NEET (UG) 2027: 3 April 2025

### **ENTHUSIAST COURSE**

Class 11<sup>th</sup> to 12<sup>th</sup> Moving Students JEE (Main+Adv) 2026: 25 March 2025 NEET (UG) 2026: 25 March 2025 PRE-NURTURE & CAREER FOUNDATION (PNCF)

Class 7 to 10 : 3 April 2025

### ALLEN SILIGURI CENTER

+91-9513784242 ⊕ allen.ac.in/siliguri

### ALLEN KOTA CENTER

0744-3556677, 2757575 ⊕ allen.ac.in



ছেলের জন্য একটি বাঁশি নিতেই হবে। রবিবার রায়গঞ্জের ঘড়ি মোড়ে। - দিবাকর সাহা

### পুলিশের তৎপরতায় ঘরে ফিরলেন নিখোঁজ হাসিনা

সামশেরগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি পথ হারিয়ে কোনওভাবে ধুলিয়ান গিয়েছিলেন। পুলিশের তৎপরতায় মহিলা বাড়ি ফিরলৈন।

বৃহস্পতিবার পথ হারিয়ে ফেলেছিলন হরিরামপুরের বাসিন্দা হাসিনা বিবি। চলে গিয়েছিলেন পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি করেন। না পেয়ে তারা পুলিশের দ্বারস্থ হন।

সামশেরগঞ্জের ডাকবাংলোয় উদল্রান্তের মতো হাসিনা বিবিকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে পুলিশ। তারপরে তাঁকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে এসে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।

সামশেরগঞ্জ থানার শিবপ্রসাদ ঘোষ জানিয়েছেন, 'তার কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে হরিরামপুর থানায় যোগাযোগ করা হয় এবং খবর দেওয়া হয় তাদের পরিবারকে। রাতেই সামশেরগঞ্জে চলে আসে। কাগজপত্র যাচাই করে হাসিনাকে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

### বাড়ি বদলালেও স্কুলমুখী হয়নি পড়ুয়ারা

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ১২ জানুয়ারি একমাত্র শ্রেণিকক্ষের বেঁহাল জেরে অন্য পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু তাতেও সমস্যার কোনও সরাহা হয়নি। হেমতাবাদ ব্লকের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী দক্ষিণ মালন অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা এখনও স্কুলমুখী নয়। শীতের সকালে মাঙ্কি টুপি পুরে খুদেদের স্কুলের আসার ছবিটা কাৰ্যত উধাও।

যার জেরে বিপাকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় ক্লাসরুম বেহাল অবস্থায়। প্রায় ভেঙে পডছিল ক্লাসরুমের ছাদ। ঘরে তকছিল বৃষ্টির জল। গত বছরের জুন মাসে বিদ্যালয়ের বেহাল অবস্থার প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন বাসিন্দারা। আতঙ্কের কথা মাথায় রেখে আর ঝুঁকি নিতে চায়নি প্রশাসন। এরপর বিদ্যালয়টিকে স্থানান্তরিত করা হয় কিছুটা দূরে অবস্থিত একটি মাদ্রাসায়। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হয়নি। বরং অন্যরকম সমস্যার মধ্যে পড়েছে পড়ুয়ারা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাধাইচন্দ্র রায় জানান, এলাকার একটি মাদ্রাসায় সকালে তাদের প্রাথমিকের ক্লাস হচ্ছে। শীতের সকালে ক্লাসে আসতে চাইছে না খুদে পড়য়ারা। পাশাপাশি রাস্তা পেরিয়ে কিছুটা দূরে পুরাতন স্কুলে মিড-ডে মিলের খাবার খেতে যেতে হচ্ছে। ফলে রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। মাদ্রাসাটি বিদ্যালয় থেকে দূরে হওয়ায় পড়ুয়ারা স্কুলে আসতে চাইছে না।

এক অভিভাবক রেজাউল হক বলেন, 'আমার নাতি এই স্কুলে পড়ে। স্কুলের স্থায়ী ভবনটি একেবারে বেহাল হয়ে পড়েছিল। পরে সিদ্ধান্ত নিয়ে স্কুল ভবনটি ভেঙে দেওয়া হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত নতন করে ভবনটি তৈরি হয়নি। দ্রুত ভবন তৈরি হলে সুবিধা

এই বিষয়ে হেমতাবাদের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক জয়ী দেবনাথ বলেন, 'সমস্যার কথা আমার জানা আছে। ইতিমধ্যে পুরোনো ঘর ভেঙে ফেলা হয়েছে। দুইটি নতুন ক্লাসরুম তৈরি হবে। খুব দ্রুত নিমাণ শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে।' হেমতাবাদের বিডিও বলেন, 'স্কুলের নতুন ঘর তৈরির জন্য জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।'

### আশার আলো বুনিয়াদপুরে

# চালর আশ্বাস বিপ্লবের

বুনিয়াদপুর, ১২ জানুয়ারি : গঙ্গারামপুর মইকমার প্রত্যন্ত এলাকা ১০০ থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূর শুরুতেই রাজ্য অর্থ দপ্তর একজন থেকে বালুরঘাট আরটিও অফিসে গিয়ে কাজ করতে হত মহকমার যানবাহন মালিক ও ড্রাইভিং লাইসেন্সধারীদের। মহকুমাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বুনিয়াদপুরে অ্যাডিশনাল রিজিওনাল ট্রান্সপৌর্ট স্থাপন করার। দীর্ঘ টালবাহানার পর ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে বুনিয়াদপুরে এসডিও অফিসের পিছনের ভবনে সপ্তাহে একদিন বুধবার করে বালুরঘাট অফিস থেকে দুইজন এসে কাজ চালু করে। শুধুমাত্র ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ফিটনেসের কাজ হত। তাও আবার নামকে ওয়াস্তে। এই দুটি কাজের সরকারি ফিসের টাকা জমা দিতে বুনিয়াদপুরের বদলে বালুরঘাটে যেতে হত। বহু প্রতীক্ষার পর ২০২৫ সালের শুরুতেই মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের চেষ্টায় তা রূপায়িত হওয়ার পথে বলে এমনটাই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। সমাজমাধ্যমে সেই তথ্য সামনে আসতেই খুশি গঙ্গারামপুর মহকুমাবাসী সহ ব্যবসায়ী মহল।

অফিস বুনিয়াদপুরে এআরটিও স্থাপনের সবুজ সংকেত মিলতে চলৈছে। ইংরৈজি নতুন বছরের

গঙ্গারামপুর মহকমাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বুনিয়াদপুরে এআরটিও অফিস স্থাপনের। পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রীকে আমি নিজে এআরটিও অফিস করতে বলি। তিনি দ্রুততার সঙ্গে বুনিয়াদপুরে এআরটিও অফিস করার চেষ্টা করছেন। ক্যাবিনেটে পাশ হলেই মুখ্যমন্ত্ৰী এটাকে

> বিপ্লব মিত্র ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী

বাস্তবে রূপ দেবেন।

এআরটিও, দুইজন মোটর ভেহিকল ইনস্পেকটর (এমভিআই) (ননটেক) ও দুইজন এমভিআই (টেকনিক্যাল) পদের অনুমোদন চেয়ে নোটশিট ক্যাবিনেটে। (যার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)।

দীর্ঘ নয় বছর প্রতীক্ষার পর নোটশিটে বলা হয়েছে, গঙ্গারামপুর মহকুমায় বুনিয়াদপুরে এআরটিও অফিস স্থাপনের জন্য ৫টি পদের অনুমোদন চেয়েছে ক্যাবিনেটে।

বুনিয়াদপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি রণজিৎকুমার মণ্ডল বলেন, 'মহকমা হওয়ার পর থেকে বহুবার আমরা বুনিয়াদপুরে এআরটিএ অফিস পাকাপাকিভাবে করার জন্য আবেদন জানিয়েছি। জানতে পারছি ক্যাবিনেটে পাশ হলেই এআরটিও দপ্তর চালু হবে। রাজ্যের অন্য মহকুমার মতো এই মহকুমা সদরের সার্বিক দিক দিয়ে উন্নয়ন ঘটকে।'

ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র জানান, 'গঙ্গারামপুর মহকুমাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি বুনিয়াদপুরে এআরটিও অফিস স্থাপনের। বিধায়ক হওয়ার প্রতিনিয়ত আমি জেলা আধিকারিকদের নিয়ে বুনিয়াদপুরে এআরটিও অফিস স্থাপনের চেষ্টা করেছি। মহকুমাবাসীকে কথাও দিয়েছিলাম। পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রীকে আমি নিজে এআরটিও অফিস করতে বলি। তিনি দ্রুততার সঙ্গে বুনিয়াদপুরে এআরটিও অফিস করার চেষ্টা করছেন। ক্যাবিনেটে পাশ হলেই মুখ্যমন্ত্রী এটাকে বাস্তবে রূপ দেবেন।

# বদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু

রায়গঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : রায়গঞ্জ ব্লকের বীরঘই পঞ্চায়েতের জয়নগর জনিয়ার বৈষ্ণবচন্দ্র মদনমোহন বিদ্যামন্দিরে ২০ বছর পর পঠনপাঠন শুরু হচ্ছে। ইতিমধ্যে পরিত্যক্ত বিদ্যালয়টি সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। পঞ্চম থেকে অন্তম শ্রেণির পড়য়াদের ভর্তি নেওয়া শুরু হয়েছে। স্কুল চালু হওয়ার খবরে খুশির হাওয়া চারিদিকে। গ্রামের মানুষ ছেলেমেয়েদের ভর্তির জন্যে স্কুলে এসে যোগাযোগ করছেন। স্কুলে গিয়ে দেখা গেল, একজন শিক্ষক ভর্তি নিচ্ছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি মেনে এলাকার বেশ কিছু মানুষ ১৯৮৪ সালে এই স্কুলটি গড়ে তোলেন। গ্রামের ছেলেমেয়েরা বাইরে না গিয়ে গ্রামের এই স্কুলে পঠনপাঠন শুরু করে। যদিও মধ্যশিক্ষা পর্যদের কোনও অনুমোদন ছিল না। অনুমোদনের আশায় শিক্ষকরা স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে স্কুলে পঠনপাঠন চালিয়ে যেতে থাকেন।

এরপর ২০০০ সালে মধ্যশিক্ষা জন্য এসেছিলেন। স্কুল চালু হওয়ায় চলছে।



জয়নগর জুনিয়ার বৈষ্ণবচন্দ্র মদনমোহন বিদ্যামন্দির। - সংবাদচিত্র

পর্ষদ অনুমোদন দেয়। অনুমোদন পেলেও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়ে শুরু হয়ে যায় নিজেদের মধ্যে বিবাদ। ৫ বছর এভাবে চলে পঠনপাঠন। হাইকোর্টে মামলা হয়। স্কুল সার্ভিস কমিশন শিক্ষক পাঠাতে না পারায় পঠনপাঠন বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন মামলা চলার পর আবার স্কুলটি চালুর ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছেন পরিচালন কমিটির সদস্যরা। গ্রামবাসী পটলা বর্মন, টেপু বর্মন, সাতানু বর্মন বলেন, শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করার

খুব ভালো লাগছে। কারণ ওখানে নেশার আড্ডাস্থল হয়ে উঠেছিল। রাতের বেলায় যাওয়া যেত না।

বীরঘই অঞ্চলে জুনিয়ার স্কুলের জন্য দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছিলেন বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা জেলা পবিষদেব মৎসা কর্মাধ্যক্ষ নবনিতা দাস মিত্র বলেন, 'স্কুল চালু হলে খুব ভালো।' স্কুলের প্রধান শিক্ষক নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'আমরা সকলে চাই স্কুলে পঠনপাঠন শুরু হোক। সেই চেষ্টা

### চায়ের দোকানে মদ বিক্রিতে ধৃত

হেমতাবাদ, ১২ জানুয়ারি : চায়ের দোকানের আড়ালৈ মদ বিক্রির অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল হেমতাবাদ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মিঠুন দত্ত (৩৩), বাড়ি হেমতাবাদ থানার বাঙালবাড়ি এলাকায়। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলি**শ**। রবিবার বিকেলে অভিযুক্তকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজি*স্ট্রেট* আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।

শনিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চায়ের দোকানে হানা দেয় হেমতাবাদ থানার পুলিশ। হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণ<sup>ি</sup>দেশি ও বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করে। এরপর অভিযুক্তকে হেমতাবাদ থানায় নিয়ে<sup>ঁ</sup> আসে পুলিশ। এদিন অভিযুক্তকে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

### বাড়ির পাশে গাছে দেহ

कानियागञ्ज, ১২ জानुयाति : প্রতিদিনের মতো শনিবারও শীতের রাতে খাওয়াদাওয়া করে ঘরে ঘুমাতে গিয়েছিল বাড়ির সবাই। সকালে ঘম থেকে উঠে বাডির পাশে একটি গাছে ছেলের ঝুলন্ড দেহ দেখে শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সরকার পরিবার। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে কালিয়াগঞ্জের মধ্য কনোর এলাকায়। মৃত তরুণের নাম সুব্রত সরকার (২৩)। বাড়ি মোস্তাফানগর অঞ্চলের মধ্য কুনোর এলাকায়। খবর পেয়ে কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেলে পাঠায়। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

### সাতদিন পর অভিযোগ

কুমারগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি পতিরামের দক্ষিণপাড়া এলাকার বাসিন্দা মোবারক মণ্ডল, স্ত্রী মজিদা খাতৃন বিবিকে নিয়ে গত ৫ জানুয়ারি দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে নিজৈর টোটোতে বরাহার থেকে পতিরাম ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন। ঘটনার সাতদিন পর রবিবার মোবারক মণ্ডল কুমারগঞ্জ থানায় বাসটির নম্বর উল্লেখ করে অভিযোগ দায়ের করেন।

ঘটনার দিন পিছনদিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি বাস মোবারক মণ্ডলের টোটোতে ধাক্কা মারে। এতে তিনি সামান্য আহত হলেও তাঁর স্ত্রী রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয়দের সহযোগিতায় মজিদাকে বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে রায়গঞ্জে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

### দুঃস্থদের মধ্যাহ্নভোজন

পতিরাম, ১২ জানুয়ারি : বাবার ম্মতিতে রবিবার দুঃস্থদের পেটপুরে খাওয়ালেন ছেলে। দুপুরের খাবারের মেনুতে ছিল ভাত, পাঁটভাজা, ছোট মাছের চচ্চড়ি, মুড়িঘণ্ট, মুগের ডাল, রুই ও পাবদা মাছ, চাটনি, দই এবং মিষ্টি। কামালপুর এলাকার বাসিন্দা পঞ্চানন মণ্ডল (৭২)। ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে কিডনির অসুখে তিনি মারা যান। তাঁর স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে ছেলে শুভম মণ্ডল এদিন বাহিচা খ্রিস্টান মিশনে থাকা একশো দুঃস্থ মানুষের খাবারের আয়োজন করেন। বিশেষ এই উদ্যোগে খুশি সকলে।

### শীতবস্ত্র বিলি

অখিল ভূবন বিদ্যার্থী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হল রবিবার। এদিন বিকেলে শহরের সুপারমার্কেটের বেসরকারি ভবনে এই কর্মসচি পালিত হয়। সংগঠনের তরফে অরিন্দম প্রামাণিক বলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে এই কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে।'

### অনলাইন ডেলিভারির নামে প্রতারণা

# ৫০০ টাকার প্যাকেটে গোলাপি সাবান জল

রায়গঞ্জ, ১২ জানুয়ারি ডেলিভারির নামে প্রতারণার শিকার জেলা বাস মিনিবাস ওয়েলফেয়ার আসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক প্লাবন প্রামাণিক। শনিবার রাতে তিনি যখন শ্রমিক ইউনিয়নের নেতত্বদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন, সেই সময় তাঁর কাছে ফোন আসে। ফোনের অপর প্রান্তে থাকা এক ব্যক্তি বলে, 'বাড়ির একটি পার্সেল আছে।' প্লাবন প্রামাণিক তাকে বাসস্ট্যান্ডে আসতে বলেন। যেহেতু বাড়ির মেয়ে ও স্ত্রী তাঁর ফোন থেকে অনলাইনে অর্ডার দিয়ে থাকে, সেকারণে ফোন ওনাকেই করা হয়েছে। ডেলিভারি বয় দীপক চন্দ একটি কার্টন দিয়ে ৫০০ টাকা নিয়ে নেয়। বাড়িতে ফিরে শোনেন, কেউ কিছই অর্ডার দেয়নি। শুনে অবাক! আর কার্টন খোলার পর তার বিস্ময়ের ঘোর কিছুতেই যেন কাটছিল না। কার্টনে রুয়েছে গোলাপি সাবান জলভুরা একটি

ডেলিভারি বয়কে ফোন করে বিষয়টি জানানো হলে, সে ফোন কেটে দেয়। কোম্পানিকে জানাতে পারেন। যদিও তিনি বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। আজ সাইবার অপরাধ

পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। উনি প্লাবন প্রামাণিক বলেছেন, প্রতিবার



থানায় অভিযোগ দায়েরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একা প্লাবন প্রামাণিক নয়, এরকম অনেকের সঙ্গেই হচ্ছে। অর্ডার না করলেও ডেলিভারি বয় পার্সেল

নিয়ে বাড়িতে এসে হাজির হচ্ছে। ডেলিভারি বয় দীপক চন্দ জানান, 'আমাদের অফিস মিশন বাড়বাড়ন্ত হবেই।'

মেসেজ এলেও এবার আসেনি।



রক্ষা পেতে বেশ কয়েকবার সচেতনতামূলক শিবির করেছি। আমরা সচেত্রন না হলে প্রতারকদের বাড়বাড়ন্ত হবেই।

শংকর কুণ্ড জেলা বণিকসভার সাধারণ সম্পাদক

আমার মাথায় সেটা ছিল না।' জেলা কুণ্ডু বলেন, 'অনলাইন প্রতারণা থেকে রক্ষা পেতে বেশ কয়েকবার সচেতনতামূলক শিবির করেছি। আমরা সচেতন না হলে প্রতারকদের

# রায়গঞ্জ ব্লককে ভেঙে দু'ভাগ করতাম

মোট আসন ৪২টি। ২০২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ২৫টি আসনে জয়লাভ করে রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন করে তৃণমূল। সভাপতি হন জোড়াফুলের জয়শ্রী ব্যাপারী বর্মন। বিজেপি জয়লাভ করে ১৫টি আসনে। বিরোধী দলনেতা হন বিজেপির মলয় সরকার। কিন্তু মলয় যদি সভাপতি হতেন তাহলে কী কাজ করতেন?

### ि <sup>(भगन यदि</sup>

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : 'সভাপতির সিংহাসন পেলে প্রথমেই রায়গঞ্জকে কেটে দুই টকরো করতাম।' বলেন কী। আস্ত শহরটাকে কেটে দু'টুকরো? নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বিষয়টা পরিষ্কার করলেন রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা মল্য সরকার। শহর নয়, আসলে রায়গঞ্জ ব্লককে ভেঙে দুটো ব্লকে রূপান্তরিত করার কথা বলছেন এই বিজেপি নেতা। কেন? মলয়বাবুর উত্তর, রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতিকে ঘিরে রয়েছে ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত। ৪২ আসন বিশিষ্ট এই পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয় থেকে বহু গ্রামের দূরত্ব ৩০ থেকে ৩৫ কিলোমিটার। ফলে দুরের সেই গ্রামগুলো থেকে যে-কোনও কাজে শহরে অবস্থিত পঞ্চায়েত সমিতি কার্যালয়ে কিংবা বিডিও অফিসে আসতে নাজেহাল হন মান্য। যাতায়াতে তাঁদের গাঁটের কড়ি যেমন খরচ হয়, তেমনই সময়ও নষ্ট হয়। অনেক ক্ষেত্রে ছোট একটা কাজের জন্য সারাদিনটাই

মলয়বাবু বলেন, 'মানুষের সুবিধার জন্যে আমি প্রথমেই



মলয় সরকার

রায়গঞ্জ ব্লককে দ্বিখণ্ডিত করতাম। ১ নম্বর থেকে ৭ নম্বর অঞ্চল নিয়ে রায়গঞ্জ -২ নামে আলাদা একটি ব্লক

### একনজরে

 রায়গঞ্জ ব্লকের ১৪টি অঞ্চল নিয়ে রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি গঠিত। মোট আসন ৪২টি

২০১১ সালের জনগণনা অনসারে মোট জনসংখ্যা ৪ লক্ষ ১৪ হাজার ১৪৩ জন

মোট আয়তন ৪৭২.১৩ বর্গকিলোমিটার

১৪টি অঞ্চলে ভোটার প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার

একটি থানা এবং তিনটি পুলিশ ফাঁড়ি আছে

গঠনের চেষ্টা করতাম। সেই কার্যালয় হত মহারাজাহাটে। এতে প্রশাসনিক কাজের যেমন সুবিধা হত, তেমন ওই দূরবর্তী অঞ্চলগুলির মানুষকেও সামান্য কাজের জন্য আর রায়গঞ্জ শহরে ছুটে আসতে হত না।'

মলয়ের মাথায় রয়েছে আরও ভাবনা। তাঁর কথায়, 'গ্রামীণ রাস্তাগুলির কাজের মান নিয়ে গ্রামবাসী অনেক সময় প্রশ্ন তোলেন। আমি ঠিকাদারদের শিডিউল মেনে

কাজ করতে বাধ্য করতাম।' পানীয় জল প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও বহু গ্রামে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছায়নি। সোলার পাস্পগুলিও বেহাল। সরকারি কাজে ঠিকাদারি দুর্নীতির অভিযোগ তুলে মলয়ের দাবি, 'আমি ক্ষমতায় থাকলে দুর্নীতি প্রসঙ্গে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে

ফর্দ ক্রমশ দীর্ঘ হয় মলয়ের। গ্রামাণ হাট সংস্কার থেকে শুরু করে শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের দেখানো. এমনকি গ্রস্থাগারগুলিতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও ভাটোল, বিন্দোল, জগদীশপুরের মতো প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে সরকারি বাস পরিষেবারও ব্যবস্থা করতেন। এত কাজের মাঝে সবেচেয়ে অগ্রাধিকার থাকত কোন কাজে ? মলয়ের দাবি, 'ক্ষমতা পেলে তাঁর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হত একটা নেশামুক্ত সমাজ গড়া।'

## যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে যেন মরণফাঁদ

প্রতীক্ষালয়ের ছাদের অবস্থা খুব

খারাপ। মাঝেমধ্যেই ছাদের চাঙ্ড

্দ<del>শ</del>ক। হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার বাসস্ট্যান্ড যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের। মাঝেমধ্যেই খুলে প্রতীক্ষালয়ের চাঙড। কয়েকদিন আগেই অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন এক মহিলা যাত্রী। এ ব্যাপারে বারবার স্থানীয়

খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রশাসনকে জানানো হলেও তাঁদের তরফে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। অপরদিকে, হ্রিশ্চন্দ্রপুর-১ এর বিডিও সমস্যাটি

ভেঙ্কে যাচ্ছে বলে শুনতে পাচ্ছি। খুব ভয়ের ব্যাপার। প্রশাসনের নজর দেওয়া উচিত।' প্রতিদিন প্রায় কয়েক হাজার যাত্ৰী প্ৰতিদিন এই স্ট্যান্ড থেকে গাড়ি

ধরেন। ঘটনার পর থেকে ভয়ে ওই যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে অপেক্ষা করছেন না যাত্রীরা। সারাবছর প্রতীক্ষালয়ের বাইরে দাঁডিয়ে চাঁচল মালদা যাওয়ার জন্য গাডি ধরছেন তাঁরা।

গাড়িচালক চৈতু দাসের কথায়, 'যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের অবস্থা নিয়ে

'দশ বছর কাটতে না কাটতেই এই আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি, দেখ যাক কবে মেরামত হয়।

> বিধায়ক তজমল হোসেন বলেন. 'আমি অবিলম্বে খোঁজ নিচ্ছি ওই প্রতীক্ষালয়টির সংস্কারের বিষয়ে।'

ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ডাবল রজকের বক্তব্য, 'এলাকার সব থেকে বড বাসস্ট্যান্ডের একমাত্র যাত্রী প্রতীক্ষালয় এটি। কয়েক হাজার যাত্রী প্রতিদিন এই স্ট্রান্ডে আসেন। স্থানীয় চালক এবং যাত্রীরা বারবার অভিযোগ করেছে। প্রতীক্ষালয় সংস্কারের ব্যাপারে অবিলম্বে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব।'

### পারলালপুরে শিয়ালের আক্রমণে জখম দুই

বৈষ্ণবনগর, ১২ জানুয়ারি : শিয়ালের আক্রমণে ২ জন জখম হতেই উত্তেজিত গ্রামবাসী পিটিয়ে মারার চেষ্টা করে শিয়ালটিকে। এতে গ্রামবাসীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে লাঠিসোঁটা নিয়ে শিয়ালটিকে তাড়া করেন। রবিবার ভরসন্ধ্যায় পারলালপরে এই ঘটনার পর চর এলাকা সহ পার্শ্ববর্তী পাডাগুলোতে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। জখম দুইজনকে নৌকা করে ধুলিয়ানে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের নাম শামিম হোসেন (৬৬) এবং ফরহাদ শেখ (৫৯)। এদিন সন্ধ্যা নাগাদ কালিয়াচক-৩ ব্লকের পারলালপুর শোভাপুর পঞ্চায়েতের পোস্ট অফিস পাড়ায় ঢুকে পড়ে একটি শিয়াল। বাড়ির উঠোনে বসেছিলেন এক বয়স্ক ব্যক্তি। তাঁর উপরে চড়াও হয় শিয়ালটি। দাঁত ও নখ দিয়ে ওই বৃদ্ধের মুখ ও শরীরের অন্য অংশ ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। বৃদ্ধের চিৎকার শুনে বাড়ির লোকজন ছুটে এলে মুহূর্তের মধ্যে পাশের বাড়িতে ঢুকে পড়ে শিয়ালটি। সেখানেও আঁচড়ে কামড়ে জখম করে আরও একজনকে। তাঁদের

আর্ত চিৎকার শুনে ছটে আসেন গ্রামবাসীরা। স্থানীয় হামিদুর রহমান বলেন, 'সন্ধে নাগাদ হঠাৎই পারলালপুর শোভাপুর পঞ্চায়েতের পোস্ট অফিস পাড়ায় পরপর দু'জনকে আঁচড়ে কামড়ে জখম করে শিয়ালটি। এতে গ্রামবাসীরা ভয় পেয়ে লাঠিসোঁটা নিয়ে শিয়ালটিকে তাড়া করে। শেষপর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করে শিয়ালটিকে আর পাওয়া যায়নি।

# মোথাবাড়িতে মাছের উৎপাদন নিয়ে শঙ্কা

# চটজালে অবাধে পোনার চোরাশিকার

তনয়কুমার মিশ্র

মোথাবাড়ি, ১২ জানুয়ারি : পাখি চোরাচালানের পর এবার পোনার চোরাশিকার চিন্তা বাড়াচ্ছে গঙ্গাতীরের মাছচাষিদের। চোরাচালানকারীরা বেআইনি চটজাল ফেলে পোনা মাছ ধরে প্রকাশ্যে বাজারে বিক্রি করছে। এতে মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সীমান্তে চোরাশিকারিদের উপদ্রব ঠেকাতে বাংলা-ঝাড়খণ্ড দুই রাজ্যের যৌথ টহলদারির দাবি উঠেছে।

সম্প্রতি মাছ ধরার উপর কর মকুব হয়েছে। এই সুযোগ নিয়ে অসৎ মৎসাজীবী বেআইনিভাবে ছোট চটজাল ফেলে পোনা

সম্প্রতি মৎস্যজীবী সমিতির সম্মেলনে চটজাল ও বেআইনি মাছ ধরার বিষয়টি জানানো হয়েছে প্রশাসনকে। মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতির সেক্রেটারি আফজাল হোসেনের কথায়, 'বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্তে গঙ্গা নদীর উপরে চোরাচালানকারীদের কারবার বেড়ে গিয়েছে। চোরাচালানকারীরা পাখি নিধনের পাশাপাশি চটজাল দিয়ে ছোট মাছ ধরছে। এতে ছোট মাছের সঙ্গে বিভিন্ন জলজ প্রাণী মারা যাচ্ছে। মাছের উৎপাদন কমছে। আমরা চিন্তায় আছি।'

গঙ্গাধর নাগরিক অ্যাকশন প্রতিরোধ মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতি। নদী সীমান্তে কমিটির কর্ণধার তরিকল ইসলামের কথায়. 'চটজালে গঙ্গায় ছোট মাছ মারা হচ্ছে ! এই ধরছে। মালদা জেলা মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতির মাছগুলি বড় হলে মাছের উৎপাদন পাঁচগুণ তরফে বারবার প্রতিবাদ জানিয়েও লাভ হয়নি। বেড়ে যাবে। বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়



নদীবক্ষে নৌকায় অবৈধ চটজাল।

চোরাশিকার কারবারিরা এই কাজ করছে।' বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসার সরস্বতী মণ্ডলের বক্তব্য, 'আমরা প্রতিনিয়ত গঙ্গা ও

গঙ্গা সংলগ্ন এলাকায় চোরাশিকারিদের বিরুদ্ধে

আগে মানিকচক থেকে ফরাক্কার বিভিন্ন ঘাট অবৈধভাবে ডাক হত। সরকারের কাছে চড়া দামে ঘাট কিনত সমিতির লোকজন। গঙ্গানদীতে মাছ ধরতে আসা জেলেদের উপরে ২০ শতাংশ কর বসাত বিভিন্ন ধীবর সমবায় সমিতি। মৎস্যজীবীরা দীর্ঘ আন্দোলনে জেলা শাসক গঙ্গাপাড়ে মাছ ধরার জন্য শুল্ক আদায় বন্ধ করে। কিন্তু অসাধু মৎস্যজীবী বেআইনিভাবে চটজাল ব্যবহার করে গঙ্গার ছোট ছোট মাছ ধরে ফেলছে। ফলে মাছের উৎপাদন যেমন কমছে, তেমনই মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকায় প্রভাব

রাজ্য সরকার ২০১৫ সালে আইন করে

গঙ্গায় মাছ ধরার উপর কর মকুব করে।





বাবলা স্মরণে... মাটিতে বসেই স্মরণসভায় বৃদ্ধা। মালদায় স্বরূপ সাহা।

জানতে পেরেছি ধৃত তিন ব্যক্তি জাল

আধার কার্ড তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জডিত

এবং কীভাবে জাল আধার কার্ড তৈরি

করা হত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ধৃত ব্যক্তিদের পুলিশি হেপাজতের

আবেদন করে আজই তাদের জঙ্গিপুর

এলাকায় একটি দোকান ভাড়া নিয়ে

জাল আধার কার্ড তৈরির ব্যবসা

ফেঁদে বসেছিলেন। ওই তিন ব্যক্তির

আধার কার্ড তৈরির কোনও লাইসেন্স

না থাকলেও. অন্য একজনের কাছ

থেকে বিপুল টাকার বিনিময়ে তারা

আধার কার্ড তৈরির আইডি এবং

পাসওয়ার্ড 'ভাড়া' নিয়েছিলেন।

অপরাধীদের কাজের পদ্ধতি বোঝাতে

গিয়ে তিনি বলেন, আধার কার্ড

তৈরির জন্য যতবার সিস্টেমে লগ ইন

করতে হবে, আইডি এবং পাসওয়ার্ড

যার নামে রয়েছে তাকে ততবারই

স্থ্যানারে নিজের ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে

হবে। সেই কারণে ধৃত ব্যক্তিরা

'সিম্ভেটিক ল্যাটেক্স' ব্যবহার করে

এমন এক ব্যক্তির ফিঙ্গারপ্রিন্ট জাল

করেছিলেন যার নামে সরকারিভাবে

আধার কার্ড তৈরির লগ ইন আইডি

এবং পাসওয়ার্ড রয়েছে। ওই জাল

ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহার করে তারা

বারবার আধারের সিস্টেমে লগ ইন

করত। তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক

তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি ধত

ব্যক্তিরা যে আধার কার্ড তৈরি করত

সেগুলি সবই জাল। যে ব্যক্তির জন্য

আধার কার্ড তৈরি হচ্ছে 'জাল' কার্ডে

তার ছবি এবং ঠিকানা থাকলেও ১২ সংখ্যার যে নম্বর ছাপা থাকত তা

রেটিনা স্ক্যানার, ল্যাপটপ, জাল আধার কার্ড, এনরোলমেন্ট আইডি সহ

বিভিন্ন নথি উদ্ধার হয়েছে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি অসম এবং রাজ্য পুলিশের

এসটিএফ-এর যৌথ অভিযানে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া এবং নওদা থানা

এলাকা থেকে 'এবিটি'–র যে চারজন জঙ্গি গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের মধ্যে

আব্বাস আলি নামে এক জঙ্গি বাংলাদেশের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তিদের দোকান থেকে ফিঙ্গার প্রিন্ট, স্ক্যানার,

ধত তিন তরুণ সম্প্রতি নুরপুর

# জাল আধার চকের তিন পাডা গ্রেপ্তার

মিঠুন হালদার

সতি. ১২ জানুয়ারি : মুর্শিদাবাদের সুতি থানা এলাকায় জাল আধার কার্ড তৈরির অভিযোগে রবিবার ভোররাতে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন তিন ব্যক্তি। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নূরপুর এলাকায় একটি দোকানে অভিযান চালায়। সেখান থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় ইসমাইল শেখ, আকবর আলি এবং মনোজকমার মণ্ডল নামে তিন ব্যক্তিকে।

ভয়ো নথি ব্যবহার করে কলকাতা এবং আশেপাশের এলাকা থেকে পাসপোর্ট তৈরি চক্রের একাধিক পান্ডা যখন পুলিশের জালে ধরা পড়ছেন, ঠিক সেই সময় এই গ্রেপ্তারি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার আনন্দ রায়ের বক্তব্য, 'প্রাথমিক তদন্তে আমরা



■ধত তিন তরুণ সম্প্রতি নূরপুর এলাকায় একটি দোকান ভাড়া নিয়ে জাল আধার কার্ড তৈরির ব্যবসা ফেঁদে বসেছিলেন

🛮 ওই তিন ব্যক্তি অন্য একজনের কাছ থেকে বিপুল টাকার বিনিময়ে আধার কার্ড তৈরির আইডি এবং পাসওয়ার্ড 'ভাড়া' নিয়েছিলেন

📕 ধৃত ব্যক্তিরা 'সিম্থেটিক ল্যাটেক্স' ব্যবহার করে এমন এক ব্যক্তির ফিঙ্গারপ্রিন্ট জাল করেছিলেন, যার নামে সরকারিভাবে আধার কার্ড তৈরির লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড রয়েছে

🛮 ওই জাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহার করে তারা বারবার আধারের সিস্টেমে 'লগ ইন' কবত

ইতিমধ্যেই অন্য কারও জন্য বরাদ্দ হয়ে রয়েছে।

### বাসের ধাক্বায় আহত শিশু সহ ২

পুরাতন মালদা, ১২ জানুয়ারি: রবিবার সকালে গাজোলের আদিনায় একটি সড়ক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল পুরাতন মালদা শহরে। একটি যাত্রীবাহী বাস এক বাইক আরোহীকে ধাক্কা মারলে ওই গোলমাল পরিস্থিতি তৈরি হয়। বাস এবং বাইক দুটি মালদা শহরের দিকে আসছিল। বাইকে থাকা স্বামী, স্ত্রী ও ছেলে বাসের ধাকায় পড়ে গিয়ে আহত হন। আহতরা হলেন মুকুল মণ্ডল (৩৬),তাঁর স্ত্রী পূজা ঘোষ মণ্ডল (৩০) এবং তাঁদের ছেলে অর্ঘ্য মণ্ডল (২)।

পরে বাসটিকে ধাওয়া করে পুরাতন মালদা শহরে আটক করে আহতদের পরিবারের সদস্যরা। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বাইকটি যখন আদিনা স্ট্যান্ড পার করছিল, তখন পেছন থেকে বাসটি ধাক্কা মারে।

ওই বাসটিকে মঙ্গলবাড়ির একটি লজের সামনে আটকে রাখা হয়। আহতদের মৌলপর হাসপাতালে পাঠানো হয়। শেষ খবব পাওয়া পর্যন্ত তাঁদের শা অবস্থা স্থিতিশীল। মালদা থানার পুলিশ ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বাসচালকের গাফিলতির কারণেই ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে

### বিপজ্জনক গৰ্ত, দুঘটনা বাড়ছে

কুমারগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি পাকা রাস্তায় বিপজ্জনক গর্ত তৈরি হয়েছে। প্রায়শই দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন নিত্যযাত্রীরা। অভিযোগ, পূর্ত দপ্তরে জানিয়েও মেরামতির ব্যাপারে কোনও হেলদোল নেই। ফলে যানবাহনের চালক থেকে সাধারণ মানষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। কুমারগঞ্জ ব্লকের বরাহার মোড় থেকে গোপালগঞ্জ বাজার যাওয়ার পথে কিষান মান্ডির পার্শ্ববর্তী সরকারি গোডাউনের ঠিক সামনে এমন ছবি ঘিরে প্রশ্নে প্রশাসন।

নিত্যযাত্রী শিক্ষক শুভঙ্কর বর্মনের কথায়, কিষান মান্ডির কাছে পাকা রাস্তায় তৈরি হওয়া এই গর্ততে পড়ে অনেক দুর্ঘটনা ঘটছে। গর্তটি মেরামত করা ভীষণ জরুরি। নইলে যে কোনওদিন বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আরেক বাসিন্দা সত্যজিৎ সরকার ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন, অনেকদিন ধরে বিপজ্জনক গর্ত তৈরি হয়েছে।

# উপাচার্যহীন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভোগান্তি

वानुत्रघांठ, ১২ জानुगाति : গত ১১ ডিসেম্বর রাজ্য থেকে উপাচার্য হিসেবে প্রণব ঘোষের নাম নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার দিনই. বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করে জেলা ছেড়ে বেরিয়ে যান উপাচার্য দেবত্রত মিত্র। ফলে টানা এক মাস ধরে ওই পদ ফাকা থাকায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্মে প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। অনুমোদনের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা আর্থিক সংক্রান্ত কাজকর্ম আটকে গিয়েছে এর ফলে পরীক্ষা পদ্ধতি তেমন পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তেমনি আমন্ত্রিত অধ্যাপকরা বেতন সমস্যায় ভূগতে শুরু করেছেন। উপাচার্য বা রেজিস্ট্রার সহ নানা পদ ফাকা থাকায়, নিজেদের বেতন সহ অন্যান্য সমস্যার জন্য আন্দোলনেও নামতে পারছেন না, অধ্যাপকরা।তাই নতুন উপাচার্য দ্রুত কাজে যোগ না দিলে. আরো নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়কে বলে এদিন আশঙ্কা করেছেন শিক্ষানুরাগী মহল। তবে নতন উপাচার্য কবে যোগ দেবেন বা আদৌ তিনি যোগ দেবেন



এই ভাড়া বাড়িতে দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়। - সংবাদচিত্র

কি না এ ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। সবমিলিয়ে অভিভাবকহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি সব দিক থেকেই জটিল হতে শুরু করেছে।

দীর্ঘ টানাপোড়েনের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যর গন্দি পেরিয়ে স্থায়ী উপাচার্য হিসেবে প্রনব ঘোষকে নিয়োগ করেছেন আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক তথা প্রাক্তন রেজিস্ট্রার প্রণব ঘোষকে দায়িত্বভার গ্রহণের পর নানা চ্যালেঞ্জর মুখে পড়তে হবে। বর্তমানে তিনটি বিষয়

নিয়ে চালু থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো নতুন নতুন বিষয় চালু করা, বিশ্ববিদ্যালয়কে নতন জমি ও নিজস্ব ভবনের ব্যবস্থা করতে রাজ্য থেকে আর্থিক বরাদ্দ আনা,স্থায়ী রেজিস্ট্রার,স্থায়ী অধ্যাপক, স্থায়ী

নিয়োগ,বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্ট্যাটুট,কাউন্সিল গঠন সহ নানা উদ্যোগ নিতে হবে নতুন উপাচার্যকে। কিন্তু এরই মধ্যে নতুন উপাচার্য আসবার আগেই পরনো উপাচার্য দেবব্রত মিত্র দায়িত্বভার ছেড়ে জেলা থেকে চলে যাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি

আপাতত বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও উপাচার্য নেই। তাঁর

অনুপস্থিতিতে পেপার সেটিং কে করবেন, মডারেশন কে করবেন- এ সব তাঁর অনুমতি ছাড়া এগুলি করা যাচ্ছে না। এ বার হয়তো পরীক্ষাই পিছিয়ে যেতে পারে।

উজ্জ্বল দাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিনান্স অফিসার

হয়ে পড়েছে। কারন দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যায়ের উপাচার্যের উপরই যাবতীয় অনুমোদন নির্ভরশীল। ফলে নতন উপাচার্য প্রণব ঘোষ কাজে যোগ দেবার ব্যাপারে গরিমসি করায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনমোদন যেমন আটকে গিয়েছে তেমনি নতুন বছরে আমন্ত্রিত অধ্যাপক ও কর্মীরা বেতন পাবেন কি না তা নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে।এর মধ্যে বালুরঘাট থেকে। বিশ্ববিদ্যালয় কি অন্যত্র চলে যাচ্ছে? সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এমনই আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বালুরঘাটে ইতিমধ্যে নাগরিক মঞ্চ

এমনকি আন্দোলনে নেমে পড়েছে তৃণমূলের ছাত্র যুব সংগঠনগুলি। কিন্তু নতুন উপাচার্য কাজে যোগ না দেওয়া পর্যন্ত এই আশংকা কতটা সঠিক, তা বলা যাচ্ছু না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিনান্স অফিসার উজ্জ্বল। দাস জানান, আপাতত বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো উপাচার্য নেই। তার অনুপস্থিতিতে পেপার সেটিং কে করবেন, মডারেশন কে করবেন- এ সব তাঁর অনুমতি ছাড়া এগুলি করা যাচ্ছে না। এ বার হয়তো পরীক্ষাই পিছিয়ে দিতে হতে পারে।

আমন্ত্রিত অধ্যাপক মন্মথ কর বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র ছাত্রী দের সার্বিক স্বার্থে নতুন উপাচার্য মহাশয়ের কাছে অনুরৌধ উনি যেনো দ্রুততার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা প্রারম্ভ করেন। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন এর লক্ষ্যে নিজের ১০০% দিয়ে ওনাকে সহায়তা করতে প্রস্তুত।

আমন্ত্রিত অধ্যাপক হরেকফ মণ্ডল বলেন, বেতন সমস্যা হয়েছে। কিন্তু এখন তার চেয়ে বড় কথা, পরীক্ষা সময় মতো নেওয়া যাবে কি না, আশা করছি দ্রুত সব সমস্যার

# কোয়াকের কেরামাত, প্রাণ গেল বালকের

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : তিনদিনের জ্বরে ভূগছিল নাবালক। হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসায় ক্রমশই অবস্থার অবনতি হতে থাকে। শনিবার রাতে অবস্থা আরও আশঙ্কাজনক হলে রবিবার রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

কিন্তু ততক্ষণে অবস্থা হাতের বাইরে চলে গিয়েছে। অসুস্থ ছেলেটির বাড়ি বিহারের সিংহল থানার বেগুসরাই এলাকায়। কর্মসূত্রে ওই নাবালকের পরিবার করণদিঘি থানার বিলাসপুরে থাকে। কিন্তু তিন দিন হাতুড়ের ওযুধে অবস্থার অবনতি হয়। বারবার নাবালক জ্বরে সংজ্ঞা

হারালে তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে আসা হয় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। যদিও রবিবার সকালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে আনার পর জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে দেহ ময়নাতদন্তের নির্দেশ দেন চিকিৎসক। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে মৃত নাবালকের নাম চুলবুল কুমার (১৩)। মৃত নাবালকের বাবা কুনকুন পাসওয়ান বলেন, 'তিন দিন ধরে জ্বরে ভুগছিল ছেলে। জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আমার ছেলেকে পরীক্ষার পর মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত্যুর কারণ জানতে দেহ ময়নাতদক্তের জন্য পাঠায়।'

# নাতনির দেহ উদ্ধার,

হরিশ্চন্দ্রপর, ১২ জানুয়ারি : আটদিন নিখোঁজ থাকার পর তাঁর নিহত হওয়ার খবর এসেছে পরিবারের কাছে। ইঞ্জিনিয়ারিং পডয়া তরুণীর দেহ রবিবার ফরাক্কায় গঙ্গার ফিডার ক্যানেল থেকে উদ্ধার হয়ৈছে। আর একইদিনে দীপ্তি ভগতের পরিবারে এসেছে দুঃসংবাদ।

থাকার পর হরিশ্চন্দ্রপুর বারোয়ারি এলাকার বছর কুড়ির পচা গলা দেহ। আর আজকেই সকালে নিজের বাড়িতেই মারা গৈলেন দীপ্তির ন্বদা বছর ৯০ এর রাধা মোহন ভগত। কাকতালায়ভাবে আজহ আবার ঠাকুরদার মৃত্যুর পরেই পরিবারের কাছে পৌঁছলো আরো এক দুঃসংবাদ। कारोका शामा (शरक जामाता उरला जारे हिम धरत मिरशाँज शाका ताफित মেয়ের পচা গলা দেহ শংকরপুর ঘাট থেকে উদ্ধার হয়েছে। একই দিনে জোড়া মৃত্যু সংবাদে ধাকায় ভেঙে পড়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার বারদুয়ারীর ভগৎ পরিবার। ভগৎ পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে দীপ্তির দাদু দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। তবে নাতনির নিখোঁজ সংবাদে আরো ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। দীর্ঘ কয়েকদিন ধরে মানসিক এবং শারীরিকভাবে আরো অসুস্থ হয়ে যান। আজ সকালে তিনি মারা যান। একইদিনে জোড়া মৃত্যুর ঘটনা ঘিরে কান্নার রোল গ্রামজুড়ে। কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না পরিজনরা। হতবাক গ্রামবাসীও। শোকগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়েছেন পাড়াপ্রতিবেশীরা। প্রত্যেকের একটাই দাবি, তরুণীর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করুক পুলিশ। এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদৈর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।

প্রসঙ্গত গত রবিবার থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান ইঞ্জিনিয়ারিং পড়য়া দীপ্তি ভগত। আজ ৮ দিন পর তার দেহ পাওয়া গিয়েছে, গঙ্গার ফিডার ক্যানেলে। দীপ্তির জ্যেঠু গুরুচরণ ভগৎ বলেন বাবা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। তবে আজকের দিনেই আমরা বাড়ির অত্যন্ত প্রিয় দুই সদস্যকে হারালাম। মেয়ের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন বাবা দেবচরণ ভগৎ। তিনি বলেন বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়ও তো মেয়ে খুব ভালই ছিল। হঠাৎ করে কেনই বা ট্রেন থেকে নেমে গেল। কীভাবে কি হঁল কিছুই বুঝতে পারছি না।

বৈষ্ণবনগর ও বালুরঘাট, ১২ জানুয়ারি : বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কালিয়াচক ৩ নম্বর ব্লকের বাখরাবাদ অঞ্চলের দৌলতপুর গ্রামে রবিবার প্রত্যন্ত গ্রামীণ মানুষের কথা ভেবে ডিসি জনসেবা ক্লাব ও লাইব্রেরির উদ্যোগে ফ্রিতে রক্তের গ্রুপ, রক্তের প্রেশার, সুগার পরীক্ষার আয়োজন করে। সঙ্গে চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থা করে ওই সংস্থার তরণরা।

পাশাপশি, অ্যাগলিকান চার্চ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের সেন্ট মাইকেলস ক্লিনিকের উদ্যোগে দুঃস্থদের বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করা হল বালুরঘাটে। বধবার কালিকাপুর এলাকার সেন্ট জন্স স্কুলে সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলেছে। বৃহস্পতিবারও এই অনুষ্ঠান চলবে। যেখানে চক্ষু ও দন্ত পরীক্ষার শিবিরও আয়োজন করা হয়েছে।

জসিমদ্দিনের মৃত্যুর পর থমথমে বাড়ি। রবিবার হরিশ্চন্দ্রপুরে তোলা সংবাদচিত্র।

### বৃদ্ধ খুনে ২৪ ঘণ্টার পরও অধরা দুষ্কৃতীরা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১২ জানুয়ারি : জসিমউদ্দিনকে এলোপাতাডি কুপিয়ে খুনের ঘটনার ২৪ ঘণ্টা অভিযোগ থানায় দায়েরের পরেও এখনও অধরা দুষ্কৃতীরা। জানা যায়নি খুনের প্রকৃত কারণ। যদিও গ্রামবাসীদের একাংশ. জামাইকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। মেয়েকে শ্বশুরবাডি পাঠানো দিয়ে বিবাদই কি কারণ, এই চচার্য ঘরছে গ্রামজডে।

শুক্রবার গভীর রাতে নিজের বাড়ির বারান্দায় ঘুমন্ত দম্পতির ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত চালায় কেউ বা কারা। শনিবার সকালে চাঁচল মহকুমা হাসপাতালে মৃত্যু হয় ৭০ বছরের বদ্ধ জসিমউদ্দিনের। তাঁর তৃতীয় স্ত্রী শাহনাজ বিবি বর্তমানে মালদা মেডিকেল কলেজে ভর্তি রয়েছেন। নির্বিবাদী জসিমউদ্দিনের ওপর এমন নৃশংস হামলা নিয়ে গ্রামবাসীদের মনে হাজারো প্রশ্ন।

স্থানীয় বাসিন্দা তৈমুর রহমানের 'জসিমউদ্দিন আমার সঙ্গে ছাগল চরাতে গিয়ে একদিন বলেছিল, ওর জামাই মেয়েকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে। বলেছে শেষ করে দেবে। আমার

মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠানো নিয়ে ওর জামাইয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই গগুগোল। এমনকি আদালতে মামলাও হয়েছে। এই খুনের ঘটনায় তার জামাইয়ের হাত রয়েছে কি না সেটা পুলিশ তদন্ত করে দেখুক।

> টিপু সুলতান, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য

ধারণা. এই ঘটনার পিছনে

জামাইয়ের হাত আছে।' স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য টিপু সুলতানের দাবি, 'গতকাল রাত ১১টার সময় এই ঘটনাটা ঘটেছে। মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠানো নিয়ে ওর জামাইয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই গণ্ডগোল। এমনকি, আদালতে মামলাও হয়েছে। এই খুনের ঘটনায় তার জামাইয়ের হাত রয়েছে কি না সেটা পুলিশ তদন্ত করে দেখুক।'

তবে হরিশ্চন্দ্রপুরের পুলিশ 'ইতিমধ্যেই ঘটনার জানিয়েছে, তদুন্ত শুরু হয়েছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

সকাল থেকেই থমথমে কুশলপুর

গ্রাম। গ্রামবাসীদের দাবি, এলাকায় নারকেল গাছ ঝেডে জীবিকানিবহি কবতেন জসিমউদ্দিন। কিন্তু বর্তমানে অসুস্থ থাকায় সেই কাজও করতে পারছিল না। জসিমউদ্দিনের তৃতীয় স্ত্রী শাহনাজের মেয়ে সোনামণি খাতুন কুশিদার বহর হোসেনপুরে বাসিন্দা রুবেল আলির সঙ্গে বিয়ে করেন বছরখানেক আগে। বিয়ের পর থেকেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি দেখা দিয়েছিল। ফলে, সোনামণি তার বাবা জসিমউদ্দিনের কাছেই ফিরে এসেছিলেন। স্থানীয় সূত্রে দাবি, এনিয়ে শৃশুর ও জামাই রুবেলের মধ্যে বিবাদ চরমে ওঠে। রুবেল তাঁর স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য শৃশুরকে ক্রমাগত হুমকি দিচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি শ্বশুরকে শেষ করে দেওয়ারও হুমকি দেয়। এমনকি তাঁর শশুর স্ত্রীকে অপহরণ করেছে বলে, এনিয়ে আদালতে মামলাও করে রুবেল। গ্রামবাসীর একাংশের অভিযোগ জসিমউদ্দিনের উপর হামলা হয়তো এই ঘটনারই জের।

স্থানীয়দের দাবি. হোসেনপুর এলাকায় তাঁর মেয়ের শৃশুরবাডির লোক এখানেই সন্দেহ বাড়ছে। যদিও শশুরবাড়ির তরফে কাউকে জেরা করা হলে প্রকত সত্য উঠে আসবে এমনই মত একাংশের।

# দমকলকেন্দ্র পেল

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সহজে রুখতে রায়গঞ্জ দমকল কেন্দ্রে নিয়ে আসা হল দুটি আধুনিকমানের গাড়ি। একটি ৩ হাজার, আরেকটি ৬ হাজাব লিটাব জল ধাবণেব ক্ষমতা বয়েছে। গাড়িতে আধনিক প্রযক্তি থাকায় দমকল কর্মীরা সইচের মাধ্যমে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ করতে পারবেন। তবে রায়গঞ্জ শহর সহ আশেপাশের এলাকায় ব্যবসায়ী ও বড় বড় প্রতিষ্ঠানে জলাধার নির্মাণের উপর জোর দিয়েছে দমকল

গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে রায়গঞ্জের সোহারই মোড়ে একটি বেসরকারি বিস্কৃট কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে দেখা যায় সেখানে নেই কোনও জলাধার বা পাস্প, দমকল দপ্তরের কর্মীরা আগুন নেভাতে গিয়ে বিপাকে পড়েন। দমকল কর্মীদের আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য গাড়িতে জল ভরতে ৬ কিমি দুরে রায়গঞ্জ দমকল

দপ্তরে আসতে হয়। ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় কর্মীদের। এদিকে রায়গঞ্জ মার্টেন্টস আসোসিয়েশন কর্মকর্তারা দমকল দপ্তরের দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন। রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়ির বক্তব্য, 'নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতেই দমকল দপ্তর এইসব যুক্তি খাড়া করছেন। দমকল দপ্তরের বিভিন্ন বেডাজালে পড়ে নতন উদ্যোগপতিরা এই জেলায় আসছেন না। কোনও শিল্প হচ্ছে না। দমকল দপ্তর নিজেদের ব্যর্থতাকে ঢাকতে ব্যবসায়ীদের উপর নিয়ম জারি করতে চাইছে। তাদের উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই বলেই একের পর এক অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষতি

হচ্ছে মালিকপক্ষের।' উত্তর দিনাজপুর দমকল দপ্তরের ডিভিশনাল



দমকলে নতুন গাড়ি। রবিবার রায়গঞ্জে। - সংবাদচিত্র

অফিসার শিবানন্দ বর্মন বলেন, 'আমাদের গাড়ির সমস্যা নেই। গাড়ি রয়েছে। তবে যে নতুন দুটি গাড়ি আসল তার একটি ৩ হাজার লিটার এবং অন্যটি ৬ হাজার লিটারের। যেটি ৩ হাজার লিটারের গাড়ি এসেছে সেটি ৬ হাজার লিটারের কাজ করবে। অত্যাধুনিক এবং হাইড্রোলিক। হাওয়া আকারে জল বের হবে। তবে সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে। পুকুর বা জলাশয় বন্ধ করা যাবে না। সেইসঙ্গে ব্যবসায়ী ও বড় বড় প্রতিষ্ঠানে জলাধার নির্মাণ করতে হবে। যতই আমরা আধুনিকমানের গাড়ি নিয়ে আসি না কেন, ওপেন ওয়াটার সোর্স থাকতে হবে। পুকুর না থাকলে জলাধার বানিয়ে নিতে হবে।'

দপ্তরের একাংশ অভিযোগ করেন, রায়গঞ্জে <del>া</del>কর ও জলাশয়গুলি ভরাট হয়ে যাওয়ায় আমরা বিপদে পড়ি। সাধারণ মানুষ আমাদেরকে দোষারোপ করেন। প্রতিটি কারখানায় জলের রিজার্ভার, হাইড্রেন এবং হোসপাইপ থাকার কথা। প্রথমে আগুন নিয়ন্ত্রণ তাদেরই নিয়ে আসার কথা।

# থে যাওয়ার হয়রানি, ক্ষোভ ফরাক্কায়

অৰ্ণব চক্ৰবৰ্তী

ফরাক্কা. ১২ জানয়ারি ফরাক্কা থেকে ধুলিয়ানের দিকে যেতে ঝাড়খণ্ড এবং বাংলাকে যুক্ত করেছে খোসালপুর সেতুপথ। সেই সেতু থেকে নেমে ধুলিয়ানের দিকে আসতে হলে বিভিন্ন গাড়িকে ঘুরপথে প্রায় তিন কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে। যে অংশে সেতৃপথ মিশেছে তা ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ফরাক্কার দিকে আসার আপ লেন।

সেতৃটির রাস্তার



সামনে ডাউন লেনে আসতে হচ্ছে বিভিন্ন ডিভাইডারের অংশটি কেটে একটা ঘুরপথে যানবাহনকে। সাধারণের দাবি কাটান তৈরি করলে দ্বিতীয় লেনের

সঙ্গে অনায়াসেই যুক্ত হবে এবং বক্তব্য, 'প্রতিদিন প্রায় লাখখানেক সাধারণ মানুষের হয়রানি কমবে। গাড়ি চলাচল করে এই পথ দিয়ে। বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মান্য এবং গাড়ির মালিকরাও ফরাক্কার বিধায়ক মণিরুল ইসলামের শরণাপন্ন হন। সাইকেল সবই এই পথ ধরে যায়। এরপরই লিখিতভাবে বিধায়ক প্রায় দুর্ঘটনা ঘটছে এইখানে। নিয়ম জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কয়েকজন রাস্তার এই অংশটির সঙ্গে কথা বলেন এবং সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা শোনেন। বিধায়ক মণিরুল ইসলামের বলব।

অ্যাম্বুলান্স, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আসা- যাওয়া গাড়ি, বাইক হচ্ছে যাতায়াতের জন্য সার্ভিস রোড থাকবে, যেহেতু তা নেই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তাই আমরা এখানে একটা কাটান তরফে অজয় প্রভাকর সহ<sup>\*</sup> আরও এর দাবি করেছি। আমরা ১৫০ মিটারের পরেই দাবি করেছে ওরা পরিদর্শনে আসেন। তাঁরা বিধায়কের ৩০০ মিটার করবেন বলেছেন। সাত দিনের মধ্যে কাজ শুরু না হলে বিষয়টি নিয়ে আমি আবার কথা

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৩৫ সংখ্যা, সোমবার, ২৮ পৌষ ১৪৩১

### নজর দিল্লিতে

সনসংখ্যার দিক থেকে যত ছোট বিধানসভাই হোক না কেন, দিল্লি দখল করতে কে না চায়! বরাবরই দিল্লি মযদার লড়াইয়ের প্রতীক। বিশেষ করে সর্বভারতীয় শাসকদলের তো বটেই। তাই হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে বিপুল জয়ের পর দিল্লি দখলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিজেপি। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ এবং রাহুল গান্ধির কংগ্রেসও হাত গুটিয়ে বসে নেই। ৫ ফেব্রুয়ারির দিল্লি বিধানসভার নির্বাচনে এবার এক জটিল অঙ্ক।

গত তিনটি বিধানসভা নির্বাচনের মতো এবারও আপ-বিজেপি-কংগ্রেসের ত্রিমুখী লড়াই হচ্ছে দিল্লিতে। ২০২০-তে ৭০ আসনের বিধানসভায় আঁপ পেয়েছিল ৬২, বিজেপি ৮টি। ২০১৫ সালে আপের আসন ছিল ৬৭, বিজেপি'র ৩। টানা দশ বছর দিল্লিতে শাসন কেজরির দলের। বিনামল্যে বিদ্যুৎ, জল পাচ্ছেন দিল্লিবাসী। মহিলাদের নিখরচায় বাস-যাতায়াত। এছাড়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা সন্মান যোজনা, সঞ্জীবনী যোজনা।

মহিলা সম্মান যোজনায় দেওয়া হয় ১০০০ টাকা। জিতলে বাড়িয়ে ২১০০ টাকা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। দিল্লির মানুষ আপের রাজত্বে অখশি নন। কিন্তু কেজরিওয়ালদের সততার ভাবমূর্তিতে কালির ছিটে লেগৈছে। সিএজি রিপোর্ট অনুযায়ী, কেজরিওয়ালের ভূল আবগারি নীতির খেসারত দিতে দিল্লি সরকারের ২০২৬ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। আবগারি দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে তিন মাস তিহারে ছিলেন কেজরিওয়াল। উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াও জেলে ছিলেন।

এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন সাজাতে কোটি কোটি টাকা খরচ, দিল্লির নিকাশিনালা, জমা জল, যমুনায় দূষণ ইত্যাদি হাজারো অভিযোগ উঠছে। ফলের আপের ভাবমূর্তির একৈবারে দফারফা। আপের বিরুদ্ধে দুর্নীতিকেই বড় অস্ত্র করে বাজিমাতে মরিয়া বিজেপি। ভোটযুদ্ধে বিজেপির বড় ভরসা নরেন্দ্র মোদি। একসময় দিল্লিবাসী সুষমা স্বরাজ, মদনলাল খুরানার মতো ব্যক্তিত্বদের বিজেপি'র মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পেয়েছেন। এবার সরকার দখলে কোমর বাঁধছে গেরুয়া শিবির।

লোকসভা ভোটে আপ-কংগ্রেস ছিল একজোট। কিন্তু দিল্লির সাত আসনেই জেতে বিজেপি। স্বাভাবিকভাবে বিজেপির মনোবল তুঙ্গে। বিজেপি জানিয়েছে, ক্ষমতায় এলে মহিলাদের মাসে ২৫০০ টাকা করে দেওয়া হবে। আপ জমানার নানা সুযোগসুবিধা বন্ধ না করার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রের মতো দিল্লি দখলে আরএসএস

হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে কংগ্রেসের কিছুটা ছন্নছাড়া অবস্থা আছে তো ঠিকই। যদিও লোকসভা ভোটে দিল্লিতে না পেলেও সারা দেশে প্রায় ১০০ আসন জিতেছে কংগ্রেস। লোকসভার বিরোধী দলনেতা হয়েছেন কংগ্রেসের রাহুল গান্ধি। দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে আপ-কংগ্রেস লড়ছে আলাদাভাবে। 'ইন্ডিয়া' জোট টিকিয়ে রাখা নিয়ে

এই বিভূমনার মধ্যে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কিন্তু উজ্জীবিত। তাদের সাফ কথা, কংগ্রেস কোনও এনজিও নয়, একটা রাজনৈতিক দল। সংকটের মুহুর্তে ঘুরে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা তাদের আছে। এবার কংগ্রেস ২৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য কভার এবং 'পেয়ারি দিদি যোজনা'-তে মহিলাদের মাসে ২৫০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

১৯৯৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৫ বছর দিল্লিতে কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শীলা দীক্ষিত। অর্থাৎ দিল্লি শাসনের অভিজ্ঞতা কংগ্রেসের ভালোই আছে। সেই শীলা দীক্ষিতের ছেলে সন্দীপ দীক্ষিত এবার ভোটপ্রার্থী। তবে তরুণ প্রজন্মের ক'জন শীলা দীক্ষিতের নাম শুনেছে সন্দেহ। বাস্তবে এই ভোটে কংগ্রেসের হারানোর কিছু নেই। কংগ্রেস আপের ভোট কাটবে। তাতে কিছু আসন হাতছাড়া হতে পারে কেজরির। বৈতরণি পার হওয়া কেজরিওয়ালের পক্ষে খুব সহজ হবে না।

আবার বিজেপির অসুবিধা, জিতলে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, কেউ জানে না। তবে দিল্লি বিধানসভার ভোট তিন দলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। পরাজয় যে দলের হোক, সেটা তাদের পক্ষে হবে চরম বিড়ম্বনার। দেশ এখন ৮ ফেব্রুয়ারির ফলের অপেক্ষায়।

### অমৃতধারা

বোধ থেকে মহাবোধে, সমাধি থেকে গভীর সমাধিতে, জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানেই আমাদের যাত্রা শেষ হবে। জীবনটাই যেন হয়ে ওঠে এক পবিত্র মহাপীঠ, যে জীবনের স্পর্শে হাজার-হাজার আগামী জীবন প্রাণলাভ করবে। কোন কিছই ফেলনা নয়। ফেলাও যায় না। যা কিছই ঘটক, জানবে তার সাথেই তিনি। ঘটনা বাদ দিলে-তিনিই থাকেন। আত্মচিন্তা ছাডবে না। ওর মধ্যেই আত্মা আছে। গুরুকে যে ভগবান বলে বুঝতে পারে, তার জ্ঞান হবেই। গুরু স্বয়ং ভগবান। তিনি সবার গুরু। গুরুকে সসন্মানে রাখা কিন্তু শিষ্যের দায়িত্ব। জীব কে? চিন্তার ওঠানামাই জীবের জীবত্ব। চাই এর হাত থেকে পরিত্রাণ। চিন্তার সাহায্য নিয়ে চিন্তার ওপারে যাওয়া সম্ভব। চেষ্টা করলেই সম্ভব। তোমার চেম্টাই গুরুকপা।

# লিউডের হৃদয়ে আগুনের ডালপালা

লস অ্যাঞ্জেলেস ভূমিকম্পপ্রবণ। বাড়িতে ইট, সিমেন্ট, লোহার বদলে কাঠের ফ্রেমের ব্যবহার বেশি। সমস্যা এখানেই।



লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রতি বছরই বাড়ির জানলা **मि**त्य़ (मिश, मृत्त পাহাড়ের গায়ে আগুন

জ্বলছে। এই আগুন কিন্তু ইকো সিস্টেমেরই

একটি অঙ্গ। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে প্রকৃতি নিজেই আগুন জালায়। মরা. পুরোনো গাছ পুড়ে মাটিতে নতুন সার হয়। সেখানে নতুন চারাগাছ জন্মায়। অরণ্যের

কিন্তু এবার ধিকিধিকি আগুনকে হঠাৎ এক ঝড় মারাত্মক করে তুলল। দাবানলের খুব একটা দোষ ছিল না। 'রক্তকরবী'তে আছে -- "বাতাস নিয়ে যায় মেঘকে, সেটাকে যদি দোষ মনে করো, খবর নাও বাতাসকে কে দিয়েছে ঠেলা।"

লস অ্যাঞ্জেলেসের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল আগুন। আমার জানলা দিয়ে এবার আগুন একদম কাছে। আকাশ কালো। মনে দুশ্চিন্তার মেঘ আর বাতাসে ধোঁয়া।

এবার কী করে যেন সেই ধিকিধিকি আগুন আর ঝড একসঙ্গে এসে মারাত্মক হয়ে উঠল। তার সঙ্গে যোগ হল অসম্ভব শুকনো বাতাস আর কম বৃষ্টি।

সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য আজকাল তো দাবানলের মতোই দ্রুত খবর ছডায়। তাই লস অ্যাঞ্জেলেসের আগুন অন্য কোনও দেশকে না ছুঁতে পারলেও খবর ছড়িয়ে গিয়েছে সারা পথিবী।

শনিবার সকালে যে সময় লেখাটা লিখছি. তখনকার খবর এল এ শহর ও তার কাউন্টি মিলিয়ে ছ'জায়গায় আগুন জ্বলছে। তার মধ্যে প্যালিসেডস, আর্চার ও ইটনের আগুন এখনও ভয়াবহ। লিডিয়া, হার্স্ট এসব জায়গার আগুন অনেকটা আয়ত্তে। আমার জানলা দিয়ে আকাশ কালো, এবার আগুন একদম কাছে। মনে দুশ্চিন্ডার মেঘ আর বাতাসে ধোঁয়া। আর সেলফোনে অহরহ অ্যালার্ট।

প্যালিসেডস সমুদ্রের ধারে। হলিউড সেলেব্রিটিরা থাকেন সেখানে। ইটন আমার চেষ্টা করেন? বুলডোজারের মতো ভারী বাড়ির একদম কাছে। লিখতে লিখতেই জানলা দিয়ে আগুন এবং ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি। অম্ভত মনে হচ্ছে।

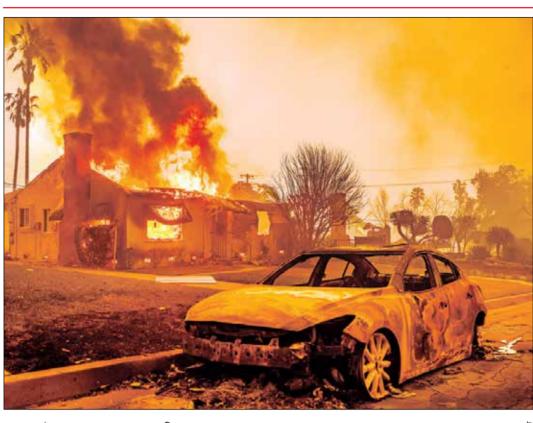
আমেরিকায় অদ্ভূত পরিস্থিতি। প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির মমান্তিক মৃত্যুতেও যে আমেরিকার স্কুল একদিনও বন্ধ হয়নি, সেখানে লস অ্যাঞ্জেলেস ও তার কাউন্টির সব স্কুল গত তিনদিন বন্ধ।

এক হাজারের মতো বাড়ি পুড়েছে। আজ সকাল পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা এগারো। সরকার ইমার্জেন্সি ও রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করেছে।

প্যালিসেডসে সাধারণভাবে হলিউড প্রযোজকরা থাকেন। আর ক্যামেরাম্যান, লাইটম্যান, মেকআপম্যান, সেট ডিজাইনারের মতো শিল্পীরা থাকেন বারব্যাংকে। যেটা ইটন ফায়ারের কাছে। বোঝা যাচ্ছে, হলিউডও আপাতত থমকে গিয়েছে। কে কাজ করবে! এমন ঘটনা আমেরিকা দেখেনি আগে। প্যালিসেডসে এই মুহুর্তে একটি মানুষও নেই, বারব্যাংকেও তাই। সবাই চলে গিয়েছেন অন্য কোথাও। ভাবতে পারেন, এমন শহরে লোকই নেই একটাও।

পরিস্থিতি বুঝবেন, একটা তথ্য শুনলে। ওয়ার্নার্স ব্রাদার্স স্টুডিও, ইউনিভার্সাল স্টুডিও, ডিজনির অফিস, ডক্টর ওডিসি, গ্রেইস আনোট্মি দ্য প্রাইস ইজ বাইটের মতো অজস্র টিভি শো বন্ধ। বন্ধ সিনেমার প্রিমিয়ারও।

মেয়র তীক্ষ্ণ চোখ রাখছেন। আগুন



রুমি বাগচী

কাছে এলেই, সেখানকার মানুষদের সরকারি আবাসে চলে আসার জন্য ই-মেল আর ফোনে অ্যালার্ম পাঠানো হচ্ছে। আর ফায়ার ফাইটাররা প্রাণ দিয়ে আগুনের সঙ্গে লডাই করছেন। শুনলাম, নেভাডা থেকেও প্রচুর ফায়ার ফাইটার চলে এসেছেন

অনেকের কৌতৃহল, কী কী ভাবে তাঁরা যন্ত্র দিয়ে গাছ কেটে ফেলে আগুনের সঙ্গে ব্যবধান তৈরি করেন প্রথমে। ওদিকে পাম্প, হেলিকপ্টার, প্লেন থেকে রাশি রাশি জল ঢালা হয়। আমেরিকার সমস্ত রাস্তায় কিছদর অন্তর জল নেওয়ার আউটলেট থাকে। যেখানে গাড়ি পার্ক করলে মারাত্মক ফাইন।

এই সময় দেখতে পাচ্ছিলাম, আকাশ থেকে তীব্র লাল রঙের ফস-চেক নামের আগুন নিরোধক কেমিক্যাল ও সারের মিশ্রণ ছড়ানো হচ্ছে। লাল রং কেন? পাইলট যাতে দেখে বুঝতে পারেন, কোথায় ইতিমধ্যেই ছডানো হয়েছে। তীব্র হাওয়ার জন্য অবশ্য প্রথম দিকে হেলিকপ্টারও ব্যবহার করা যায়নি। এখন দেখতে পাচ্ছি, অনেক হেলিকপ্টার কাজ করছে।

এক লক্ষ আশি হাজার মানুষকে সরকার বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে আবাসে রাখার ব্যবস্থা করেছে। সেখানে খাবার, এসি, ইন্টারনেট সব দেওয়া হচ্ছে। আর দু'লক্ষ মানুষকে সরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে আমার পরিবারও।

লস আঞ্জেলেসের বাডিগুলো কিন্তু সাধারণ বাড়ির মতো নয়। খুব তাড়াতাড়ি আগুনে পুড়ে যায়। এমনিতে এলএ ভূমিকম্পপ্রবর্ণ শহর। তাই এই বাড়িগুলোতে ইট, সিমেন্ট, লোহা খুব কম ব্যবহার করা হয়। হালকা করার জন্য কাঠের ফ্রেম ব্যবহার হয়। এই আগুনের ডালপালা দেখার পর হয়তো

আবার অন্যরকমভাবে ভাবতে হবে। যাতে ভূমিকম্প ও আগুনকে একসঙ্গে সামলানো

এসবের মধ্যে চলছে আরেকটা ব্যাপার। সোশ্যাল মিডিয়ায় খবরকে রসালো করে খেতে দেওয়া। অনেক ভুলভাল খবর রটছেও। বলা হচ্ছে, জানলা ভেঙে জিনিসপত্ৰ লুটপাট চলছে। আসলে উদ্ধার করার ভিডিওকে লটপাটের ঘটনা বলে দেখানো চলছে। জলের অভাব কখনোই হয়নি।জলের মান সামান্য নষ্ট হওয়ায় সরকার ওই জল পান করতে নিষেধ করে ফ্রিতে জলের বোতল সাপ্লাই করছে।

পৃথিবীজুড়ে সবচেয়ে অলীক কাহিনী হল, বিশ্বখ্যাত হলিউড সাইনে নাকি আগুন লেগে গিয়েছে। এটা একেবারে ভূল। এটা একদমই কল্পকাহিনী। হয়তো এরপর একটি জমাটি ফিল্মও হয়ে যাবে।

আগুন লাগার আগেই হলিউড সাইনের চারপাশে দু'মাইল জায়গা একেবারে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। আগুনের সঙ্গে লডাই যেমন চলছে, তেমন বাইডেন সরকারের দিকে ফেমা ও রেডক্রসের মতো নানা বিখ্যাত সংস্থা সাহায্যের শক্ত হাত বাডিয়ে দিয়েছে। যারা ক্ষতি হয়ে যাওয়া সম্পত্তির বেশ অংশ ও চার মাস বাড়িভাড়া করার অর্থ দিচ্ছে ক্ষতিগ্রস্তকে।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন রাজ্যকে এই দর্যোগ সামলানোর সমস্ত খরচ দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। ক্রেডিট ইউনিয়ন সহ নানা ব্যাংক ইতিমধ্যেই বিনা সদে অর্থ ধার দেওয়ার কথা দিয়েছে। 'ভ্যালি কাউন্টি মার্কেট' দুর্গতদের জামাকাপড়, খাবার ও বাথরুম ব্যবহারের জিনিস দিয়ে সাহায্য করছে। এছাড়া খাওয়া. ইন্টারনেট সহ শেলটারের ছড়াছড়ি

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে সরকার এত

খেয়াল রাখছে, আগুন কাছে আসার আগেই সবাইকে সরিয়ে নিচ্ছে, তবু এগারোজন মান্য মুর্লেন কেন্ ?

িখোঁজ নিতে গিয়ে শুনলাম, আমাদের এলাকায় আগুন গায়ে এসে ছ্যাঁকা না দেওয়া পর্যন্ত অনেকেই নিজের বাড়ি ছেড়ে যেতে চাননি। যেমন আমিও চাই না। আর যখন আগুন চলে এসেছিল, তখন চারপাশে উদ্ধার করার আর কেউ থাকে না।

অ্যান্টনি মিশেল আর তাঁর ছেলে জাস্টিন মিশেল দুজনেই অসুস্থ ছিলেন। হাঁটতে পারতেন না। বাড়ির সঙ্গে নিজেদের সহমরণকে ওঁরা বেছে নিয়েছেন। আবার কেউ হয়তো হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছেন।

ওয়ার্নিং পেয়েও অরলিন লুই কেলি তাঁর চল্লিশ বছরের স্মৃতিবিজড়িত বাড়ি ছেড়ে যাননি। বাড়ির প্রতিটি কোণ তাঁর প্রিয়। না হোক সেসব জীবন্ত মানুষ। তাই বলে ছেড়ে যাব! এনেট রোসিল্লি, পঁচাশি বছর, প্যালিসেডসের বাড়ি ছেড়ে, পোষা কুকুরকে ছেড়ে যেতে চাননি। এমনই সব ঘটনা। যদিও ঘোড়া সহ সব রকমের পোষ্যদেরও শেলটারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যা শুনছি, তাতে সোমবার হাওয়ার জোর নাকি আবার একটু বাড়বে। আমার এ পরবাসে আমার সন্তানদের শৈশব-কথা ছাড়া স্মৃতি আর তেমন কই! তবু নিজের হাতে সাজানো এই বাড়ি-বাগান আগুনের হাতে ছেড়ে দিয়ে যেতে কি ইচ্ছে করবে? কিন্তু দরকার হলে যেতে হবে।

"সরিয়ে নিও পুড়তে পারে যা যা/ আসবাব আর জীবন জোড়া ফাঁকা'' সব কি সরানো যায়? তবে স্মৃতির

জায়গা তো মনে। সেখানেই সে থাকবে। (লেখক শিলিগুড়ির ভূমিকন্যা। এখন থাকেন লস অ্যাঞ্জেলেসে।) আজ

১৯৩৮ আজকের দিনে জন্মগ্রহণ





আলোচিত



'ইন্ডিয়া' জোট এককাট্টাই আছে। বিজেপিকে মোকাবিলা করার জন্য আঞ্চলিক দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে 'ইন্ডিয়া' জোট তৈরি হয়েছিল। সমাজবাদী পার্টি এই জোটকে শক্তিশালী করতে দায়বদ্ধ এবং বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইরত দলগুলির পাশে রয়েছে দৃঢ়ভাবে।

- অখিলেশ যাদব

### ভাইরাল/১



মহিলা হেনস্তায় অভিযুক্ত মানুষ নয়, একটি বাঁদর। ঝাঁসির এক দোকানে ঢুকে পড়েছিল সে। সেখানে ওই মহিলা ক্রেতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘাড়ে চড়ে বসে। জুতোও খুলে নেয়। ভয়ে জড়সড়ো মহিলা। সেই ভিডিও ভাইরাল সমাজমাধ্যমে।

### ভাইরাল/২



রাশিয়ার বিমানবন্দরে ব্যাগেজ কনভেয়ার বেল্টকে যাত্রীদের চলার রাস্তা ভেবে উঠে পড়েন এক মহিলা। পৌঁছে যান লাগেজ চেক ইন জোনে। সুটকেসের বদলে মহিলাকে দেখে অবাক কর্মীরা। ভিডিওটি ভাইরাল।

### বিবেকানন্দ যেন ইতিবাচক মানসিকতার পূর্ণ বিগ্রহ

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেনরি রাইট এক তরুণ সম্পর্কে 'আমেরিকার সব বলেছিলেন, অধ্যাপকের পাণ্ডিত্যকে এক করলেও এই তরুণের জ্ঞানের সমকক্ষ হবে না।' আবার সেই অধ্যাপকই নবীন সন্মাসীকে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ধর্ম মহাসভার পরিচয়পত্র চাইতে গিয়ে বলেন, 'আপনার কাছে পরিচয়পত্র চাওয়া আর সূর্যকে কিরণ দেওয়ার অধিকার আছে কি না জিজ্ঞাসা করার অর্থ একই।

স্বামীজির পাশ্চাত্যের সাফল্যের সংবাদ পরাধীন ভারতের যুব চিত্তকে গর্বে, গৌরবে শুধু আত্মবিশ্বাসী করে তোলেনি, বিপ্লব-আন্দোলনে এক জাগরণ ঘটিয়েছিল। বাংলার ছাত্রদের ঘরের



দেওয়ালে বিবেকানন্দের বাণী লেখা থাকত। তাঁর বই ছিল অবশ্যপাঠ্য। রাওলাট রিপোর্ট বারবার বলেছে, যবসমাজের মধ্যে ভয়ংকব।

আধুনিক যুবসমাজ বিভিন্ন কারণে কিছুটা বিভ্রান্ত ও হতাশাগ্রস্ত, তখন আরও একবার আমরা রবি ঠাকুরের সেই কথাকে স্মরণ করি যেখানে তিনি স্বামীজিকে

ইতিবাচক মানসিকতার এক পূর্ণ বিগ্রহ হিসাবে তুলে ধরেছেন। স্বামীজির প্রাণ্প্রদ বাণীর মধ্যে থাকা উপাদানকে আশ্রয় করে আমাদের দেশের যবসমাজ হতাশা কাটিয়ে নতন আলোর সন্ধান পাবেই পাবে।

সত্যজিৎ চক্রবর্তী, বিবেকানন্দপাড়া, ধুপগুড়ি।

### শান্তি, ঐক্যে এখনও প্রাসঙ্গিক স্বামীজি

রবিবার ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। শতবর্ষ পরেও তাঁর প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যায়নি। বরং নতুন করে তা স্মরণ করার মধ্যে দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি।

একদিন তিনি বিশ্বের মানুষের কাছে সর্বধর্মের কথা বলেছিলেন। তবে বর্তমান সমাজে যা ঘটে চলেছে তাতে স্বামীজি বা তাঁর বাণীকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে।এটা কাম্য নয়।তিনি উদাত্ত কণ্ঠে শান্তি, মৈত্রী, সংহতি, ঐক্য ও মহামিলনের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু আজকের সমাজে দাঁড়িয়ে আমরা তাঁর বাণী বিস্মৃত হয়েছি। আদর্শ থেকে দূরে ছিটকে পড়েছি। আমাদের মধ্যে প্রবল উন্মন্ততা। বিশ্বজুড়ে মারামারি আর রক্তস্রোত। অন্ধ তামসিকতা এখনও আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা আজও আমাদের বিভ্রান্ত করে। অথচ বিবেকানন্দ এমন হিংসা-উন্মাদনা চাননি।

বর্তমান অশান্ত পরিস্থিতিতে আমরা যেন বারবার নতুন করে স্বামীজির উদার, কল্যাণমুখী সমন্বয়ের ধর্মনীতির কথা স্মরণ করি। তাঁর চলার পথকে যেন নিজেরা অনুসরণ করে চলতে পারি এবং নতুন প্রজন্মকেও যেন চালাতে পারি। মমতা চক্রবর্তী

উত্তর রায়কতপাড়া, জলপাইগুডি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুডি ফোন: সম্পাদক ও প্রকাশক: ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার: ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail: uttarbanga@hotmail.com, Website: http://www.uttarbangasambad.in

# যে গাছের পাতায় পাতায় রবীন্দ্রনাথ

কালিম্পংয়ে রবীন্দ্রনাথের স্মতিধন্য গৌরীপুর হাউস নতুন করে সেজে উঠছে। বাঙালিদের পক্ষে যা খুব ভালো খবর।



আজও উত্তরবঙ্গের পাহাড়দেশে পাইন জুনিপারের ভিড়ে মিশে আছে একটি কর্পুর গাছ। কালিম্পংয়ের শীর্ষ দেশে 'গৌরীপুর হাউস'-এর সামনে মাথা উঁচ করে জীবনের স্থায়িত্বের অহমিকায় বেঁচে আছে রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে লাগানো তাঁর অতি প্রিয় কর্পূর গাছটি।

হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ নিজ হাতে লাগিয়েছিলেন কি না তার নথি পেশ অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু স্থানীয় মানুষের বক্তব্য অনুযায়ী, তা কবি নিজে হাতে লাগিয়েছিলেন।

যেখানে আফগানিস্তানের রাজকুমারীর বাড়িটি আজও হিমালয়ের কোলে দাঁড়িয়ে আছে তারই একধাপ নীচে প্যাঁচানো রাস্তায় কিলোমিটারখানেক নেমে এলে বাংলাদেশের ময়মনসিংহের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর তৈরি বাড়ি 'গৌরীপুর হাউস'। আফগানিস্তানের রাজকুমারীর মৃত্যুর পর তাঁর বাড়িটি হাতবদল হয়ে গিয়েছে। পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী মহাদেব ছেত্রীর কথা অনুযায়ী আজ তা 'ভিলা' (সম্পর্ণ বাড়ি) হিসেবে ভাড়া দেওঁয়া হয়। হয়তো রবীন্দ্র-প্রভাবেই গৌরীপুর হাউস ভিলা বা হোমস্টেতে পরিণত হয়নি। কেননা রবীন্দ্রনাথ বিক্রয়যোগ্য নন। রবীন্দ্রনাথ চিরস্থায়ী, চিরকালীন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে তাকে অবিকৃত রেখে পুনর্জীবনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কালিম্পংয়ের পাহাড় ও প্রকৃতিকে ভালোবেসে রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বার চারেক এসেছিলেন বাড়িটিতে। রবীন্দ্রনাথ এমন এক কৃতী বাঙালি, যেখানে যেখানে তিনি পা রেখেছেন সেই জায়গা হয়ে

### কৌশিকরঞ্জন খাঁ



উঠেছে বাঙালির তীর্থস্থান। পাহাড় ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আত্মিক সম্পর্কের অনুঘটক হয়ে উঠেছিল গৌরীপুর হাউস। চারপাশের অখণ্ড নিরিবিলি পরিবেশে বাড়িটি বিশ্বকবির স্মতি আঁকডে ধরে আজও অপেক্ষা করে আছে 'জন্মদিন' কবিতার প্রতিধ্বনি কাঞ্চনজঙ্ঘায় বাধা পেয়ে ফিরে আসার জন্যে। আকাশবাণীর সৌজন্যে এক ঋষিকবির আবৃত্তি গোটা বাঙালি জাতি শুনবে বলে টেলিফোনের খুঁটি বসানো হয়েছিল শৈলশহর কালিম্পংয়ের গৌরীপুর হাউসে।

গৌরীপুর হাউসের গাড়িবারান্দার খোলা ছাদ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। তারই সামনে প্রবাদপ্রতিম কর্পুর গাছটা। খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে জোরে শ্বাস নিলে কর্পুরপাতা জানিয়ে যায় কবির স্পর্শ। কবি পাহাড়দেশে কপুর গাছ

লাগিয়েছিলেন কী মনে করে? সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দুষ্কর। হয়তো ঔষধিগুণ কবিকে গাছটি লাগাতে উৎসাহ দিয়েছিল।

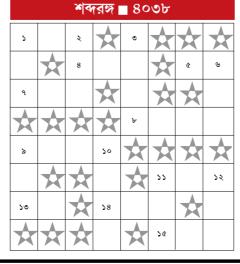
হয়তো পাতার সুগন্ধের প্রেমে পড়েছিলেন তিনি।

বিস্ময়কর ব্যাপার এটাই যে- এত বছর পর গাছটা মহীরুহ হয়ে উঠেছে। গৌরীপুর হাউসের আধুনিকীকরণের কাজে নিয়ক্ত মিস্ত্রি ও শিল্পীরা পর্যটক গেলে নিজেরাই গাইড হয়ে উঠতে ভালোবাসেন। জাতিতে বাঙালি এক কাঠমিস্ত্রি কয়েকটি লালচে ছোট ছোট পাতা হাতে দিয়েছিলেন। হাতে ঘষে নিয়ে নাকে ধরলে কর্পরের সাত্ত্বিক সুগন্ধ মনকেও জীবাণুমুক্ত করে তোলে। এই গন্ধ একদিন রবীন্দ্রনাথকেও অভিভূত করেছিল, আজও পর্যটকদের রবীন্দ্র-অস্তিত্বে অভিভূত করে এই গাছ।

গৌরীপুর হাউস স্বমহিমায় ফিরছে সরকারি উদ্যোগে। মরচে পড়া টিন সরে গিয়ে লাল রঙের টিন বসেছে। জানলা-দরজার পরোনো ডিজাইন অক্ষত রেখে নতন করে করা হচ্ছে। পুরোনো আসবাবগুলো মেরামতির অপৈক্ষায়। একবার স্পর্শেই শিহরণ জাগে। দোতলায় ওঠার কাঠের সিঁড়ির হাতলে স্পর্শ করে শ্রদ্ধায় হাত সরিয়ে নিতে ইচ্ছে হয়। যে হাতলে রবীন্দ্রনাথের স্পর্শ লেগে আছে তাকে ছঁতে চাওয়াও তো ধৃষ্টতা!

ক্য়াশায় পাহাড় আড়াল হলে ঢেকে যায় গৌরীপুর হাউস। লোকচক্ষুর অন্তরালে 'আবার ফিরে আসতে চাওয়া' অসুস্থ রবীন্দ্রনাথের অদৃশ্য পদচারণায় কর্পুর গাছের জীর্ণ পাতা থেকে ভেসে আসে মর্মরধ্বনি এবং তাঁতে মিশে থাকে কবির কণ্ঠস্বর।

(লেখক বালুরঘাটের বাসিন্দা। শিক্ষক)



পাশাপাশি: ১। উইয়ের ঢিপি, মাটির স্তুপ, গলগগু ৪। শিবের ধনুক, ধনুকের মতো আকৃতিবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র ৫। মধ্য এশিয়ার প্রাচীন জাতি ৭। ভয়ংকর. ভয়ানক ৮। কড়ি, অর্থ ৯। ইহুদি, খ্রিস্টিয় ও ইসলাম ধর্মে ঈশ্বরবিরোধী পাপাত্মা, দুর্বৃত্ত ১১। গুজরাটি সম্মিলিত নৃত্য ১৩। গৃহিণী, পরিচালিকা, অধ্যক্ষা ১৪। খয়ের, খয়ের গাছ, ১৫। হলুদ রং, পীতবর্ণ। উপর–নীচ: ১। প্রিয়, পতি ২। হলুদ, পুরাণোক্ত মুনি যার শাপে সগর রাজার ষাট হাজার ছেলৈ পুড়ে ছাই হয়েছিল ৩। জাদর মন্ত্রতন্ত্র ৬। সোনা ৯। শামক. যে শুদ্র তপস্বীকে রামচন্দ্র হত্যা করেন ১০। গোলমাল, র্মঞ্জাট ১১। স্বার্থ, আগ্রহ ১২। মেঘ, জলধর।

পাশাপাশি : ১।মিজোরাম ৩।মাগ্গি ৫।মাসকাবার ৭। কবোষ্ণ ৯। বনাত ১১। আমজনতা ১৪। গদর

১৭। মরমর। উপর-নীচ: ১। মিতবাক ২। মহিমা ৩। মালিকা ৪। গিটার ৬। বাহানা ৮। বোষ্টম ১০। তরতর ১১। আবেগ ১২। জহর ১৩। তালিম।







নতুন পাঠক্রম সাইবার অপরাধ রুখতে এবার অস্টম শ্রেণি থেকে নত্ন পাঠক্রম চালু করছে শিক্ষা দপ্তর। স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষায় বেশ কিছ

বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।



<del>বিষ্ণিণ ২৪ পরগনার কলতলির</del> মৈপীঠের লোকালয়ে ফের বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া গেল। কয়েকদিন আগেই এখানে বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গিয়েছিল। ফের নতন করে আতঙ্ক ছডিয়েছে

বাঘের আতঙ্ক



ধৃত মূল চক্ৰী কলকাতা পুরসভার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষের ওপর হামলার ঘটনায় মূল চক্রীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত আদিল বিহারের পাপ্প চৌধুরী গ্যাংয়ের সদস্য। সে এই ঘটনার

মূল মাথা বলে পুলিশের দাবি।



গ্রিন করিডর বিতর্কিত স্যালাইন ব্যবহারের

ঘটনার তদন্ত করতে রবিবার মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে যায় এক বিশেষজ্ঞ দল। আশঙ্কাজনক তিন প্রসূতিকে প্রিন করিডর করে এদিন কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।

### অসুস্থ দুই তীৰ্থযাত্ৰীকে হেলিকপ্টারে কলকাতায় নিৰ্মল ঘোষ

কলকাতা, ১২ জানয়ারি সোমবার রাত ফুরোলেই 'শাহি স্নান' গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানে তাই দলে দলে পণ্যার্থীদের আসা শুরু হয়েছে। শনিবার ভোররাত থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাধুসন্তরা হাওড়া স্টেশনে আসতে শুরু করেছেন। তাঁদের সাহায্যের জন্য প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে। খাবার, জল ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে বিনা পয়সায়। আছে স্বাস্থ্যশিবিরও। ইতিমধ্যেই গঙ্গাসাগরে গিয়ে দুজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের হেলিকপ্টারে করে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ভর্তি করা হয়েছে বাঙ্গুর হাসপাতালে।

যে দুই পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তাঁদের মধ্যে একজন উত্তরপ্রদেশের বরাবাঁকির বাসিন্দা। নাম ঠাকর দাস। বয়স ৭০। স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। সাগরের হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে 'এয়ার লিফট করে কলকাতায় আনা হয়। অপরজন হলেন দক্ষিণ ২৪ পর্যানার তালদির

### হাওড়া থেকে এক টিকিটে গঙ্গাসাগর

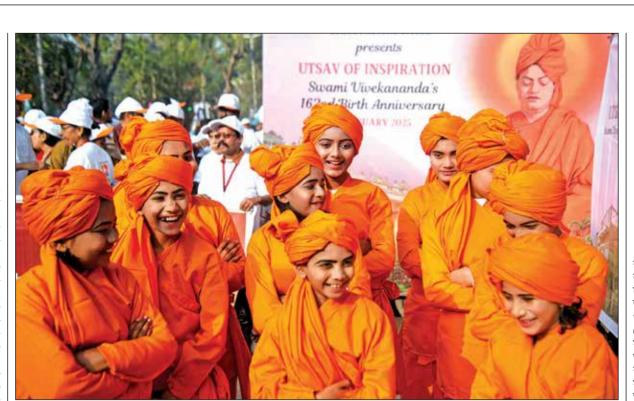
মহারানি মণ্ডল (৮৫)। তাঁকেও 'এয়ার লিফট' করে কলকাতায় এনে বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মঙ্গলবার সকাল থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত গঙ্গাসাগরের মকর স্নান। এবছর দেড় কোটিরও বেশি ভক্ত স্নান করতে আসবেন বলে ধারণা প্রশাসনের। যে সমস্ত ভক্ত আগেভাগেই চলে এসেছেন, তাঁরা কলকাতার বিভিন্ন জায়গা বিশেষ করে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি ঘুরে দেখছেন। রবিবার থেকেই কালীঘাট যাওয়ার বাসে ভিড় উপচে পড়ছে। হাওড়া স্টেশনের বাইরে তীর্থযাত্রীদের খাওয়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

### অনুদানের আশ্বাস সুকান্তর

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রাজ্য সম্মতি দিলে গঙ্গাসাগরের জন্যে কেন্দ্রীয় অনুদান পেতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দরবার করবেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। রবিবার গঙ্গাসাগরমেলার জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ নিয়ে বিতর্কে একথা বলেছেন সুকান্ত। কুম্ভমেলার জন্য কেন্দ্র ডত্তরপ্রদেশ সরকারকে পরিমাণ আর্থিক সহায়তা দিলেও গঙ্গাসাগরমেলার জন্য কোনও অর্থই দেয় না। প্রতিবারই গঙ্গাসাগরমেলাকে ঘিরে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর এই অভিযোগ প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, 'উত্তরপ্রদেশের সরকার যৌথভাবেই কুম্ভের আয়োজন করে। এখানে সাগরমেলার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যদি কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে রাজি থাকে. তাহলে সরকার আমাদের জানাক। আমি বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ হিসেবে নিজে বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করব।'



স্বামী বিবেকানন্দের বেশে ছোটরা। রবিবার সল্টলেকে। ছবি : আবির চৌধুরী

### ফেব্রুয়ারিতেই আরও ১৪৩১টি বাংলা সহায়তাকেন্দ্র

# অনলাইনে রাজস্ব বা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : রাজ্য সরকার একাধিক সামাজিক প্রকল্প চালাতে গিয়ে চরম আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়েছে। তাই রাজস্ব আদায়ে আরও জোর দিতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজস্ব বৃদ্ধি করতে অনলাইন ব্যবস্থায় রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তাতেই সুফল পেয়েছে হাতেনাতে। বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে রাজস্ব আদায় প্রায় ৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা হাসি ফুটিয়েছে অর্থ দপ্তরের কর্তাদের মুখে। বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে কোনও দালালরাজ নেই বলে দাবি রাজ্য

সরকারের। ফলে সাধারণ মানুষ সহজেই এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে অনলাইনে কর, খাজনা দিতে পারছেন। অনলাইন ব্যবস্থা চালুর আগে এই খাতে রাজস্ব আদায় অনেক কমে গিয়েছিল। সেই কারণে, আগামী দিনে আরও বেশি সংখ্যায়

বাংলা সহায়তাকেন্দ্র চালুর উদ্যোগ নিয়েছে নবান্ন।

অর্থ দপ্তরের রিপোর্ট. ২০২২-'২৩ সালে বাংলা সহায়তাকেন্দ্রের ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে ১৬৯ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছিল। ২০২৩-'২৪ আর্থিক বছরে সেই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০৩ কোটি টাকায়। অথাৎ এক বছরেই তা ৭৯ শতাংশ বিদ্ধি পেয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে অর্থাৎ ২০২৪-'২৫ সালে এই বৃদ্ধি আরও ৮০ শতাংশ হতে পারে বলেই আশা করছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা। এই মুহূর্তে বাংলা সহায়তাকেন্দ্রের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের ৪০টি দপ্তরে ৩০০টিরও বেশি পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে ৩,৫৬১টি বাংলা সহায়তাকেন্দ্র চালু রয়েছে। আরও ১.৪৩১টি বাংলা সহায়তাকেন্দ্র নতন করে চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে নবার। ফেব্রুয়ারির মধ্যে সেগুলি চাল হয়ে যাবে বলে আশা করছেন নবান্নের কতরা।

জমি-বাড়ির খাজনা, মিউটেশন

খরচ, লিজ ফি, বিদ্যুৎ বিল মেটানো খাতে বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে সহ একাধিক পরিষেবা বাংলা

সফল ■ ২০২২-'২৩ সালে বাংলা সহায়তাকেন্দ্রের ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে ১৬৯ কোটি টাকার লেনদেন

 ২০২৩-'২৪ আর্থিক বছরে সেই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০৩ কোটি টাকায়

🔳 অর্থাৎ এক বছরে তা ৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে

■ ২০২৪-'২৫ সালে এই বৃদ্ধি আরও ৮০ শতাংশ হতে পারে বলে আশা

সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে। ২০২৩ সালের তুলনায় সালে আর্থিক পরিষেবা

লেনদেন বেড়েছে ৩৯ শতাংশ। ২০২৩-এর তুলনায় ২০২৪ সালে সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে বাংলা কৃষিখাতে লেনদেন বেড়েছে ২১ শিক্ষাক্ষেত্রে শতাংশ। এছাড়াও লেনদেন ৫৪ শতাংশ ও সামাজিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ এই অর্থবর্ষে বৃদ্ধি হয়েছে। অর্থ কতরিা জানিয়েছেন, দপ্তরের পূর্ব বর্ধমান ও পূর্ব মেদিনীপুরের সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে সবচেয়ে বেশি লেনদেন হয়েছে। রাজ্যের ১.৩৯ কোটি মানুষ বাংলা সহায়তাকেন্দ্রগুলিতে পরিষেবা নিয়েছেন। বাডির কাছে বাংলা সহায়তাকেন্দ্র থাকলে কেউ আর সংশ্লিষ্ট দপ্তরে গিয়ে ফি জমা দিচ্ছেন না। তাতে সময় ও যাতায়াত খরচ বেঁচে যাচ্ছে। আবার এর ফলে দালালরাজও বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। সেই কারণেই আগামী দিনে আরও বেশি সংখ্যায় বাংলা সহায়তাকেন্দ্র

# বাম-কংগ্রেস সমঝোতা বিশবাঁও জলে

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : ২৬-এর বিধানসভা নিবাচনে বাম-কংগ্রেস আসন সমঝোতার সম্ভাবনা কার্যত বিশবাঁও জলে। জেলাগুলিতে সফরে গিয়ে নেতা-কর্মীদের মনোভাব জানছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। আর তখনই বৈঠক থেকে বামসঙ্গ ত্যাগের প্রসঙ্গ উঠছে। সম্প্রতি সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের মন্তব্য এবং পালটা প্রদেশ কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়ায় দুই দলেরই সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। আর তারপরই বামেদের সঙ্গে না চলার বিষয়টি আরও জোরদার হয়েছে। ব্লকস্তর থেকে জেলা নেতৃত্ব প্রদেশ সভাপতির কাছে এই মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তবে এখনই বাম-বিরোধিতার ক্ষেত্রে কর্মীদের চুড়ান্ত পদক্ষেপে না যাওয়ার নির্দেশ

দিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি। সভাপতির পাওয়াব পবই শুভঙ্কব ক্ষাষ্ট্ **म्नी**य নেতাদের করেছিলেন, তিনি বি**শে**ষভাবে মতামতকেই গুরুত্ব দেবেন। এতদিন সিপিএম বা তণমল কংগ্রেসের থেকে সমদূরত্ব নীতি বজায় রেখেছিলেন সিপিএমের বিরুদ্ধে শুভঙ্কর। প্রকাশ্যে বিরোধিতাও করতে দেখা যায়নি তাঁকে। উপনিবাচনে শেষ মুহুর্তে হাইকমান্ডের নির্দেশ মেনে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে কথাবার্তা এগিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তারপরও দুই দলকে প্রকাশ্যে এভাবে বিরোধিতার

পথে হাঁটতে দেখা যায়নি। সম্প্রতি বিকাশরঞ্জনবাবুর মন্তব্যকে ইস্যু পরিস্থিতি করে সাঁইবাড়ি বদলেছে। প্রসঙ্গে মন্তব্যের পালটা বিকাশবাবর প্রতিক্রিয়া দেন শুভঙ্কর। তারপরই

জেলা সফরে বেরিয়ে নেতা-কর্মীদের বাম রোষানলের বিষয়ে বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

খবর, সাংগঠনিক সত্রের পরিস্থিতির বিষয়ে জেলা ও ব্লকস্তরের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা হতেই ক্রমাগত বামেদের কটাক্ষের বিষয়টি এবং পালটা পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে মতামত রেখেছেন নেতা-কর্মীরা। যদিও জাতীয়স্তরে ইন্ডিয়া জোটের স্বার্থে প্রদেশ সভাপতি আপাতত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে 'ধীরে চলো<sup>'</sup> নীতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। নেতা-কর্মীদের বক্তব্য শুনে তা হাইকমান্ডের কাছে



পৌঁছে দেবেন প্রদেশ সভাপতি। এর ভিত্তিতেই রাজ্যের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেবে হাইকমান্ড।

প্রদেশ কংগ্রেসের এক নেতার 'আমরা রাহুল নীতিতে বিশ্বাসী। বামেরা যেভাবে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে চলেছে. তাতে পালটা পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রদেশ সভাপতি 'ধীরে চলো' নীতি গ্রহণ করতে বলেছেন। আমরা মনে করি তিনি নীচুস্তরের নেতাদের মনোভাবকেই গুরুত্ব দেবেন। কংগ্রেসের আর এক নেতার বক্তব্য 'যে নেতারা কংগ্রেসের বিরোধিতা করছেন, তাঁদের এই ধরনের কার্যকলাপে বামেদের শীর্ষ নেতৃত্ব সম্ভুষ্ট নন। তবে আমরা বামেদের সঙ্গে যাওয়ার পক্ষে নই।'



সিমলা স্টিটে স্বামী বিবেকানন্দের পৈতক বাডিতে অভিযেক। রবিবার।

বিবেকানন্দের সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলে কার্যত সেটা আমাদের মনে রাখার দিন। বিজেপিকে বিঁধলেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবার উত্তর কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে স্বামীজির পৈতৃক বাড়িতে তাঁর প্রতিকৃতিতে মালা দৈন অভিষেক। তারপর তিনি বলেন, '৪২ বছর আগে ভারত সরকার বিবেকানন্দের জন্মদিনকে জাতীয় যব দিবস ঘোষণা করেছিল। স্বামীজি জীব সেবার কথা বলেছিলেন। আগামী দিনে ওঁর মতো

কলকাতা. ১২ জানুয়ারি : মানুষ আমরা পাব না। উনি সর্বধর্ম জন্মদিনে সমন্বয়ের কথা বলেছিলেন। আজ তৃণমূলের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দলমত নির্বিশেষে আমাদের স্বামীজির দেখানো পথ মেনে চলা উচিত।'

'স্বামীজি অভিষেক বলেন, একমাত্র বিশ্ববরেণ্য, বীর সন্ন্যাসী। যিনি বলেছিলেন, গীতা পাঠ অপেক্ষা ফটবল খেললে ঈশ্বরের বেশি কাছে যাওয়া যায়। এরকম লোক ভারতবর্ষ কেন, গোটা পৃথিবীতে কোনও দিন খুঁজে পাইনি। আগামী দিনেও পাব না<sup>।</sup>'

### বঙ্গে পদ্মের মহারাষ্ট্র মডেলের চর্চা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১২ জানয়ারি : মহারাষ্ট্রের মতো বঙ্গেও কি আপাতত স্থায়ী সভাপতির জায়গায় কার্যকরী সভাপতি ঘোষণার দিকে এগোচ্ছে দিল্লি বিজেপি? শনিবার সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার নির্দেশে মহারাষ্ট্রে কার্যকরী সভাপতি হিসাবে রবীন্দ্র চহ্নানের নাম ঘোষণা করেছে দিল্লি। এরপরেই বঙ্গ বিজেপিতে সুকান্ত মজুমদারের উত্তরসূরি হিসাবে স্থায়ী সভাপতির বদলে আপাতত কার্যকরী সভাপতির নাম ঘোষণা করার সম্ভাবনা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে দলের অন্দরে। গত শনিবার মহারাষ্ট্র বিজেপির কার্যকরী সভাপতি হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশের ঘনিষ্ঠ বিধায়ক রবীন্দ্র চহানের নামে সিলমোহর দিয়েছেন নাড্ডা। এরপরেই রাজ্যের ক্ষেত্রেও মহারাষ্ট্র মডেলই কি গ্রহণ করতে পারেন দিল্লির নেতৃত্ব, তা নিয়েই চর্চা শুরু

হয়েছে রাজ্য বিজেপিতে। আশঙ্কার কারণ, সম্প্রতি দেশের মোট ৪২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এলাকার মধ্যে ২৯টি প্রদেশের রাজ্য স্তরের সাংগঠনিক নিবাচনের যে জাতীয় রিটার্নিং অফিসারদের (এনআরও) নামের তালিকা প্রকাশ করেছিল দিল্লি, তাতে মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, হরিয়ানার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের জন্যও কোনও এনআরও নিয়োগ করা হয়নি। এরপরেই, ঝাডখণ্ডে কার্যকরী সভাপতির নাম ঘোষণা হয়। শনিবার, ওই তালিকায় না থাকা মহারাষ্ট্রেও কার্যকরী সভাপতির নাম ঘোষণা হয়েছে।

বিজেপির এক রাজ্য নেতার মতে, নাড্ডা থেকে শুরু করে গত কয়েক বছরে বিজেপিতে স্থায়ী সভাপতি ঘোষণার পরিবর্তে কার্যকরী সভাপতি ঘোষণা করার ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। ট্রেন্ড বলছে, নাড্ডার মতোই, দেবেন্দ্র ফড়নবীশ-ঘনিষ্ঠ বিধায়ক রবীন্দ্রই মহারাষ্ট্রের পরবর্তী সভাপতি হতে চলেছেন। সেই সুত্ৰেই আবার দলের একাংশ মনে করছেন, যেহেতু রাজ্য সভাপতি মুখ নিয়ে ধোঁয়াশার জন্য রাজ্যের সংগঠনে নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছে এবং সাংগঠনিক কারণে আনুষ্ঠানিকভাবে বাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণায় কিছটা সময় লাগছে দিল্লির, তাই কার্যকরী সভাপতি হিসাবে ভাবী সভাপতির নাম ঘোষণা করে দিয়ে দু-দিকই বাঁচাতে পারে দিল্লি।

### বিজেপির বিবেক বন্দনা

কলকাতা, ১২ জানয়ারি : যব মোর্চার যুব ম্যারাথনে দৌড দিয়ে শুরু হল রাজ্য বিজেপির 'বিবেক বন্দনা'। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে রবিবার সকাল থেকেই ব্যস্ত সুকান্ড, শুভেন্দু থেকে আরম্ভ করে বিজেপির ছোট বড় নেতারা। এদিন সকালে উত্তর কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে বিবেকানন্দের পৈতৃক বাডি থেকে শুরু হয় বিজেপির কর্মসূচি। বিজেপি যুব মোচর্র উদ্যোগে যুব ম্যারাথনে অংশ নিয়ে কিছুটা রাস্তা দৌড়োন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এর আগে সেখানে স্বামীজির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান তিনি। ম্যারাথনে সুকান্তর পাশে ছিলেন যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ, উত্তর কলকাতার জেলা সভাপতি তমোদ্ম ঘোষ। শুভেন্দ অধিকারীও বিবেকানন্দের বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য দমদম পাতিপুকুরে বিবেকানন্দ সংঘের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। দলের শীর্ষনেতারা ছাড়াও রাজ্য স্তরের নেতারাও দলের নির্দেশে তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় বিবেকানন্দের জন্মদিনটিকে জনসংযোগের কাজে

# ড় বাড়ি জল সরবরাহ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সংযোগ দেওয়ার পর কী ধরনের আগে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তা দেখে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রকল্পের কাজ কতটা এগিয়েছে, তা নিয়ে জনস্বাস্থ্য কাবিগবি দপ্তবেব কর্তাদের সঙ্গে নিয়মিত পর্যালোচনা বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪ জানুয়ারি এই প্রকল্পের কাজ নিয়ে দপ্তরের কর্তারা বৈঠক করেছেন।

সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রকল্পের কাজ আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও জল সরবরাহে কোনও সমস্যা রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখতে একটি বিশেষ অ্যাপ তৈরি করা হবে। নতুন সংযোগ নেওয়ার জন্য এই অ্যাপের মাধ্যমে যেমন আবেদন করা যাবে, তেমনই জল সরবরাহে কোনও বিঘ্ন ঘটলে এই অ্যাপের মাধ্যমে সেই অভিযোগও সঙ্গে সঙ্গে জানানো যাবে। দপ্তরের কতারা প্রকল্পের কাজ আরও মস্ণ ও দ্রুত করতে অ্যাপের ওপর বিশেষ নির্ভরশীল হতে চলেছেন।

রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় বলেন, 'কোনও এলাকায় পানীয় জলের নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেইজন্যই এই অ্যাপের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথমে পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে নদিয়ার করিমপুর ব্লকে এই



অ্যাপ চালু করা হবে।

ইতিমধ্যেই এই ব্লকে প্রতিটি বাড়িতে জলের সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। পাইলট প্রোজেক্ট সফল হলে রাজ্যের সর্বত্রই তা চালু করা হবে। খব শীঘ্রই এই অ্যাপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। অ্যাপ তৈরির কাজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই করিমপর ব্লকে প্রতিটি বাড়িতে জল সরবরাহ হয়েছে। সেই কারণেই এখানে পাইলট প্রোজেক্ট চালু হচ্ছে। এই ব্লকের ৮টি পঞ্চায়েতের ৬৭টি গ্রামের মোট ৪৬ হাজার ৭৫৩টি বাড়িতে জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রার ১০০ শতাংশ। যে কোনও ব্যক্তি নিজের অ্যানড্রয়েড ফোনের প্লে স্টোর থেকে অ্যাপটি বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে পারবেন। এর মাধ্যমে দপ্তরকে কিছু জানাতে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আধার কার্ড নম্বর ও ফোন নম্বর যাচাই করা হবে। তারপরই তাঁর দেওয়া বার্তা বা অভিযোগ নথিভুক্ত করা হবে।

অভিযোগ নথিভুক্ত হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করবেন দপ্তরের আধিকারিকরা। গোটা প্রক্রিয়ায় নজরদারি চালাবেন দপ্তরের শীর্ষ কর্তারা। এর ফলে পানীয় জলের সমস্যার জন্য এদিক-ওদিক ছুটতে হবে না। ঘরে বসে মোবাইল নিয়ে ওই অ্যাপের মাধ্যমে বার্তা বা অভিযোগ পাঠিয়ে দিলেই সমস্যার সমাধান হবে।

### বিশ্বের দ্বিতীয় শ্লুথ গতির শহর কলকাতা, ১২ জানুয়ারি :

হাওড়ার একটি কারখানায়। রবিবার। -পিটিআই

১০ কিলোমিটার যেতে সময় লাগে ৩৪ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড। এই রেকর্ডেই বিশ্বের দ্বিতীয় শ্লথ গতির শহরের তকমা পেল আমাদের প্রিয় কল্লোলিনী কলকাতা। সম্প্রতি 'টমটম' নামে একটি সংস্থা বিশ্বজুড়ে যে 'ট্রাফিক ইনডেক্স' রিপোর্ট পেশ করেছে, তাতে এই তথ্য উঠে 'টমটম'-এর রিপোর্ট এসেছে।



গতির শহরের অনযায়ী, শ্লুথ তালিকাব প্রথম দশে কলকাতা ছাড়াও ভারতের আরও দুটি শহর আছে। সেই দুটি হল বৈঙ্গালুরু ও পুনে। গত বছর এই তালিকায় কলকাতার আগে ছিল পুনে। কিন্তু কলকাতা এবার সেই স্থান দখল করেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের শ্লথ গতির শহরের তালিকার প্রথমে আছে কলম্বিয়ার ব্যারনকুইলা শহর। এই শহরে ১০ কিলোমিটার যেতে সময় লাগে ৩৬ মিনিট।

### সিবিআই কলকাতা, ১২ জানয়ারি : ৯০ দিনের মাথায় সিবিআই চার্জশিট

রায়ের

চালুর উদ্যোগ নিয়েছে নবান্ন।

পেশ করতে না পারায় জামিন পেয়ে গিয়েছিলেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। ফলে সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আমজনতাও প্রশ্ন তোলে। সুত্রের খবর, এখন ১৮ জানুয়ারি রীয়ের অপেক্ষাতেই রয়ৈছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ধর্ষণ ও খুনে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র ও তথ্যপ্রমাণ লোপাটে সন্দীপ ও অভিজিতের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জশিট পেশ করার আগে রায়ের দিকে তাকিয়ে তারা। ধর্ষণ ও খুনে সঞ্জয় রায়কে অভিযুক্ত হিসেবে চার্জশিটে উল্লেখ করেছিল সিবিআই। সন্দীপ ও অভিজিৎ জামিন পেতেই সিবিআই দাবি করে, এই ঘটনার এখনও তদন্ত শেষ হয়নি। তাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষীদের বয়ান এবং তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করেছে সিবিআই। সেগুলি একত্রিত করেই আদালতের কাছে অতিরিক্ত চার্জশিট দেবে তারা।

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : পৌষ মাসের শেষ রবিবার। হালকা মিঠে বোদ ও উত্তবে হাওয়ায় উষ্ণতাব পারদ ওঠানামা করছে।এই আমেজেই চড়ইভাতির মেজাজে মেতেছে গোটা রাজ্য। কলকাতা ও শহরতলির বাইরে পিকনিক স্পটগুলিতে উপচে পড়ছে ভিড়। এর মধ্যে পিকনিকের অন্যতম ডেস্টিনেশন 'বাঞ্জাবামেব বাগান'।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে অবস্থিত ৪ বিঘে জমির ওপর বিস্তীর্ণ এই বাগানেই শুটিং হয়েছিল ১৯৮০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রয়াত মনোজ মিত্র অভিনীত কালজয়ী বাংলা ছবি 'বাঞ্ছারামের বাগান'। শুটিংয়ের ৪৭ বছর পরও চক্রবর্তী পরিবারের এই আমবাগান 'বাঞ্ছারামের বাগান' হিসেবে পরিচিত। শীতের মরশুমে শুধু স্মৃতির টানে নয়, সপ্তাহান্তে এখন

পিকনিকে জমজমাট এই বাগান। কাটাতে ভিড় বেড়েছে শহরতলির চক্রবর্তী পরিবারের পঞ্চম প্রজন্মের বাগানবাড়ি ও রিসর্টগুলিতেও। সদস্য দ্বৈপায়ন চক্রবর্তী বলেন, জোকা মেট্রো স্টেশন থেকে 'নভেম্বরের শেষ থেকেই মানুষ পিকনিকের জন্য এখানে ভিড় করেন। পরিবৈশে একটি

কিছুদুর এগিয়ে একটুকরো গ্রাম্য ভিড় থাকছে এখানেও। সেখানকার বাগানবাডি। বিশেষ করে সপ্তাহের শেষ দিনগুলিতে সেখানেও সপ্তাহান্তে ভিড় জমাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কর্মী গোপাল দাস চাপ বেশি থাকে। এখানে বিভিন্ন ছবির শুটিং হয়। তাই পিকনিক ও শুটিংয়ের জানালেন, এই মাসে বুকিং ভালোই। জন্য আলাদাভাবে সময় নিধারণ শহরের অবরুদ্ধ আবহাওয়া থেকে ভিন্ন মেজাজে শীতের সময় কাটাতে



ভিড বেডেছে আনন্দপরের একটি রিসর্টে। শহরের বুকেই পাহাড়ি পরিবেশের অনুভূতি অনুভব করতে কর্মী ত্রাণি প্রামাণিক বলেন, 'বছরের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমাদের এখানে ঠাসা ভিড় থাকে।' উত্তব ১৪ প্রবগনার মধ্যেগ্রামের

বাদু ইটখোলার একটি পিকনিক রিসটেও একই অবস্থা। কর্ণধার কোয়েল মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'নভেম্বরের শেষ থেকেই বুকিং শুরু হয়েছে। রিসর্টের একদিনের ভাড়া ১২ হাজাব টাকা।' আবাব ডিসেম্বব থেকে ফেব্রুয়ারিতে পিকনিকের মরশুমে মূলত কপোরেট জগতের কর্মরতদের চাহিদা থাকে মুকুন্দপুরের একটি বাগানবাড়িতে। পৈলান হাটের একটি বিখ্যাত রিসর্টেও শীত শুরু হতেই বিভিন্ন জেলা থেকে বুকিং শুরু করে দিয়েছেন মানুষ।

### ঢালাই রাস্তার শিলান্যাস

कालिग्राठक, ১২ জानुग्राति কালিয়াচকের সিলামপুর পঞ্চায়েত কালিকাপুর গ্রামে একটি ঢালাই রাস্তার শিলান্যাস হল রবিবার। ফিতে কেটে ও নারকেল ফাটিয়ে কাজের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আবদুর রহমান সহ জনপ্রতিনিধিরা।

কালিকাপুর গ্রামের রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। এলাকার বাসিন্দারা রাস্তাটির সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। অবশেষে এগিয়ে এল মালদা জেলা পরিষদ। জেলা পরিষদের বরাদ্দকৃত টাকায় রাস্তা ঠিক পাকা করা হবে।

আবদুর রহমান বলেন, 'গত নিবাচনের সময় থেকেই এলাকার মান্য রাস্তাটি পাকা করার দাবি জানিয়েছিলেন। তাদের আমরা কথা দিয়েছিলাম। জেলা পরিষদ থেকে ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আজকে রাস্তার কাজের সূচনা করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই রাস্তাটি পাকা

### আত্মোৎসর্গ দিবস

রায়গঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের আত্মোৎসর্গ দিবস পালন করল ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডিএসও। এদিন সংগঠনের কাশীবাটীতে কিশোরদের নিয়ে ক্রীড়া ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের মোবাইলে আবদ্ধ না থেকে খেলার মাঠে নামার আহ্বান জানান সংগঠনের জেলা সম্পাদক

### গ্রস্থাগারের চল্লিশ বছর পূর্তি

রায়গঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : চল্লিশ বছর পূর্ণ করল রায়গঞ্জের মধ্য মোহনবাঁটী গ্রন্থাগার। এই উপলক্ষ্যে ৯ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি রাত পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্মৃতিকথা, নাচ, গান, আবৃত্তি, বাঁশির সুর, সাহিত্য আসর দিয়ে সাজানো হয় অনুষ্ঠানমালা। সাহিত্য আসরে রায়গঞ্জের বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকের অংশগ্রহণে কবিতা. অনুগল্পে সাহিত্য মেজাজে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই সঙ্গে গ্রন্থাগারের পাঠকের সংখ্যা কমে আসায় উদ্বেগ এবং বৃদ্ধির জন্য নানারকম মত প্রকাশ<sup>†</sup>করেন উপস্থিত জনেরা। সমগ্র অনষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পীযৃষ সেনগুপ্ত, সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারের সভাপতি সুদেব দাস।

### মর্গে পড়ে ৮

প্রথম পাতার পর

কলেজ হাসপাতালে রাখা হয়েছে। ঢাকার মর্গে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে রয়েছে ইমতাজ ওরফে ইনতাজ, তারেক বাইন, খোকন দাস, অশোক কুমার, কুনালিকার দেহ। কারা দপ্তরের দাবি, সকলেই ভারতীয়। অনুপ্রবেশের অভিযোগে বাংলাদেশে তাঁরা বন্দি ছিলেন। শরীয়তপুরের মর্গে রয়েছে সত্যেন্দ্র কুমার ও বাবুল সিংয়ের দেহ। অপরদিকে খুলনার হিমঘরে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে রয়েছে সুরজ সিংয়ের

বিএসএফ-বিজিবির টানাপোড়েনের মধ্যেই ইউনুসের দেশে পাকিস্তান-প্রীতিও রমরমিয়ে। পাকিস্তানে নিযক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইকবাল খান জানিয়েছেন. পাকিস্তানিদের জন্য ভিসার শর্ত শিথিল করেছে ঢাকা। পাকিস্তানি নাগরিকরা এখন অনলাইনে বাংলাদেশের ভিসার আবেদন করতে পারবেন। এর পাশাপাশি শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে নিত্যনতুন অভিযোগও তোলা হ চেছ বাংলাদেশে। পূর্বাচলে নতুন শহর প্রকল্পে সরকারি প্লট বেআইনিভাবে নিজেদের নামে করিয়ে নেওয়ার অভিযোগে শেখ হাসিনা, তাঁর বোন শেখ রেহানা সহ ১৬ জনের নামে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন

### বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার মন্তব্যের জের

# তিনবিঘায় নয়া জটিলতা

মেখলিগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : যে তিনবিঘা করিডর নিয়ে আন্দোলনে একসময় অনেক রক্ত ঝরেছিল, এখন কি সেই তিনবিঘা চুক্তির ভবিষ্যৎই প্রশ্নের মুখে? এব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের সাম্প্রতিক অবস্থান নিয়ে

সম্প্রতি তিনবিঘা করিডর সীমান্তে অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয় এলাকা। রবিবার বর্তমান তিনবিঘা চুক্তি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন বাংলাদেশের উপদেষ্টা। সেই খবর সম্প্রচারিত বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে। সেখানে সেদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম চৌধরী বলেছেন, 'দক্ষিণ বেরুবাড়ির বদলে তিনবিঘা করিডর দেওয়া হয়েছে আমাদের। কিন্তু দিনের একটা সময় বন্ধ থাকত করিডর। ২০১০ সালে চুক্তি পুনর্নবীকরণ করে ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি জিরো পয়েন্টের

হয়েছে। কিন্তু আমবা সেই বর্তমান চুক্তি মানি না। আবার তিনবিঘা চুক্তি পুনর্নবীকরণ করা হবে।'

সেই বক্তব্য ছড়িয়ে পড়তেই মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি সীমান্তের তিনবিঘা এলাকায় ক্ষোভ বাড়ছে। তিনবিঘা করিডর হস্তান্তর নিয়ে একসময় যে আন্দোলন হয়েছিল তাতে তিনজন শহিদও হয়েছিলেন। আন্দোলনে ছিল তিনবিঘা সংগ্রাম কমিটি। সেই কমিটির বর্তমান সম্পাদক উৎপল রায় বলেন, 'আমরা প্রয়োজনে ফের আন্দোলনে নামব। দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা খোলা সীমানার জন্য জাতীয় নিরাপত্তা এখন প্রশ্নের মুখে পড়েছে। দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা সীমান্ডে কাঁটাতারের বেড়া না হলে আমরা তিনবিঘা করিডর বন্ধের দাবিতে ফের আন্দোলনে নামব।

দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নেই। সেজন্যই পাচার ও অনুপ্রবেশ বাড়ছে বলে স্থানীয়রা মনে করছেন। তাই জিরো পয়েন্টে কাঁটাতারের বেড়া না হলে তাঁরা তিনবিঘা করিডর বন্ধের দাবি তুলেছেন। যদিও এব্যাপারে উচ্চবাচ্য

ব্যাট হাতে ২২ গজে

নেই বিএসএফেব। জলপাই**গু**ডি সেক্টরের এক বিএসএফ আধিকারিক বলেন, 'চুক্তি পুনর্নবীকরণের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকার দেখবে। তবে কোনও চুক্তি যতদিন পুনর্নবীকরণ করা না হয়, ততদিন বর্তমান চুক্তি অন্যায়ী আমরা কাজ করব।

দিন দুয়েক আগে তিনবিঘা করিডর সংলগ্ন ১৩৫ খরখরিয়াতে বিজিবি'র বাসিন্দারা বাধা উপেক্ষা করে নিজেদের অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছিলেন। সেই এলাকার বাসিন্দা অনুপ রায়ের বক্তব্য. 'আমাদের এলাকার অনেক জায়গায় বাংলাদেশিরা তাদের ফসল বাঁচাতে প্লাস্টিকের জাল দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। আমরা তো বাধা দিইনি। কিন্তু আমরা বেডা দিতে গেলে বিজিবি বাধা দিতে আসে। আমরা তখন ওদের তিনবিঘা চুক্তির কথা মনে করিয়ে দিই। তারপর পিছু হটে বিজিবি। অনুপের মতো স্থানীয়দের দাবি, দহ্থাম-অঙ্গারপোঁতার কয়েকজন অবঝ বাসিন্দা অযথা হাঙ্গামা করার চেষ্টা করে।

ওই এলাকার বাসিন্দা মানস

দিনের পর দিন বাংলাদেশিরা তাঁদের ফসল নষ্ট করছে। খোলা সীমান্ত রোহিঙ্গা সহ বাংলাদেশি দি*যে* দৃষ্কতীরা ঢুকছে। মানসের সাফ কথা, 'বাংলাদেশ দহগ্রাম- অঙ্গারপোঁতা সীমান্তে জিরো পয়েন্টের কাঁটাতারের বেড়ার চুক্তি না মানলে আগের মতো রাতে তিনবিঘা গেট বন্ধ থাকক বাংলাদেশিদের জন্য।

তিনবিঘা করিডর বন্ধের ডাক দিয়েছেন ভারতের শাসকদলের নেতারাও। জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক দধিরাম রায় বলেন. 'ওরা তিনবিঘা চুক্তি না মানলে অসবিধা নেই। আমরাও চাই তিনবিঘা করিডর বন্ধ করে দেওয়া হোক। ছিটমহল বিনিময় চক্তি অন্যায়ী বাংলাদেশি ছিটমহল দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা ভারতে করে দেওয়া হোক।' আর বিজেপির জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় 'চুক্তি অনুযায়ী খোলা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দও



## আবাসের ঘর পাওয়ায় শুভেচ্ছা বিরোধীদের

সাজাহান আলি

পতিরাম, ১২ জানুয়ারি : সিপিএমের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান ও পদ্মের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যকে মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে শুভেচ্ছা জানাল তৃণমূল নেতৃবন্দ। শুনতে খটকা লাগলেও বাস্তবে সেটাই ঘটেছে। রবিবার এমন ঘটনার সাক্ষী থাকল ৮ নম্বর নাজিরপুর পঞ্চায়েত।

আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছেন নাজিরপুর পঞ্চায়েতের আগের বোর্ডের সিপিএম প্রধান শুভেন্দু মার্ডি এবং পদ্মের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য সন্তোষ পাল। এই দুই প্রাপককে রবিবার তৃণমূল নেতৃবৃন্দ তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদের হাতে মিষ্টির প্যাকেট হাতে তলে দেয়। জানানো হয় নতন বছরের শুভেচ্ছা। সাথে নির্মীয়মাণ ঘরের কাজও দেখা হয়। তূণমূলের তরফে দলে ছিলেন প্রাক্তন ব্লক তৃণমূল সভাপতি বিভাসরঞ্জন চ্যাটার্জি, নাজিরপুর অঞ্চল সংখ্যালঘু সেল ও শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি মইনুর মণ্ডল, শুভজিৎ মণ্ডল

তৃণমূল নেতা বিভাসরঞ্জন চ্যাটার্জি বলেন, 'কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে বাংলা আবাস যোজনার টাকা বন্ধ করে রেখেছে। তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের তরফে ঘরের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল চায়, সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে চলতে। দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আবাসের ঘর পাওয়া প্রাপকদের মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে শুভেচ্ছা জানাবে।' বিভাসবাবু আরও বলেন, 'তৃণমূল আমরা-ওরা ভেদাভেদ চায় না। চায়ু সকলের উন্নয়ন।'

আবাসের ঘর ও তৃণমূলের তরফে মিষ্টির প্যাকেট সহ শুভেচ্ছা পেয়ে প্রাক্তন সিপিএম প্রধান এবং বিজেপির প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

### কলেজের সামনে নিমাণসামগ্রীর ব্যবসা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১২ জানুয়ারি : হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজের সামনে ফুটপাথ দখল করে চলছে নির্মাণ সামগ্রী বেচাকেনা। ফুটপাথে দিনের পর দিন ফেলে রাখা হচ্ছে পাথর, বালি সহ বাড়ি তৈরির একাধিক সামগ্রী। দুর্ঘটনার আশঙ্কা ক্রমশ বাডলেও অভিযোগ প্রশাসন উদাসীন।

কলেজ ছাত্রী সুমাইয়া ইয়াসমিন বলেন, 'আমরা দূর থেকে এই কলেজে পড়তে আসি। বাস থৈকে যেখানে নামি সেখানে ফুটপাথে পড়ে থাকে পাথর, বালি, সিমেন্ট। আমাদের সমস্যা হয়। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা হচ্ছে না।'

স্থানীয় বাসিন্দা দীপক দাস বলেন, 'ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই ফুটপাথ দখল করে নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবসা চলেছে। প্রশাসন এগুলো দেখেও দেখে না। ওখানে এর আগে বেশ কয়েকবার দর্ঘটনা ঘটেছে। অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।' হরিশ্চন্দ্রপুর উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক মফিজউদ্দিন আহমেদের কথায়, 'খবই উদ্বেগজনক ঘটনা। কলেজের সামনে এইভাবে ফটপাথ দখল হলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যায়।অবিলম্বে বিষয়টি প্রশাসনকে দেখা উচিত।

এ প্রসঙ্গে ন্যাশনাল হাইওয়ের মালদা ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দিগন্ত কুণ্ডু বলেন, 'জাতীয় সড়কের ফুটপাথ দখল করে কখনও ধান মাডাই, কখনো ইট, বালি, পাথর সহ নিমণি সামগ্রী জড়ো করে রাখা হয়। এ বিষয়ে এলাকার মানুষদের সচেতন করা হচ্ছে।' ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ।

## কোথাও বাংকার

বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তাঁদের দাবি, বিজিবি ও বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নিক বিএসএফ।

সম্প্রতি উত্তর দিনাজপুর জেলায় বিএসএফের হাতে মোট নয়জন অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর এক পদস্ত আধিকারিক জানান. কাঁটাতারহীন জল সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি কাঁটাতার বিছিয়ে বিভিন্ন রাস্তা ব্লক করে দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, এখনও পর্যন্ত তিনবার ফ্ল্যাগ মিটিং হয়েছে। বিজিবিকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব ও ভারতীয় কৃষকদের হয়রানি করা বন্ধ না করলে এপার থেকেও পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আশা করা যায় ওরা বুঝেছে।

এদিকে বালুরঘাট ব্লকের শিবরামপুর সীমান্তে রবিবারও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করতে পারল না বিএসএফ। বালুরঘাটের বিধায়ক অশোককুমার লাহিড়ি এদিন দুপুরে বিএসএফ আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে গোটা শিবরামপুর সীমান্ত পরিদর্শন করেন। সীমান্ত সংলগ্ন এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন।

এদিকে বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুলকিপুর গ্রামে অন্য চিত্র। স্থানীয় গ্রামবাসীদের বাধায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হল বিএসএফ। ৫৭টি আদিবাসী পরিবার বাস করে। সকলের জীবিকা কৃষিকাজ। বেশ কিছুটা এলাকায় উন্মুক্ত সীমান্ত। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, যেভাবে বেড়া দেওয়া হচ্ছে, তাতে জমি এবং নিরাপত্তা দুটো নিয়েই আশঙ্কায় থাকতে হবে। এই দটো জিনিস নিশ্চিত করে বেড়া দিতে হবে। খবর পেয়ে এদিন দুপুরে ঘটনাস্থলে যান বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস। তিনি বিএসএফ আধিকারিক ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সমাধান সূত্র মেলেনি। (তথ্য সহায়তা : বিশ্বজিৎ সরকার, রূপক সরকার ও সুবীর মহন্ত)

### উদ্ধার গবাদিপশু

পালন করছেন।

এদিকে বালুরঘাট ব্লকের শিবরামপুর সীমান্তে রবিবারও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাঁজ শুরু করতে পারল না বিএসএফ। বালুরঘাটের বিধায়ক অশোককুমার লাহিড়ি এদিন দুপুরে বিএসএফ আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে গোটা শিবরামপুর সীমান্ত পরিদর্শন করেন। সীমান্ত সংলগ্ন এলাকার সাধারণ

এদিকে বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুলকিপুর গ্রামে অন্য চিত্র। স্থানীয় গ্রামবাসীদের বাধায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হল বিএসএফ। ৫৭টি আদিবাসী পরিবার বাস করে। সকলের জীবিকা কৃষিকাজ। বেশ কিছটা এলাকায় উন্মুক্ত সীমান্ত। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, যেভাবে বেড়া দেওয়া হচ্ছে, তাতে জমি এবং নিরাপত্তা দুটো নিয়েই আশঙ্কায় থাকতে হবে। এই দুটো জিনিস নিশ্চিত করে বেড়া দিতে হবে। খবর পেয়ে এদিন দুপুরে ঘটনাস্থলে যান বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস। তিনি বিএসএফ আধিকারিক ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন, কিন্তু

এখনও পর্যন্ত সমাধান সূত্র মেলেনি। (তথ্য সহায়তা : বিশ্বজিৎ সরকার, রূপক সরকার ও সুবীর মহন্ত)

### গমীরা প্রদর্শিত হল সিকিমের লোক উৎসবে

রায়গঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : উত্তর দিনাজপুর জেলার হারিয়ে যাওয়া লোকশিল্প গমীরা বা মুখানৃত্য প্রদর্শিত হবে সিকিমের জঙ্গু গ্রামে নামসুখ ট্রাইবাল ফেস্টিভালে। জঙ্গু হল সিকিমে লেপচা জনজাতির লোকেদের জন্য সংরক্ষিত একটি গ্রাম। সিকিম সরকারের সহযোগিতায় জঙ্গ গ্রামে আয়োজিত ইতিমধ্যে অনুষ্ঠানটি উৎসবের আঙ্গিনায় বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের পূর্বাঞ্চলীয় শাখার আয়োজনে এবারের উৎসব হচ্ছে ১২ থকে ১৫ জানুয়ারি। আজ প্রথমদিনই গমীরা নৃত্য উপস্থাপনার সুযোগ পেয়েছে মাঙ্গলিকা নামে একটি সংস্থা। দলের কর্ণধার অভিজিৎ চৌধুরী বলেন, সরকারিভাবে এই প্রথম আমরা দলগতভাবে রাজ্যের বাইরে উপস্থাপনা করলাম। দর্শকদের প্রতিক্রিয়ায় আমরা আপ্লুত।

### ব্যাগভর্তি টাকা ছিনতাই

দিনেদুপুরে ছিনতাই। ঘটনাস্থল করণদিঘি থানার বোতলবাড়ি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা।

দুপুরে রায়গঞ্জে ভাঙ্গাড়ি বিক্রি করে ৯৮ হাজার টাকা নিয়ে বাসে চড়ে বাড়ি ফিরছিল রাঘবপুরের বাসিন্দা ফিরদৌস রহমান<sup>।</sup> বোতলবাড়ি বাসস্টান্ডে নেমে বাডির উদ্দেশে বেঙ্গল টু বেঙ্গল রাস্তা ধরে যাওয়ার সময় দুই দুষ্কৃতী ব্যাপক মারধর করে ৯৮ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। ধস্তাধ্বস্তি করার সময় তাঁর পরনের জামা ছিডে যায়।

ফিরদৌস রহমানের সাইনারা বিবি করণদিঘি থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। তিনি জানালেন, 'স্বামী একজন ভাঙ্গাড়ি ব্যবসায়ী। রবিবার দুপুরে রায়গঞ্জে ভাঙ্গাড়ি বিক্রি করে ৯৮ হাজার টাকা নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে আমার দাদা নুর আক্ষম ও জইনুল হকের কাছে পাওনা টাকা চাইলৈ দু'জনে আমার স্বামীকে মার্ধর করে। পাশাপাশি ভাঙ্গাড়ি বিক্রি করা ৯৮ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে করণদিঘি থানার প্রলিশ।

### ক্ষুব্ধ এসডিও

রায়গঞ্জ, ১২ জানুয়ারি রায়গঞ্জ বিএড কলেজে অবশেষে গভর্নিং বডির প্রথম বৈঠক হলেও তার কোনও রেজোলিউশন পাননি এসডিও। গত সপ্তাহে কলেজের অশিক্ষক কর্মচারীরা বেতন না পেয়ে অবিলম্বে গভর্নিং বডি গঠনের দাবিতে অধ্যক্ষ চৈতন্য মণ্ডলকে ঘেরাও করে রাখেন। শেষপর্যন্ত শীঘ্রই গভর্নিং বডি গঠনের আশ্বাস দিলে তাকে ঘেরাও মুক্ত করেন। গত ৮ জানুয়ারি গভর্নিং বিডির প্রথম বৈঠক হয়। বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দীর্ঘ টালবাহানীর পর বৈঠক হলেও রেজোলিউশন কপি নিয়ে শুরু হয়েছে চাপানউতোর।

কলেজের সভাপতি মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি জানান, 'আগামী ১৭ জানুয়ারি আবার বৈঠক রয়েছে, কিন্তু গত সপ্তাহের প্রথম বৈঠকের রেজোলিউশন হাতে পাইনি। অধ্যক্ষের সই হওয়ার পর আমার হাতে আসার কথা। এরপরেই আমি সই করব। কলেজের অনেক সমস্যা আছে, সেকারণেই গভর্নিং বডি গঠন জরুর ছিল।'

### সংবর্ধিত সাংবাদিক

জলপাইগুড়ি, ১২ জানুয়ারি

বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে শিলিগুড়িতে দু'দিনব্যাপী লিটল ম্যাগাজিন মেলায় বাংলা অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর সাংবাদিক জ্যোতি সরকারকে সংবর্ধনা জানানো হল। বাংলা অ্যাকাডেমির সচিব বাসুদেব ঘোষ তাঁর হাতে সম্মাননা তুলে দেন।

### অভিনেতা সুমিত অর্ণব চক্রবর্তী ফরাক্কা, ১২ জানুয়ারি : ভালো রান করার মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামেন টেলএন্ডাররাও। বোলার ভালো হলে আর কী করা যাবে। প্রথম ডেলিভারিতেই ক্লিন বোল্ড। ঠিক সেটাই হল সুমিত গাঙ্গুলির সঙ্গে। ভালো রান করার বাসনা নিয়ে ২২ গজে নেমেছিলেন

ফরাক্কায় এসে ক্রিকেট খেললেন জনপ্রিয় খলনায়ক। রবিবার তোলা সংবাদচিত্র।

খেয়েছি। কতবার ঘূসি খেয়েছি তার কোনও হিসেব নেই। অন্তত কোটি খানেক তো হয়েছে। কেউ কোমরে মেরেছে, হাতে চোটও পেয়েছি। আসলে নায়িকাদের শাড়ির আঁচল ধরে টানলে এসব তো হজম করতেই হবে।' অভিনেতার হাত ধরে উদ্বোধন হয় টুর্নামেন্টের।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে

মইনুল হক বলেন, 'বেশ কয়েক

বছর ধরে এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করে চলেছে। যতদিন আছি. খেলাধুলা চালিয়ে যাব। উদ্দেশ্য, বৰ্তমান প্ৰজন্মে মোবাইলে আসক্তি যদি কিছুটা হলেও কমে।'

টুনমৈন্টে অংশ নিয়েছে ১৬টি দল। এদিন প্রথম খেলা ছিল ব্যারেজ জিএম অফিস বনাম সিআইএসএফ।। টুর্নামেন্ট শেষ হবে ২৩ জানুয়ারি।

# বেকানন্দের ছ প্ল্যাকার্ড হাতে পদযাত্রা

এই ব্যাটার। কিন্তু বলের লাইন

আর লেংথ ঠিকমতো বুঝতে

পারেননি বলে বল সরাসরি মিডল

স্ট্যাম্পে হিট করে। লজ্জায় জিভ

বের করে ফেললেন সুমিত গাঙ্গুলি

ফ্যান ক্লাব পরিচালিত ফরাক্কা

চ্যালেঞ্জ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে

গাঙ্গুলি। নতুন এই ক্রিকেটারের

আরও একটি পরিচয় রয়েছে।

তিনি টলিউডের বিখ্যাত একজন

খলনায়ক। সেটা নিজেও স্বীকার

বলেন, 'সারাটা জীবন অনেক মার

নিয়েছেন। অভিনেতা

খেলতে নেমেছিলেন

রবিবার সকালে মইনুল হক

সমিত

১২ জানয়ারি : বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মদিবস পালিত হল গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। এদিন সকালে বুনিয়াদপুর পুরসভার তরফে বিবেকানন্দ পার্কে বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করেন উপপর প্রশাসক জয়ন্ত কুণ্ডু। এছাড়াও বিদ্যালয়ের বংশীহারীর সকল ছাত্রছাত্রীরা বর্ণাত্য মিছিল বুনিয়াদপুর শহর পরিক্রমা করে। অপরদিকে ডেটল, দৌলতপুর, জোরদিঘি, বদলপুর, সুদর্শন নগর ও বংশীহারী বিবেকানন্দের জন্মদিন থানাতে

পালন করা হয়। অন্যদিকে, পুরাতন মালদ উদ্যোগে পুরসভার পুরপ্রধানের স্থানীয় বুলবুলচণ্ডী মোড়ে রবিবার সকাল ৯টা নাগাদ স্বামীজির জন্মদিবস পালন করা হয়। স্বামীজির আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন পুরাতন মালদা পুরসভার পুরপ্রধান কার্তিক স্বামীজির আদর্শের কথা সকলের সামনে তলে ধরেন।

রক্তসংকট মেটাতে জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির হল বুনিয়াদপুরে। বেকারদের কাজের দাবিতে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে পদযাত্রা হয় রায়গঞ্জে। জন্মদিন পালন করল উত্তর



সকাল ১০টায় মহাত্মা গান্ধি ভবনে বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা জানানোর পর বেকারদের কাজের দাবিতে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি ও প্ল্যাকার্ড সহ পদযাত্রা মহাত্মা ঘোষ। পরপ্রধান কার্তিক ঘোষ গান্ধি ভবন থেকে শুরু হয় এবং স্কুল রোডে বিবেকানন্দের মূর্তির পদতলে শেষ হয় সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের

সেনগুপ্ত সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের উদ্যোগে এদিন স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে আয়োজন করা হয়। ময়দার

যথাযথ গাজোলের বিভিন্ন সংস্থার তরফে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩ তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হল প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে। গাজোলের পরিবেশ রক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে কদুবাড়ি মোড এলাকায় স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করে ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২তম জন্মদিবস মহাসমারহে উদযাপিত হল বালুরঘাটে। রবিবার সকালে রামকৃষ্ণ মিশনের তরফো বণাট্য শোভাযাত্রা বের হয়। যেখানে একাধিক বালবঘাটেব স্কুলের পড়্য়া ও শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি, শালবাগান এলাকার সারদা মিশন ও বিবেকানন্দ ক্লাবের তরফে শোভাযাত্রা বের হয়। কৃশমণ্ডি ও হরিরামপুর ব্লকে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উদযাপন

### বিবেকানন্দের জন্মদিনে জেলার পূর্ণ মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানান জেলা করা হয় শ্রদ্ধার সঙ্গে। বন্ধ নিষিদ্ধ স্যালাইন

সংস্থার স্যালাইন ব্যবহার করতে দেব না।কিন্তু আমাদের কাছে গতকাল দুপুর পর্যন্ত লিখিত কোনও নিৰ্দেশিকা আসেনি আপাতত বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে।'

মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জ মেডিকেলে ব্যবহারের জন্য মজুত থাকা স্যালাইনের সিংহভাগই চোপড়ার ওই সংস্থার তৈরি। তার মধ্যে বিতর্কিত সংস্থাটির রিঙ্গার্স ল্যাক্টেট যেমন আছে, তেমন ডিএনএস সহ ৭ ধরনের প্রোডাক্ট আছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে বিকল্প স্যালাইন হিসেবে এখন

ল্যাবরেটরিস প্রাইভেট লিমিটেডের স্যালাইন। যেটি তৈরি হয় উত্তর ২৪ পরগণায়। মাসখানেক আগে কণাৰ্টকে প্ৰসূতি মৃত্যুর জন্য চোপড়ায় তৈরি এই স্যালাইনের বিরুদ্ধেই নানা অভিযোগ ওঠে। গুণমান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এরপর বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়। অভিযোগ, মেদিনীপুরেও প্রসূতি মৃত্যুর পর সংশ্লিষ্ট সংস্থাটির

স্যালাইন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ ফামাসিউটিক্যালস কোম্পানির তৈরি নির্দিষ্ট দুটি ব্যাচের ওই স্যালাইন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

জারি করা হয়েছে ইতিমধ্যে। এদিকে হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে দেওয়া হচ্ছে ফার্মা ইনপেক্টস হাসপাতালে বিতর্কিত স্যালাইন চলছে।

স্নেহাশিস দত্ত বলেন, 'গতকাল রাত পর্যন্ত আমাদের কাছে এই স্যালাইন ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল না। আর এই স্যালাইন ব্যবহার করে এখানে কেউ অসুস্থ হননি।' মালদার জেলা মুখ্য

আধিকারিক সুদীপ্ত ভৌমিকের বক্তব্য, 'রাজ্য থেকে লিখিত নির্দেশিকা না পেলেও আমরা জেলায় সমস্ত হাসপাতালে এই স্যালাইন বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিয়েছি। বিকল্প হিসেবে তিনটি ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানের সঙ্গে কথা বলৈছি। তাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিকল্প স্যালাইন কেনার চিন্তাভাবনা

### পরকীয়ার সাজা, যুগলকে পুলিশে দিলেন গ্রামবাসী বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১২ জানুয়ারি

পরকীয়া করতে গিয়ে গ্রামবাসীর হাতে ধরা পড়ে গেল তরুণ। তাকে মারধর দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয় ক্ষিপ্ত বাসিন্দারা। শনিবার রাতের ঘটনা, কালিয়াগঞ্জের মালগাঁওতে।

শীতের রাতে উষ্ণতার পরশ নিতে রায়গঞ্জের প্রেমিকার বাড়িতে এসেছিল তার প্রেমিক। গ্রামের বাসিন্দারা ওঁত পেতেছিল। দুজনকে নগ্ন অবস্থায় ঘর থেকে বের করে তরুণকে বেধড়ক মারধর দেয়। খবর পেয়ে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তরুণকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। রবিবার অভিযুক্তকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্টেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ জানিয়েছে, বিবাহিত ওই তরুণীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্ক ছিল। এই নিয়ে গ্রামে একাধিকবার সালিশি সভা হয়। কিন্তু তারপরেও চুপিসারে ওই তরুণ তার প্রেমিকার বাড়িতে আসা যাওয়া করত। শনিবার রাতে তাকে হাতেনাতে ধরা ফেলে গ্রামের বাসিন্দারা।

সরকারি আদালতের আইনজীবী দীপ্তেশ ঘোষ বলেন, অভিযৌগ দায়ের করেছে পুলিশ। বিচারক \$8 দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। অভিযোগ প্রসঙ্গে তরুণীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তার সাফ জবাব. 'আমি ওকে ভালোবাসি। আমার স্বামী ভিনবাজ্যে থাকে। আমি ওই তরুণকে বিয়ে করতে চাই।

### দৌড়তে গিয়ে মৃত্যু পড়ুয়ার

কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি সঞ্জীব পুরোহিতের কথা মনে করিয়ে দিলেন রিয়েশ রাই। সম্বলপুরে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা দিতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল সঞ্জীবের। আর রবিবার উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে রিয়েশের।

উত্তরবঙ্গ আগ্রিকালচার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগের প্রথম বর্ষের পড়য়া ছিলেন। তাঁর বাড়ি কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকের ফাগুতে। ওই পড়য়ার আচমকা মৃত্যুতে শোকের

ছায়া নেমে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে স্বামী বিবৈকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ওই দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পাতলাখাওয়া থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সাড়ে আট কিলোমিটার দৌড়ানোর কথা ছিল। তবে গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই পুণ্ডিবাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় হঠাৎই রাস্তায় শুয়ে পড়েন রিয়েশ। হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

### প্রতিযোগিতা

ডালখোলা, ১২ জানুয়ারি এবছর সিপিএমের ২৪ তম জেলা সম্মেলন আগামী ১১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ডালখোলায়। সম্মেলন উপলক্ষ্যে রবিবার ডালখোলা গার্লস হাইস্কুলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় ৪৫০ পড়য়া অংশগ্রহণ করে। আবৃত্তি, গাঁন ও নৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।



### ব্যতিক্রমী বুনিয়াদপুর

সারা রাজ্যে যখন প্রতিবেশী দেশের প্রকাশনা এবং লেখকদের বই বিক্রি বন্ধ, সেখানে বুনিয়াদপুরে সদ্যসমাপ্ত বইমেলায় ওপার বাংলার প্রায় লক্ষ টাকার বই বিক্রি হল



### বিক্রেতার আসনে নজর কাড়ছে ক্লাস 'টু'র খুদে

১২ লিটল ম্যাগাজিনের স্টলে খুদে বিক্রেতা তাক লাগিয়েছে এবারের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বইমেলায়। বইমেলার শুরুর দিন থেকে বাবার

বইয়ের স্টলে ৮ বছরের ক্লাস টুয়ের ছাত্র বোধিদীপ্ত দে বই বিক্রি করে চলেছে। স্টলে নং বইপ্রেমীরা এলেই

বাবার লেখা বইগুলির সাবলীলভাবে বলতেই বইপ্রেমীরা। অনেকের ইচ্ছে না থাকলেও খুদে বিক্রেতার দিকে তাকিয়ে বই সংগ্রহ করেছেন অনেকেই। বই বিক্রি থেকে বিল করে টাকা নিয়ে বই পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া পর্যন্ত

একাই করছে বোধিদীপ্ত দে। জানা গেছে বাবা বাপ্পাদিত্য দে একজন স্থানীয় কবি ও সাহিত্যিক। তিনি বইমেলা কমিটিতে থাকার সুবাদে এবং মঞ্চ সহ বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকার কারণে নিজের লেখা বইয়ের স্টলে বসতে না পারার কারণে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সামলিয়েছে স্টলটি। মাঝেমধ্যে স্টলে এসে ছেলেকে গাইড করেছেন তিনি। প্রায় আড়াই হাজার টাকার বই বিক্রি হয়েছে এই স্টলটি থেকে।

কুলিকে

জলজ পাখির

গণনা শুরু

রবিবার সকালে রায়গঞ্জ কুলিক

পাখিরালয়ে শুরু হল ২০২৪-

এর শীতকালীন জলজ পাখি

গণনা। এই উপলক্ষ্যে রবিবার

রায়গঞ্জ কুলিক অভয়ারণ্যে অংশ

নিয়েছিলেন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী

সংস্থার সদস্য, স্কুল শিক্ষক ও

আধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মা বলেন,

'আজ এই শীতকালীন জলজ পাখি

গণনার কাজ শুরু হল। এতে উত্তর

ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন

জলাশয়ের পাশে পাখিদের গণন

করা হবে। আগামী ২ ফেব্রুয়ারির

মধ্যে এই গণনা শেষ হবে।

রায়গঞ্জের এক পাখিপ্রেমী দেবাশিস

দে'র বক্তব্য, 'রায়গঞ্জ কুলিক

পাখিরালয় ছাড়াও আশপাশের

জলাভূমিতে জিরিয়া, কাদাখোঁচা.

সরাল, পানকৌড়ি, মাছরাঙা, কোচ

বক, মেটে রাজহাঁস, বার হেডেড

গুজ-এর মতো স্থানীয় ও পরিযায়ী

পাখিদের দেখতে পাওয়া যায়। কিছু

শীতকালীন পরিযায়ী জলজ পাখি

হিমালয় পার করে দক্ষিণ ঢালে

রেঞ্জার মধুমিতা পাত্রের বক্তব্য,

'কুলিক পাখিরালয়ের মধ্যবর্তী

আবদুলঘাটা, ধানগাড়া, শিয়ালমণি

এবং কুলিকে এদিন গণনা করা

হয়। আজ সকালে অভয়ারণ্যে

শুরু হওয়া এই কর্মসূচিতে

মাউন্টেনিয়ার্স অ্যান্ড ট্রেকার্স

ক্লাব, উত্তর দিনাজপুর পিপলস

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা।

নিয়েছিলেন হিমালয়ান

অ্যানিমালসের মতো

অভয়ারণ্যের

ফোটোগ্রাফি

আমাদের এখানে আসে।'

কুলিক

আসোসিয়েশন,

অংশ

রায়গঞ্জ ফরেস্ট ডিভিশনের

পাখিপ্রেমীরা।

রায়গঞ্জ, ১২ জানুয়ারি :

# भिलाय प्रिंग विकि বাংলাদেশের বইয়ের

वृनिग्नामश्रुत, ১২ জानुग्नाति : এবারের বইমেলায় বাংলাদেশের স্টল না থাকলেও বাংলাদেশের বই পাওয়া গেছে বেশ কয়েকটি স্টলে। ২৯তম দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বইমেলায় ৬৪টি স্টল-এর মধ্যে ৫টি স্টল ছিল ইসলামিক বই স্টল। এই স্টলগুলিতে অধিকাংশ বই ছিল বাংলাদেশের প্রকাশনী সংস্থা ও লেখকদের।

মেলার শুরুর দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিটি ইসলামিক স্টলে ভিড় ছিল। মেলার ৪৭ নম্বর স্টল ইসলামিক বুক হাউসে বই বিক্রি হয়েছে প্রায় ৩৫ হাজার টাকার, ৫০ নম্বর স্টল তালিম প্রকাশনীতে ৩০ হাজার টাকার, ৬৩ নম্বর স্টল সুশিক্ষা প্রকাশনীতে ৩৫ হক লাইব্রেরিতে ৩০ হাজার টাকার। এছাড়া

বুক স্টলে প্রায় ৭৫ হাজার টাকার বই বিক্রি হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ইসলামিক বই বিক্রি হয়েছে বুনিয়াদপুর ইসলামিক বুক স্টলে। যার কর্ণধার হাজি আবদুল লতিফ মিয়াঁ জানান, স্থানীয় বই বিক্রেতার সুবাদে পরিচিতি বেশি, যার কারণে বেশি বই বিক্রি হয়েছে। বাংলাদেশের লেখক ও প্রকাশকদের

মধ্যে যে সব বই বেশি বিক্রি হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে মিজানুর রহমানের 'ম্যাসেজ' ও 'সুরা ইউসুফ', আব্দুর রাজ্জাকের 'কে বড় লাভবান,' মতিউর রহমানের 'দ্য কেয়ারিং ওয়াইফ', মুফতি মোহাম্মদের 'পদা', শাফিউর রহমানের 'আর রাহিকুল মাকতুম '। এ ছাড়াও অন্য বইও বিক্রি হচ্ছে।

মহিপাল থেকে এসেছেন আসাদুর রহমান। বলেন, 'বইমেলার আগে আমরা হাজার টাকার, ৫৪ নম্বর স্টল কোচবিহারের শুনি বাংলাদেশের প্রকাশক বইমেলায় আসছে না। জেলার বইমেলায় প্রতি বছর ৫৫ নম্বর স্টল বনিয়াদপরের ইসলামিক বাংলাদেশের স্টলে নানান লেখকের লেখা বই

কিনে থাকি। দেখতে পাচ্ছি বেশ কয়েকটি ইসলামিক বুক স্টল বইমেলায় বসেছে। বাংলাদে**শে**র লেখকের লেখা দুটি বই কিনলাম।'

একাদশের পারভীন পডয়া জানালেন

'ইসলামিক স্টল থেকে বাংলাদেশের একটি বই কিনলাম। বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি জানার ইচ্ছে আছে।



ক্ষীরের ২০ টাকা

নারকেলের ১০ টাকা

শক্তি হল জীবন, দুৰ্বলতা হল মৃত্যু...

তানিয়া চৌধুরী মালদা, ১২ জানুয়ারি : শীতের

সন্ধ্যা। হুহু করে বইছে হিমেল হাওয়া। তারমধ্যেই মাটির উনুনে গ্নগ্নে আঁচ বাঁচাতে মরিয়া মা-কাকিমা। এদিকে, কাঁপা হাতে সরায় চালগুঁড়োর গোলা ঢালছে ঠামা। তেজপাতা দিয়ে সেটাকে আরেকটু ছড়িয়ে দিয়েই ছেড়ে দিচ্ছে নারকেল বা ক্ষীরের পুর। হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকা ছিল অধিকার। দয়া পরবশ হয়ে ইন্দিরা ঠাকরুনের মতো ঠাম্মাও হাতে গুঁজে দিতেন পিঠে। একটা সময় মধ্যবিত্ত পরিবারে পৌষ-পার্বণের দিনের এ দৃশ্য ছিল চিরন্ডন।

সময় পালটেছে। নিউক্লিয়ার পরিবারের পরিসরে পিঠে তৈরি 'সময় সাপেক্ষ'। আবার পিঠের স্বাদের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করাও দুরূহ। তাই ভরসা 'রেডিমেড'। ব্যস, একটা ক্লিকের কামাল। ফোনে অর্ডার করলেই বাড়িতে পৌঁছে যাবে গরম গরম পিঠে। সঙ্গে সেই চিরচেনা ছোটবেলার গন্ধ।

শহরে ডেলিভারিতে পিঠে পৌঁছে দেন চিরঞ্জিত ঘোষ। তাঁর মা রেবারানি ঘোষ নিজের হাতে বানান পুলিপিঠে, তাঁরা ক্ষীরের পাটিসাপটা ২০ টাকা ও নারকেলের ১০ টাকা করে বিক্রি করেন। ৬টা ক্ষীরের দধপলির দাম ১০০ টাকা। নারকেলের দুধপুলি ৭০ টাকা। চিরঞ্জিতের কথায়, 'অগ্রহায়ণ থেকে শুরু হয় ডেলিভারি। সকালে অর্ডার এলে সন্ধেতে গরম গরম পিঠে দিয়ে আসি।ফেসবুকে বিজ্ঞাপন চলার দিন একটু পেট বাবাজিকে দিই। ভালো বিক্রি হচ্ছে। উৎসবের তোয়াজ না করলে কেমন লাগে। জায়গাটা আজও পাকাপোক্ত।

ক্ষীরের দুধপুলি ৬টা ১০০ টাকা দিনগুলোতে চাহিদা বেশি থাকে।' তাই মকদুমপুর থেকে বাজার সেরে মায়ের হাতের রান্না খাওয়া হয় না কোচবিহারের রিমা দাসের। মালদার মেসে থেকে পড়াশোনা করেন তিনি। এমন খটখটে জীবনে

হলেও মনে হয় ছোটবেলাকে ছুঁতে ক্লাউড কিচেন যদিও হালে এসেছে। পিঠের ক্ষেত্রে কিন্তু শহরের আবেগ পুরোনো ঐতিহ্যবাহী মিষ্টির দোকান। ইংরেজবাজারের প্রাণী হাসপাতালের উলটোদিকের মালপোয়া বানাই। সংক্রান্তিতে গীয় ব্যস্ত হাতে খদ্দের সামলাচ্ছিলেন সুবোধ কুণ্ডু। তাঁর বক্তব্য, 'নিজের হাতে বানিয়ে বিক্রি করা হয় না। অর্ডার থাকলে মালপোয়া, পাটিসাপটা বিক্রি করি।

ক্লাউড কিচেনের পিঠে তবু আরাম

দেয়। তাঁর মতে, 'ঠাম্মা'র কথা মনে

পড়লেই পিঠে অর্ডার করি। একটু

করেন আমাদের।' রোববারের সকাল। ঢিমেতালে

বহুদিনের বিশ্বস্ত বলে মানুষ ভরসা

ছোট্ট দোকান্টায় ঢুঁ মারলেন বিজন সাহা। তাঁর উচ্ছাস, 'এই দোকানটা বহুদিনের। মালদার ঐতিহ্য। আজকাল বাড়িতে তো পিঠে হয় না। খেতে ইচ্ছে হলে দোকানই

বানাই, কম পড়ে।

বিশ্বজিৎ সাহা

খদ্দেরকে খাইয়ে যে তৃপ্তি, তার ভাগ যে কাউকেই দেওয়ার নয়, বোঝা গেল বিশ্বজিৎ সাহার মখ দেখেই। বাবা প্রয়াত বিজয়কুমার সাহার পর থেকে তিনিই সামলাচ্ছেন ব্যবসা। হালকা হেসে বললেন 'শীতের শুরু থেকেই পাটিসাপটা, থাকে দুধপুলি। যতই বানাই, কম পড়ে।'

খাদ্যরসিক বাঙালি। ইঁদর দৌডের এই জীবনে হয়তো সময়টা কম মেলে। হয়তো আয়েশ করে পিঠে বানানোর সময় পাওয়া যায় না। তবে, স্বাদের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করার প্রশ্নও ওঠে না। তাই শীতকালের জুড়ি হিসেবে পিঠের

# জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক (রবিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

 মালদা মেডিকেল কলেজ এ পজিটিভ

এ নেগেটিভ বি পজিটিভ বি নেগেটিভ এবি পজিটিভ

এবি নেগেটিভ

ও পজিটিভ ও নেগেটিভ ঽ

(এই সংখ্যা লোহিত রক্ত কণিকার)

 রায়গঞ্জ মেডিকেল এ পজিটিভ

এ নেগেটিভ বি পজিটিভ বি নেগেটিভ এবি পজিটিভ

এবি নেগেটিভ ও পজিটিভ ও নেগেটিভ

 বালুরঘাট হাসপাতাল এ পজিটিভ

এ নেগেটিভ বি পজিটিভ বি নেগেটিভ

এবি পজিটিভ এবি নেগোটভ

ও পজিটিভ ও নেগেটিভ

মালদা, পুরাতন মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর ও কালিয়াগঞ্জ শহরের সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলো ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের আগাম খবর আমাদের জানান ৯৬১৪৭৪২৫৯২

হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

### গঙ্গারামপুর হাসপাতালে

পার্কিং সমস্যা গঙ্গারামপুর, ১২ জানুয়ারি গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটিতে সর্বত্র মোটরবাইক সহ সাধারণ যানবাহন দীর্ঘক্ষণ ধরে পার্কিং করার অভিযোগ। মুমুর্ষ রোগীদের জরুরি বিভাগ তথা অন্য বিভাগে প্রবেশ করতে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রোগীর পরিজনদের। পরিষেবা প্রদান করতে সমস্যায় পডতে হচ্ছে খোদ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে।

হাসপাতাল সুপার বাবুসোনা জানান, 'গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের জরুরি বিভাগ সহ অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের সামনে সাধারণ মানুষেরা যখন-তখন মোটরবাইক সহ গাড়ি পার্ক করে চলে যাচ্ছেন। পরিষেবা দিতে সমস্যা হচ্ছে। হাসপাতালের নিজস্ব নিরাপত্তাকর্মীরা বিষয়টি দেখবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তাতেও কোনও কাজ হচ্ছে না। এমনকি, প্রশাসনকে বিষয়টি জানানোর পরেও

এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।' এমতাবস্থায় কেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না. তা নিয়ে চরম ক্ষোভ উগরে দিয়েছে শহরবাসী। স্থানীয় রামপ্রসাদ অভিযোগ, সরকারের 'মুমূর্যু রোগীদের দ্রুত পরিষেবা প্রদানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী গ্রিন করিডর করতে বলেছিলেন। কিন্তু তার বাস্তবায়ন এখনও হয়নি। উলটে হাসপাতালের সর্বত্র যানবাহন রাখবার চিত্র ফুটে উঠছে। দ্রুত পদক্ষেপ প্রয়োজন।'

স্কুলে পড়াশোনার মান নিয়ে প্রশ্ন

# টিউশনিতে ভরসা ভিভাবকদের



রায়গঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই মধ্যশিক্ষা পর্যদ প্রতিটি স্কলের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের উদ্দেশ্যে কতগুলি কডা নির্দেশিকা জারি করেছেন। যদিও এই নির্দেশিকা আগেও ছিল। কিন্তু তা উপেক্ষা করেই বহু স্কুল শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে যেতেন না, ছুটির আগেই বাড়ি চলে আসতেন এবং টিউশনি করেছেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবার প্রথম থেকেই কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে।

প্রতিটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে একগুচ্ছ নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। বলা হয়েছে, শিক্ষক-শিক্ষিকারা টিউশনি পড়াতে পারবেন না। কেউ কোনও ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থ উপার্জন হয়, এমন কিছু করা যাবে না। পড়য়াদের মানসিক এবং দৈহিক শাস্তি দেওয়া যাবে না বলেও জানানো হয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, অনেক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা বেলা সাড়ে ১১টার পরেও স্কুল যাচ্ছেন। ছুটি হওয়ার এমনটা করলে কড়া শাস্তির মুখে আগেই চলে আসছেন। এমনকি, পড়তে হবে।

করেছেন। যদিও অভিভাবকদের দাবি, শুধুমাত্র স্কুলের উপর ভরসা না করে আমাদের টিউশনের উপর ভরসা করতেই হবে।

মহারাজার বাসিন্দা বুরন সরকার

নামে এক অভিভাবক বলেন, 'স্কলের পড়াশোনা মান নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে আমার মতো অনেক অভিভাবকের। তাই উপায় না থাকলেও প্রতি মাসে মোটা অঙ্কের টাকা ছেলেমেয়েদের টিউশনের জন্য খরচ করতে হয়।' দেবীনগরের বাসিন্দা অভিভাবক অনুপ পালের দাবি, 'প্রতি বছর শিক্ষা দপ্তর শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধের সার্কুলার জারি করে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় একজন শিক্ষকও সেই নির্দেশিকা মানেনি।' আরেক অভিভাবক গৌতম দাস বলেন, 'স্কলে পডাশোনা ভালো হলে ছেলেমেয়েদের কোচিংয়ে পাঠাতাম না। বাধ্য হয়ে কোচিংয়ে পাঠাতে হচ্ছে।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জেলা জয়েন্ট কনভেনার প্রসূনকুমার দত্ত বলেন, 'স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের টিউশনি পড়ানো উচিত নয়। বহুদিন আগেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়। তারপরও বহু শিক্ষক বাডতি রোজগারের জন্য টিউশনি পডাচ্ছেন। সরকার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথেষ্ট স্যোগস্বিধা দেন। তারপর তাঁরা আইনবিরোধী কাজ করছেন। নির্দেশ অমান্য করে তাঁরা আগামীদিনেও

### অডিটোরিয়াম তৈরিতে উদ্যোগী কালাচাঁদ হাইস্কুল

পুরাতন মালদা, ১২ জানুয়ারি : দীর্ঘদিন ধরেই গুঞ্জন চলছিল পুরাতন মালদা শহরে একটি অডিটোরিয়ামের প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানের অভাবে শহরবাসীরা বঞ্চিত। এমনকি, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের অনুষ্ঠান করতেও সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এবারে এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছে ওল্ড মালদা কালাচাঁদ হাইস্কুল।

স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের মূল ভবনের সামনে রাস্তার পশ্চিম দিকে পরিত্যক্ত একটি ল্যাবরেটরি ভবন



শুরু হয়েছে ল্যাবরেটরি ভাঙার কাজ। – সংবাদচিত্র

ভেঙে সেখানে একটি অডিটোরিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। ওই প্রস্তাবটি তারা প্রসভার কাছেও পেশ করেছে। পুরসভা যদি ওই প্রস্তাবে সম্মত হয়, তাহলে স্কুল ছাড়াও অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ওই অডিটোরিয়াম ব্যবহার করতে

পরসভার তরফে কোনও সুনির্দিষ্ট উত্তর পাওয়া যায়নি। স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজেদের উদ্যোগেই ভবন ভাঙার কাজ শুরু করেছে বলে জানান স্কলের প্রধান শিক্ষক রাহুলরঞ্জন দাস। পুর চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ বলেন, 'স্কুলের তরফে মৌখিক প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। আমরা যদি পর্যাপ্ত ফান্ড পাই তাহলে অডিটোরিয়াম তৈরির উদ্যোগে নেব।

হোটেল ঘ্ৰৱাজ (লজ)

### স্মরণে বিধায়ক

বালরঘাট. ১২ জানুয়ারি আরএসপির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তথা বালুরঘাটের প্রাক্তন বিধায়ক প্রয়াত ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আয়োজিত হল বালুরঘাটে। বুধবার সন্ধ্যায় বালুরঘাট থানা মোড়ে তার আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করল আরএসপির শাখা সংগঠন ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে ছিলেন তিনি। রাজশাহি কলেজে পডার সময় স্বাধীনতা আন্দোলনে অনুশীলন সমিতির সদস্য হন।

# বাবার স্বপ্ন পূরণে রোগীদের জন্য ফ্রি

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১২ জানুয়ারি রায়গঞ্জে চিকিৎসা করাতে এসে প্রথমেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার ডিপোর উলটোদিকে ছুটছে রোগীর পরিজনরা। অধিকাংশই দুঃস্থ পরিবারের। বিষয়টি ঠিক কি? এর উত্তর হল, বিগত প্রায় ১ বছর ধরে বোগীর পরিজনদের বিনামূল্যে মাথা গোঁজার ঠাঁই দিচ্ছে রায়গঞ্জের বিশ্বাস পরিবার।

রায়গঞ্জ মেডিকেলে অথবা ওই শহরের কোনও নার্সিংহোমে চিকিৎসা করাতে যাওয়ার আগে বড় দুশ্চিন্তা। থাকব কোথায়? চিকিৎসার খরচ জোগাতেই হিমসিম খাওয়ার জোগাড়। তার ওপরে, বাড়তি হোটেল খরচ যেন মরার উপরে খাঁড়ার ঘা। এমতাবস্থায়, ওই বিশ্বাস এই পরিষেবা চালু করেছেন।



আমার দুই ছেলে শিক্ষকতা করে। তাই আমাকেই ব্যবসা সামলাতে হয়। স্বামী মারা যাওয়ার আগে দুঃস্থ রোগীর আত্মীয়দের বিনামূল্যে পরিষেবা দিতে বলে গিয়েছিল। সেইমতো এক বছর ধরে এই পরিষেবা দিচ্ছি। আগামীতেও দেব।

কল্পনা বিশ্বাস, সুকুমার বিশ্বাসের স্ত্রী

হোটেল ব্যবসার পাশাপাশি যেন দুঃস্থ পরিবারগুলির রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করে। স্বামী এবং পিতার নির্দেশমতো স্ত্রী কল্পনা বিশ্বাস ও ছেলে যুবরাজ

বলে গিয়েছিলেন, আগামীতে তাঁরা রয়েছে। শর্ত একটাই সঙ্গে থাকতে রোগীর হবে, হাসপাতাল বা নার্সিংহোমের পরিষেবা ভিজিটিং কার্ড।

হোটেলের খাতাপত্র দেখতে দেখতে কল্পনাদেবী বলেন, 'আমার দই ছেলে শিক্ষকতা করেন। তাই পরিবারের সুকুমার বিশ্বাস ১ বছর তাঁদের হোটেলের ভর্মিটরিতে আমাকেই ব্যবসা সামলাতে হয়। রায়গঞ্জ মেডিকেলে পরিজনদের

আত্মীয়দের বিনামলে দিতে বলে গিয়েছিল। সেইমতো এক বছর ধরে এই পরিষেবা দিচ্ছি। আগামীতেও দেব।'

কিছুদিন আগেই খবরের কাগজের পাতায় উঠে এসেছিল আগে মৃত্যুশয্যায় স্ত্রী ও দুই ছেলেকে ১০ জন পুরুষের থাকার ব্যবস্থা স্বামী মারা যাওয়ার আগে দুঃস্থ প্রায় রাস্তায় থাকার মতো দুরবস্থার

রয়েছে আত্মীয়দের রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা। কিন্তু সবাই সেখানে থাকতে পারেন না। আর যাদের চিকিৎসার সামর্থ্যই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, তাঁরা বাড়ি বা হোটেল ভাড়া নিবে, এই কথা ভাবাই অপরাধ।

এমতাবস্তায় যাতে দালালদের খপ্পরে না পড়ে, সেই উদ্দেশ্যেই এই মহতি উদ্যোগ। প্রয়াত সুকুমারবাবুর ছেলে যুবরাজ বিশ্বাস জীনান, 'দুঃস্থ রোগীর আত্মীয়দের রাতে থাকার জন্য তৈরি হয়েছে 'আর্ত পরিজন নিবাস'।'

এই পরিষেবা পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন অনেক দুঃস্থ মানুষেরা। ইটাহারের বাসিন্দা দীপক রায়ের বক্তব্য, 'আমার স্ত্রী মেডিকেল কলেজে ভর্তি। আমাদের পক্ষে হোটেল ভাড়া নিয়ে থাকা সম্ভব নয়। তবে এখানে রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা থাকায় খুব সুবিধা হয়েছে।'





১১ নম্বর ওয়ার্ডে নেই কোনও ট্যাপকল। - সিদ্ধার্থশংকর সরকার

# পাইপ লাইন আছে. জল নেই একফোঁটাও

পুরাতন মালদা, ১২ জানুয়ারি : পুরাতন মালদা শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের সারদা রেল কলোনিতে চরমে উঠেছে পানীয় জলের সংকট। পুর কর্তৃপক্ষ পাইপলাইন বিছিয়ে দিলেও, এখনও পর্যন্ত কোনও বাড়িতেই জলের সংযোগ দেওয়া হয়নি। ফলে এলাকার শতাধিক পরিবার এখনও পরিশুদ্ধ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত।

স্থানীয় বাসিন্দা রূপা দাস জানান, 'লোকসভা নির্বাচনের আগে জলের পাইপলাইন বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভোটের পর থেকে কোনও উন্নতি হয়নি। আমরা আদৌ জল পাব কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছি।' একই প্রতিক্রিয়া টুম্পা দাসের। তাঁর বক্তব্য, 'বাড়ির দরজায় পাইপলাইন আছে অথচ জল পাচ্ছি না। এটা বোধহয় কোথাও হয় না।

আমরা চাই প্রশাসন এর সুরাহা করুক। পুর কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি বলে অভিযো। এমতাবস্থায় বাসিন্দারা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ওই সমস্যার দ্রুত সমাধান চাইছেন। স্থানীয় কাউন্সিলার অসীম ঘোষ বলেন, 'আমরা দ্রুত পানীয় জল পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। পুরসভায় বোর্ড মিটিং-এ বিষয়টি উত্থাপন করে সমস্যার সমাধান করব।'

# সাবিবরের ব্যান্ডে ঐক্যের সুর জুনা আখড়ায় বাদ মহান্ত

পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগর মেলার উত্তরপ্রদেশের জমতে শুরু করেছে। ১৩ জানুয়ারি থেকে অগণিত সাধারণ মানুষ। রবিবার থেকেই তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই কোলাহলের মধ্যেই মাওলানা

বজায় থাকবে।' গত সপ্তাহ থেকে ধর্মীয় নেতাদের বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে বিতর্কের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে। সেই ত্রিবেণি সঙ্গমে স্নান করবেন সাধুসন্ত সব তকাতির্কি থেকে বহু যোজন দূরে সুর তুলছে ব্যান্ড-সাব্বির। অল ইন্ডিয়া মুসলিম জামাতের সভাপতি শাহাবুদ্দিন শোনা যাচ্ছে ব্যান্ডের সুর। যা গোটা বেরেলভি দাবি করেছেন, ওয়াকফ

### আজ থেকে মহাকুম্ভ

তলেছে। মেলায় মুসলিম ব্যবসায়ীদের জমির ওপর কুম্ভমেলার আয়োজন প্রবেশ নিয়ে দু-তরফের ধর্মীয় নেতারা যখন একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য স্বামী নরেন্দ্রনাথ সরস্বতীর পালটা করছেন, সেই সময় সঙ্গম তীরের সওয়াল, 'যদি সনাতন হিন্দুদের ব্যান্ডটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মক্কায় প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

পারফর্ম করা ব্যান্ডের ব্যাভ মাস্টার অনুমতি দেওয়া হবে?' মহম্মদ সাব্বিরের কথায়, 'সংগীত

হয় তাহলে কেন ওইসব লোকদের সরস্বতী দুয়ার এবং নীলকণ্ঠ দুয়ার। ৪০ বছর ধরে কুম্ভমেলায় (মুসলিম ব্যবসায়ী) মেলায় প্রবেশের

চলতেই থাকবে। কিন্তু এর সঙ্গে বলেন, 'এখানে (কুন্তু) কোনও হাজার এলইডি লাইট এবং ২,০১৬টি দোকান তৈরি করা হয়েছে।

যোগী-বার্তার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তাঁর কথার রেশ ধরে সাব্বিরের ব্যান্ডের দিকে ইঙ্গিত করেছেন অখিল ভারতীয় আখডা পরিষদের প্রধান মহন্ত রবীন্দ্র পুরী। তাঁর কথায়, 'যদি আপনারা এখানে কাজ করা শ্রমিকদের দিকে তাকান, যাঁরা আমাদের আশ্রম তৈরিতে সাহায্য করেছেন, আমাদের আখড়ায় কাজ করছেন তাঁদের বেশিরভাগই অ-হিন্দু। আমাদের ব্যাভগুলির কথাই ধরুন। ওদের অনেকেই মুসলিম।'

যুক্তি-তর্কের মাঝে নিজের গতিতে চলছে শতাব্দী প্রাচীন মহাকুম্ভ। দর্শনার্থীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এবার ব্যাপক প্রস্তুতি প্রাঙ্গণে চারটি দরজা তৈরির জন্য খরচ করা হয়েছে সাড়ে ১৪ কোটি টাকা। এগুলি হল গঙ্গা দুয়ার, যমুনা দুয়ার, এগুলি ত্রিবেণি সঙ্গম থেকে প্রায় ১৫-২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ৪ হাজার হেক্টরের বেশি এলাকায় একটি সাগরের মতো। এর কোনও কুম্ভের প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রাখার ছড়িয়ে থাকা কুম্ভমেলাকে আলোকিত শেষ নেই। হিন্দু-মুসলিম বিতর্ক পিন্ধেই সওয়াল করেছেন। তিনি করতে ২ হাজার বৈদ্যুতিন খুঁটি, ৭০



প্রয়াগরাজে ভিড় জমিয়েছেন সাধুসন্ত এবং দূরদূরান্ত থেকে আগত পুণ্যার্থীরা। রবিবার। আগ্রা, ১২ জানুয়ারি : মহান্ত নাবালিকাকে দান করেছিল তার

সৌর হাইব্রিড লাইট স্থাপন করা হয়েছে। ৪৫ দিন ধরে চলা অনুষ্ঠানে বিদ্যতের খরচ ধরা হয়েছে ৩০ কোটি টাকা। উত্তরপ্রদেশ বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা সবচেয়ে বড় সংগঠন জুনা আখড়া। ১৩ বছর বয়সি একটি মেয়েকে দান মহাকুম্ভ চত্বরে দৈনিক বিদ্যুতের হিসাবে গ্রহণ করায় কৌশল গিরির চাহিদা ২ লক্ষ ইউনিট হতে পারে বলে অনুমান করছে। পুণ্যার্থীদের

ঘটনার সূত্রপাত দিনকয়েক আগে। সন্যাস গ্রহণের জন্য গিরির সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন

পরিবার। মেয়েটির নতুন নামকরণ বরখাস্ত করল দেশে হিন্দু সন্মাসীদের হয় গৌরী গিরি। দানের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই বিতর্কের ঝড় ওঠে। এরপরেই পদক্ষেপ করে বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। তাঁকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়। শুধু আখড়াই নয়,

করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কুম্ভ মেলা কর্তৃপক্ষও। মেয়েটিকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, জুনা আখড়ায় নতুন সন্যাসী বা সন্যাসিনীকে অন্তর্ভুক্ত করার যে নিয়ম রয়েছে, তা মানেননি মহন্ত কৌশল গিরি। সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে হলে সন্ন্যাসিনীর ন্যুনতম বয়স হতে হবে ২২ বছর। মেয়েটি তার চেয়ে অনেক ছোট।

### নাবালিকা দান গ্রহণ

তাকে দান হিসাবে গ্রহণ করা নিয়ে উপযুক্ত যুক্তি পেশ করতে পারেননি কৌশল গিরি।

জুনা আখড়ার অন্যতম সদস্য মহন্ত হরি গিরি বলেন, 'মহিলারা আখড়ার সদস্য হতেই পারেন। তবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে তাঁকে পরিণত হতে হবে। কোনও শিশুকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেলে আখড়া তাকে দত্তক নিতে পারে। কিন্তু ২২ বছরের কম বয়সি কাউকে সাধারণত গ্রহণ করা হয় না। যে নাবালিকাকে কৌশল গিরিকে দান করা হয়েছিল, সে একটি ব্যবসায়ী

### মহাস্নানে আজ স্টিভ-জায়া

প্রয়াগরাজ, ১২ জানুয়ারি মহাকুম্ভ উপলক্ষ্যে এদেশে এসেছেন অ্যাপল-এর সহকারী প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত স্টিভ জোবসের স্ত্রী লরেন পাওয়েল জোবস। সোমবার তিনি প্রয়াগরাজে যাচ্ছেন। বেশ কয়েকদিন মহাকুম্ভে কাটাবেন। ডুব দেবেন গঙ্গায়। মগ্ন হবেন তপস্যা, ধ্যান ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপে। শনিবার বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা জানালেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন নিরঞ্জনী আখড়া মন্দিরের কৈলাসনন্দ গিরিজি মহারাজ।

স্টিভ-জায়া লরেন কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের গর্ভগৃহের বাইরে থেকে প্রার্থনা জানিয়েছেন। মহারাজ জানিয়েছেন, হিন্দু ছাড়া কেউই শিবলিঙ্গ স্পর্শ করতে পারেন না। সেই কারণে লরেন মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকতে পারেননি। মহাকম্ভ নির্বিয়ে সম্পন্ন হোক, এই প্রার্থনা করেছেন তাঁরা। মন্দির দর্শন উপলক্ষ্যে লরেন পরেছিলেন সাবেকি ভারতীয় পোশাক। মাথা ঢেকেছিলেন সাদা ওড়নায়।

প্রয়াত ধনকুবেরের স্ত্রী হিন্দু ধর্ম ও আধ্যাত্মিক চেতনাকে বুঝতে চান। সাধ্বী হিসেবে কল্পবাসও করবেন। মহারাজ জানিয়েছেন, লরেন পাওয়েল জোবসের নতুন নামকরণ হয়েছে কমলা।

পুলিশের নজরে

ইউক্রেনীয়

প্রতারক

১২ জানুয়ারি



শৈশব যখন বিপন্ন... ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধে মা-বাবাকে হারিয়েছে দুই খুদে। কবরস্থানের মাঝেই ছোট্ট ভাইকে খাবার তুলে দিচ্ছে দিদি।

### নেই প্রধানমন্ত্রিত্বের দৌড়ে

## রাজনীতি ছাড়ছেন অনীতা আনন্দ

আইনের অধ্যাপক ছিলেন অনীতা।

পুরোনো পেশায় ফিরে যাওয়ার

কথা জানিয়েছেন তিনি। গত

সপ্তাহে জাস্টিন ট্রুডো প্রধানমন্ত্রী

পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর

কানাডার পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে

অনীতার নাম সামনে এসেছিল।

আচমকা তাঁর রাজনীতি ছাডার

সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা

হচ্ছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, ২-৩

মাসের মধ্যে কানাডায় পালামেন্ট

ভোটের সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে

আইনশৃঙ্খলা, বিদেশনীতি, আর্থিক

পরিস্থিতি নিয়ে ট্রুডো সরকারের

বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ তুঙ্গে

উঠেছে। আগামী ভোটে লিবারাল

পার্টির ক্ষমতায় ফেরা কার্যত অসম্ভব

বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি

একজন ভারতীয় বংশোদ্ভতকে

প্রার্থী করায় খালিস্তানপন্থী ভৌটও

ট্রডোর হাতছাডা হতে পারে। এই

পরিস্থিতিতে অনীতার প্রধানমন্ত্রী

হওয়ার দৌড় থেকে সরে যাওয়া

অপ্রত্যাশিত নয় বলেই অনেকে মনে

করছেন। ট্রডোর উত্তরসূরি না হতে

তাঁর ওপর চাপ সষ্টি করা হয়েছে কি

জাস্টিন ট্রডোর উত্তরসূরি হওয়া দূরস্ত, রাজনীতি থেকেই সন্মাস নিতে চলেছেন কানাডার ভারতীয় বংশোদ্ভত পরিবহণমন্ত্রী অনীতা আনন্দ। আসন্ন পালামেন্ট নিবাচনে প্রার্থী না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। শনিবার সমাজমাধ্যমে একটি বিবৃতি পোস্ট করেন অনীতা।সেখানে তাঁকৈ মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দেওয়ার জন্য বিদায়ি প্রধানমন্ত্রী টডোকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি নিজের ভবিষ্যৎ

পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন। পোস্টে অনীতা লিখেছেন 'পালামেন্ট সদস্য হিসাবে লিবারাল পার্টিতে আমাকে স্বাগত জানানো এবং মন্ত্রীসভায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী ট্রডোকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। কানাডার হাউস অফ কমন্সে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ওকভিলের (অনীতার নির্বাচনি কেন্দ্র) জনগণের প্রতি আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।... পরবর্তী নির্বাচনের আগে পর্যন্ত আমি একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসাবে আমার দায়িত্ব

সম্মানের সঙ্গে পালন করে যাব।' রাজনীতিতে না তা নিয়েও জল্পনা চলছে।

### সঙ্গে না থাকলেও ভরণ-পোষণ পাবেন স্ত্রী

স্বামীর সঙ্গে না থেকেও ভরণ-পোষণ চাইতে পারেন। ঝাড়খণ্ডের এক দম্পতির বৈবাহিক কলহ মামলায় শুক্রবার এমন গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল সবেচ্চি আদালত। ভরণ-পোষণ পাওয়া নির্ভর করবে পরিস্থিতির ওপর। এই বিষয়ে কোনও কড়া নিয়ম থাকতে পারে না।

প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ জানিয়েছে, দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের বিষয়ে কোনও স্বামী আদালত থেকে ডিক্রি আদায় করলেও তাঁর স্ত্রী যদি সেই ডিক্রি অত্যাচারিত হয়েছেন। ৫ লক্ষ মেনে চলতে অস্বীকার করেন, শ্বশুরবাড়িতে ফিরে না যেতে চান. সেক্ষেত্রে আইনের দৃষ্টিতে তিনি তাঁর স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ প্রদান

থেকে বিরত থাকতে পারেন না। বেঞ্চ বলেছে, ভরণ-পোষণের করছে। এই মামলার রায় স্ত্রীর পক্ষে গেলেও সবক্ষেত্রে তা নাও পবিবর্তে হতে পারে। সংশ্লিষ্ট মামলার তথা ও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। স্বামীর সঙ্গে অধিকার পুনরুদ্ধারে ডিক্রি আদায় বাতিল করে দেয় হাইকোর্ট।

ভরণ-পোষণের অধিকার হারাবেন. এটা ঠিক নয়।

মামলাটি ঝাড়খণ্ডের এক দম্পতিকে নিয়ে। ২০১৪ সালে তাঁদের বিয়ে হয়। ২০১৫ সালে স্ত্রী শৃশুরবাড়ি ছাড়েন। স্বামী পারিবারিক আদালতে দাম্পত্য প্রবায় অধিকারের আবেদন করলে স্ত্রী জানান, তিনি শ্বশুরবাড়িতে শারীরিক ও মানসিকভাবে

### সুপ্রিম কোর্ট

টাকা যৌতুক চাওয়া হয়েছে। তাঁর গর্ভপাতের সময় স্বামী তাঁকে দেখতে পর্যন্ত আসেননি। তাঁকে শৌচালয়, গ্যাস ওভেন ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। এদিকে, স্বামী তাঁর সঙ্গে থাকতে চান বিষয়টি পরিস্থিতির ওপর নির্ভর বলে পারিবারিক আদালত ডিক্রি জারি করেছিল। স্ত্রী তা মানেননি। তিনি পারিবারিক আদালতে ভরণ-পোষণের আবেদন করেন। পারিবারিক আদালত ১০ হাজাব টাকা ভবণ-পোষণেব নির্দেশ থাকতে অস্বীকার করার জন্য স্ত্রীর দিলে স্বামী হাইকোর্টে যান। স্ত্রী বৈধ ও পর্যাপ্ত কারণ আছে কি না, একসঙ্গে থাকার ডিক্রি মানেননি তা দেখতে হবে। স্বামী দাম্পত্য বলে পারিবারিক আদালতের নির্দেশ

# ট্রাম্পের শপথে চ্ছেন জয়শংকর

আমেরিকার ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০ জানুয়ারি শপথ। ভারত সরকারের তরফে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। ট্রাম্পের শপথ গ্রহণের পর মার্কিন সরকারের সঙ্গে জয়শংকরের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হতে পারে।

রবিবার বিদেশমন্ত্রক হ্যান্ডেলে জয়শংকরের আমেরিকা সফর নিশ্চিত করে জানিয়েছে, এই সফরে জয়শংকর মার্কিন প্রশাসনের নবনিযুক্ত প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করবেন। জয়শংকরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ট্রাম্প-ভান্স উদ্বোধনী বিদেশমন্ত্রকের দাবি,

সম্পর্ক মজবুত করার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক ও আন্তজাতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্র



শপথ অনুষ্ঠান হবে মার্কিন সময় অনুযায়ী দুপুর ১২টায়। অনুষ্ঠান হবে ওয়াশিংটন ডিসির নিউ ক্যাপিটলের না। জানা গিয়েছে, তাঁর পরিবর্তে ওয়েস্ট ফ্রন্টে। শপথ নেওয়ার এক উচ্চপর্যায়ের দূত যাবেন।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তারপর মার্কিন রীতি অনুযায়ী কিছু প্রশাসনিক নির্দেশে সই করবেন তিনি। হবে কুচকাওয়াজ ও মধ্যাহ্নভোজ।

থাকবেন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট জেভিয়ার মিলেই, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মিলোনি জাপানের বিদেশমন্ত্রী তাকেশি ইওয়ায়া প্রমুখ। আমন্ত্রিত হয়েছেন ব্রাজিলের প্রাক্তন বোলসোনারো। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ট্রাম্প। জিনপিং যাবেন

যৎসামান্য বিনিয়োগ। বিপুল রিটার্ন। এই প্রলোভন দেখিয়ে প্রায় ১.২৫ লক্ষ বিনিয়োগকারীর সঙ্গে প্রতারণা করে টোরেস জুয়েলার্স নামে একটি সংস্থা। ২২ কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগের তদন্তে নেমে মুম্বই পুলিশের ইকনমিক অফেন্সেস উইং দুজন ইউক্রেনীয় নাগরিকের হদিস পেয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা। তাঁদের নাম আর্টেম এবং ওলেনা স্টোইন। ওই দুজনই এই আর্থিক প্রতারণা চক্রের মূল কুচক্রী বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে শীঘ্রই একটি লুকআউট সার্কলার জারি করা হবে। সোনা, রুপো, বিভিন্ন দামী পাথরে লগ্নি করলে বিপুল রিটার্নের প্রলোভন দেখানো হয়েছিল সাধারণ মানুষকে। লাকি ড্র পুরস্থার হিসেবে ১৪টি বিলাসবহুল গাড়িও দেওয়া হয়েছিল বিনিয়োগকারীকে। প্রতারণা, অপরাধমূলুক ষড়যন্ত্র এবং অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে পুলিশ একটি অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেছে।

### বিবেকানন্দকে জন্মদিনে শ্রদ্ধা

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি

বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নবেন্দ্র মোদি। হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ তরুণদের চিরন্তন অনুপ্রেরণা। তরুণদের কাছে তিনি এক চিরকালীন আদর্শ। তাঁদের মনে এগিয়ে চলার ইচ্ছা জাগান স্বামীজি। তিনি যে শক্তিশালী এবং উন্নত ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন আমরা সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ।' ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটের পর বিবেকানন্দ রকে গিয়ে ধ্যান করেছিলেন মোদি। সেই ছবিও এদিন এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট কবেন তিনি। সামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন. 'স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সার্বিক চিন্তা দিয়ে বিশ্বকে মানবতার সেরা পথ দেখিয়েছিলেন। আন্তজাতিকভাবে ভারতীয় দর্শন এবং সকল ধর্মের মধ্যে সমতার ধারণা শক্তিশালী করেছিলেন এবং ভারতের মাথা উঁচু করেছিলেন।' তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বন্দ্যোপাধ্যায় এক্সে লিখেছেন, 'ঐক্য, সম্প্রীতি ও শক্তির বুনিয়াদে ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বামীজি। তাঁর জন্মদিনে শপথ নিলাম, এই দর্শনকে এগিয়ে নিয়ে যাব।' উত্তর কলকাতার সিমলায় স্বামীজির পৈতৃক ভিটেয় গিয়ে বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানান অভিষেক।

### লস অ্যাঞ্জেলেসে

### মৃত বেড়ে ১৬

অ্যাঞ্জেলেস, জানুয়ারি : আমেরিকার লস আসার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কয়েকদিনের অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে হাজার হাজার হেক্টর বনভূমি। আগ্নদক্ষ অগাণত বাডিঘর। লক্ষাধিক মান্যকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারপরেও এড়ানো যাচ্ছে না প্রাণহানি। রবিবার পর্যন্ত দাবানলের কবলে পড়ে ১৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। পরিস্থিতি জটিল হয়েছে সৈকত শহর মালিবুতে। পর্যটকদের এই জনপ্রিয় গন্তব্যের এক-তৃতীয়াংশের বেশি পুড়ে গিয়েছে।

লস অ্যাঞ্জেলেস সার্ভিসের এক মুখপাত্র কয়েকটি জানিয়েছেন, বেশ দাবানলে পুড়ছে গোটা রাজ্য। সবচেয়ে ভয়াবহ প্যালেসেইডস দাবানল। এরপর রয়েছে পাসাডেনার কাছে ইটন দাবানল। এই দাবানলের কবলে পড়ে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি ঘটেছে। পাসাডেনায় কমপক্ষে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত শতাধিক। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের চারপাশে ৪টি দাবানল সক্রিয় রয়েছে। মালিবতে লাগা দাবানলের সংখ্যা ৩। বাতাসের গতিবেগ তীব্রতর হওয়ায় দাবানলগুলির তীব্রতা আরও বেড়েছে। আগামী কয়েকদিনে অবস্থা জটিল হওয়ার আশঙ্কা করছেন ওই মুখপাত্র।

## ডোনাল্ডের সাক্ষাৎ চান গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী

**ওয়াশিংটন, ১২ জানুয়ারি** : চিন প্রভাব বিস্তার করতে চায়। ডেনমার্কের আধা-স্বশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ড দখল করতে সামরিক শক্তি প্রয়োগের হুঁশিয়ারি কয়েকদিন আগেই দিয়েছেন ভাবী মার্কিন মুখে পড়ে গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড টাম্প। টাম্পকে সতর্ক করে দিয়েছে ইউরোপীয় বিষয়টি ফের তুলে ধরলেন। তিনি ইউনিয়নের দই সদস্য জামানি ও ফ্রান্স। এই পরিস্থিতিতে

ডেনমার্ক বা মার্কিন অধীনে বিরোধিতা থাকার গ্রিনল্যান্ডের করে প্রধানমন্ত্রী মিউট এগেডে তিনি জানিয়েছেন,

গ্রিনল্যান্ডের স্বাধীনতার পক্ষে। গ্রিনল্যান্ডকে তাদের সম্প্রসারিত ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করতে চান। তেল, গ্যাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর গ্রিনল্যান্ড সুমেরু অঞ্চলে অবস্থিত। তার ভূ-কৌশলগত অবস্থানের কারণে বহু করে মার্কিন যক্তরাষ্ট্র। ১৯৫১

বলেছেন, 'আমরা ডেনস(ড্যানিশ)

বা আমেরিকান(মার্কিন) হতে চাই না। আমুবা হতে চাই গ্রিনল্যান্ডিক। গ্রিনল্যান্ড আমেরিকা মহাদেশের কারণে আমেরিকানরা

অংশ বলে মনে করে। গ্রিনল্যান্ড ডেনমার্কের আধা স্বশাসিত অঞ্চল হলেও দ্বীপের প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন দেশের লোলুপ দৃষ্টি রয়েছে বিশ্বের সালের চুক্তি অনুযায়ী এখানে

কৌশলগত অবস্থান ও আর্থিক

সমৃদ্ধির জন্য গ্রিনল্যান্ডকে কবজা

করতে চায় আমেরিকা। এই চাপের

আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা পাওয়ার

### বেকার তরুণদের ভাতা দেবে কংগ্ৰেস

বৃহত্তম দ্বীপটির প্রতি। রাশিয়া, আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি আছে।

नग्रामिल्लि, ১২ জानुगाति দৈরথ ক্রমশ চড়ছে। কিন্তু তৃতীয় শক্তি হিসেবে কংগ্রেসও যে পিছিয়ে থাকতে রাজি নয় সেটা তাদের একের পর এক ঘোষণায় স্পষ্ট।

পাইলট, দিল্লি প্রদেশ সভাপতি পাইলট বলেন, '৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লির মানুষ একটি নতুন সরকার নিব্রচন করতে চলেছেন। আজ আমাদের দল ঠিক করেছে, দিল্লির যে সমস্ত তরুণ শিক্ষিত কিন্তু বেকার তাঁদের এক বছরের জন্য প্রতিমাসে ৮৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। এটা শুধু আর্থিক সহায়তা নয়। তরুণরা যাতে শিল্পসংস্থায় চাকরি পান তার জন্য আমরা তাঁদের প্রশিক্ষণও দেব।' পাইলটের কথায়, আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী। দিল্লির তরুণরা কম্টে রয়েছেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার তাঁদের কষ্ট বঝতে নারাজ। কংগ্রেস সরকারের জন্য দিল্লির পরিকাঠামো বিকাশ হয়েছে। গত কয়েক বছরে আমরা শুধু অভিযোগের পালা দেখেছি। দিল্লিকে

### স্পেস ডকিংয়ের পথে ইসরে

বেঙ্গালুরু, ১২ জানুয়ারি

মহাকাশ গবেষণায় নতুন সাফল্যের দোরগোডায় ইসরো। দিন কয়েক আগে মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার রকেট। এই স্পেডেক্স মিশনের মাধ্যমে পৃথিবীর কক্ষপথে ২টি মহাকাশযানকে যুক্ত এবং বিচ্ছিন্ন করার প্রযুক্তির কার্যকারিতা খতিয়ে দেখছে ইসরো। রবিবার জানিয়েছে, কক্ষপথে পৌঁছে গিয়েছে ভারতের পিএসএলভি সি৬০ রকেট। সেটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাত্র ৩ মিটার দরতে অবস্থান করেছে চেজার ও টার্গেট যান দুটি। সেগুলিকে যুক্ত করার প্রক্রিয়া নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করার ব্যাপারে আশাবাদী ইসরো।

# আপের গান্ধিগিরিতে নতিস্বীকার বিধুরির

অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং আপের গান্ধিগিবিব চোটে ল্যাজেগোবরে অবস্থা হল বিজেপির জানিয়ে দিয়েছেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রী বিতর্কিত নেতা তথা কালকাজি বিধানসভা আসনের প্রার্থী রমেশ তিনি বলেছেন, 'আমি মানুষের প্রতি আমার ওপর আস্থা রেখেছে। গত ঘোষণা হলেই আমি গণতন্ত্রকে বিধুরির। কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশী সম্পর্কে ককথা বলে ভোটের আগেই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়েছিলেন তিনি। যেহেতু বিধুরিকে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রার্থী করা হয়েছে এবং বিজেপির তরফে এখনও পর্যন্ত মুখ হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি, তাই আপের তরফে লাগাতার প্রচার শুরু হয়, বিতর্কিত একাংশের চাপেই নতিস্বীকার করতে মানুষের নেতাকেই এবার মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী

করছে পদ্মশিবির।

রবিবার কার্যত হার মেনে নিয়েছেন রীতিমতো বিধুরি। এক বিবৃতিতে তিনি সাফ পদপ্রার্থী হওয়ার দৌড়ে নৈই।' দাবিদার নই। আমার দল বারবার করতে চলেছে বিজেপি। ওঁর নাম যতটা, ততটাই আমাদের

দলের প্রতি অনুগত। আমাকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হবে বলে যে

ভিত্তিহীন। আমি আপনাদের সেবক হিসেবে অক্লান্তভাবে কাজ করে যেতে চাই।' রাজনৈতিক মহলের মতে, আপ তো বটেই, বিজেপির বাধ্য হয়েছেন বিধুরি। যদি তিনি না আপনাদের এবং দেশের জন্য আরও করতেন, তাহলে আপের প্রচারের অনেক কিছু করতে চাই।'

বলেন, আমার বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর প্রচার চালাচ্ছেন। আমি কোনও পদের জন্য

করেছে, তিনবার বিধায়ক করেছে।

আপনাদের দরজায় চতুর্থবারের

জন্য ভোট চাওয়ার সুযোগ দিয়েছে।

সেবায়

আপনাদের

আশীর্বাদে

আমি

নিয়োজিত।

শা–কে চ্যালেঞ্জ কেজারর

'অরবিন্দ কেজরিওয়াল করেছিলেন, 'একটি নির্ভরযোগ্য সত্রেব মাধ্যমে আমি জানতে পেবেছি বিধুরিকে নিজেদের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী

মজবুত করার মুখ্যমন্ত্ৰী পদপ্রার্থীর

ওই কথা শুনে খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত করছি।' কেজরির শা তোপ দেগেছিলেন, 'কেজরিওয়াল কি এবার বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নামও ঘোষণা কর্বেন। বিধরি বিতর্কের মধ্যেই রবিবার

শা'কে চ্যালেঞ্জ করেন কেজরি। তিনি বলেন, 'দিল্লির ঝুপড়িবাসীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আদালতে আপনারা যত মামলা করেছেন সেগুলি যদি প্রত্যাহার করে নেন. যে সমস্ত জমি থেকে তাঁদের উচ্ছেদ করেছেন সেখানেই যদি আবার তাঁদের বাড়ি তৈবি কবে দেবেন বলে হলফনামা দেন তাহলে আমি নিবচিনে লডব কথাবার্তা চলছে, তা পুরোপুরি ২৫ বছরে আমাকে দল দুবার সাংসদ প্রকাশ্যে বিতর্কে নামতে চাই।' তাঁর না। আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ আক্রমণের জবাবে বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি বলেন, 'দুজন আপ বিধায়ক মহিন্দর গোয়েল এবং জয় ভগবান উপকার বাংলাদেশি দিল্লির ঝুপড়িবাসীদের মন জেতার অনুপ্রবেশকারীদের জন্য ভূয়ো জন্য শা<sup>2</sup>কে নিশানা করেন আপ আধার কার্ড তৈরির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

### মহিলাদের জন্য ২৫০০ টাকা করে দেবেন্দর যাদব প্রমুখ যুব উড়ান মাসিক ভাতা এবং ২৫ লক্ষ টাকা যোজনার ঘোষণা করেন। শচীন পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিমার পর এবার দিল্লির তরুণ ভোটারদের কাছে টানতে উদ্যোগী হল কংগ্রেস। রবিবার যব দিবসে দিল্লির বেকার তরুণ. তরুণীদের জন্য প্রতিমাসে ৮৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করল হাত শিবির। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে যুব উড়ান যোজনা। মাসিক বেকার ভাতার পাশাপাশি একবছরের শিক্ষানবিশি করার সুযোগও থাকছে এই প্রকল্পে। দিল্লিতে ৫ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা ভোট। সেদিকে লক্ষ্য রেখে আপ এবং বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক

রবিবার কংগ্রেস নেতা শচীন অবহেলা করা হয়েছে।'





# নতুন অধিনায়ক খুঁজে নাও, বললেন রো

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : ছিল রুমাল। হল

বিড়াল ! দল নির্বাচনি বৈঠক। পরিস্থিতির দাবি মেনে দল নির্বাচনের পাশে সেই বৈঠকই হয়ে দাঁডাল অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ব্যর্থতার ময়নাতদন্তের আসর। যার ফলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের দল ঘোষণা হতে দেরি হল। সঙ্গে আগামীর ভারতীয় ক্রিকেট নিয়েও জল্পনা ও সংশয় বাডল

অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিরা আর কতদিন খেলা চালিয়ে যাবেন? স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে সিডনি টেস্টের আগেই ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন রোহিত। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত বদল করেন তিনি। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সফরের ব্যর্থতার পর হিটম্যান আর বেশিদিন টিম ইন্ডিয়ার হয়ে খেলবেন না, সেটা স্পষ্ট। রোহিতের ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, হয়তো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরই টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন তিনি। জাতীয় নির্বাচক কমিটির সদস্য, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব দেবজিৎ শইকিয়া ও সভাপতি রজার বিনির সঙ্গে মুম্বইয়ের এক পাঁচতারা হোটেলে গতকালের বৈঠিকে রোহিত জানিয়েছেন, আর কয়েক মাসের মধ্যে তিনি দায়িত্ব ছাড়বেন। বোর্ডকে নতুন অধিনায়ক খোঁজার কথাও বলেছেন। বৈঠকে হাজির থাকা

লেখার শর্তে আজ উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন. 'রোহিত বলেছে, ও আরও কয়েক মাস রয়েছে জাতীয় দলে। তারপর অবসর নেবে। সময়টা সম্পূর্ণভাবে ওর উপর নির্ভর করছে। একইসঙ্গে ও জাতীয় দলের নতুন অধিনায়ক খুঁজে নেওয়ার কথাও বলেছে আমাদের।'

কোচ গৌতম গম্ভীরের উপস্থিতিতে যেভাবে রোহিত তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন, তা নিয়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে। সঙ্গে এসেছে



রোহিত বলেছে, ও আরও কয়েক মাস রয়েছে জাতীয় দলে। তারপর অবসর নেবে। সময়টা সম্পূর্ণভাবে ওর উপর নির্ভর করছে। একইসঙ্গে ও জাতীয় দলের নতুন অধিনায়ক খুঁজে নেওয়ার কথাও বলেছে আমাদের।

### জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রতিনিধি

আরও একটি প্রশ্ন, রোহিত আরও কয়েক মাস থাকলে বিরাট কতদিন থাকবেন? কোহলি গতকালের বৈঠকে ছিলেন না। তিনি এখনও বিসিসিআই-কে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট করেননি। তবে সূত্রের খবর, কোহলি এখনই অবসরের কথা ভাবছেন না। বোর্ডের এক কর্তার কথায়, 'অন্তত এক সন্ধিক্ষণে ভারতীয় ক্রিকেট। গম্ভীর জাতীয় নির্বাচক কমিটির এক প্রতিনিধি নাম না কোচ হওয়ার পর থেকেই দলের সিনিয়ারদের

সঙ্গে ওর এমন দূরত্ব তৈরি হয়েছে. যা কোনও দিনও মেটার নয়। ফল ভুগতে হচ্ছে দলকে।'

রোহিত সরলে টিম ইন্ডিয়ার পরবর্তী অধিনায়ক কে হতে পারেন? কুড়ির ক্রিকেটে সূর্যকুমার যাদবকে নিয়ে কোনও সংশয় নেই। কিন্তু টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেটে রোহিতের উত্তরসূরি হিসেবে সবচেয়ে জোরদার নাম জসপ্রীত বুমরাহ।দলের অন্দরে তাঁর জনপ্রিয়তার কথাও স্বার জানা। কিন্তু চোটপ্রবণ বুমরাহকে অধিনায়ক করা নিয়ে বোর্ড ও জাতীয় নির্বাচকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। গতকালের বৈঠকে বিসিসিআইয়ের নতুন সচিব দেবজিৎ শইকিয়া চমকপ্রদভাবে বর্তমান অধিনায়ক রোহিতকেই তাঁর উত্তরসূরি বেছে দেওয়ার অনুরোধ করেছেন বলে খবর। জবাবে হিটম্যান কী বলেছেন, স্পষ্ট নয়। এদিকে, বোর্ডের তরফে রোহিত-বিরাটদের ঘরোয়া রনজি ট্রফি খেলার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে গতকালের বৈঠকে। বিরাট-রোহিতরা ২৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা রনজির দ্বিতীয় পর্বে নিজেদের রাজ্যের হয়ে খেলবেন কিনা সেটাই এখন দেখার। ২০১২ সালের পর বিরাট ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেননি। রোহিত শেষবার ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছেন ২০১৫ সালে।

বাস্তবে রোহিত-বিরাটদের ভাবনা যাই হোক না কেন, সময়ের সঙ্গে বদলে চলা ভারতীয় ক্রিকেটে নিশ্চিতভাবেই বড় পরিবর্তন আসন্ন। সেই বদল ভারতীয় ক্রিকেটকে কোন পথে নিয়ে যায়, সেই যাত্রাপথে কোচ গম্ভীরের ভূমিকা কী হয়, সেটাই এখন দেখার।

মুম্বইয়ের এক পাঁচতারা হোটেলে শনিবার জাতীয় নিবর্চিক কমিটির সদস্য, বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া ও সভাপতি রজার বিনির সঙ্গে বৈঠকে বসেন রোহিত শর্মা।

অবসরের সময়টা রোহিত শর্মা নিজেই বাছবেন।

বিরাট কোহলি এখনই অবসরের কথা ভাবছেন না।

গৌতম গম্ভীর কোচ হওয়ার পর থেকেই দলের সিনিয়ারদের সঙ্গে ওর এমন দূরত্ব তৈরি হয়েছে, যা কোনওদিনও মেটার নয়।

বৈঠকে বোর্ডের তরফে রোহিত-বিরাটদের ঘরোয়া রনজি ট্রফি খেলার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

# ফুলেছে পিঠ, সংশয়

১২ জানুয়ারি : কারও মতে ধাকা। কেউ আবার বলছেন, সঠিকভাবে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট সামলাতে না পারার ফল। আবার অনেকের মতে, দলের অতিরিক্ত নির্ভরতার পরিণাম

বাস্তব যাই হোক না কেন, বুমরাহর ক্রিকেট জসপ্রীত কেরিয়ারের আকাশে কালো মেঘ। সিডনি টেস্টের তিন নম্বর দিনে পিঠের পেশিতে চোট পেয়েছিলেন তিনি। ভারতীয় সাজঘরে থাকলেও নামা হয়নি বুমুরাহর। মাঠে অস্ট্রেলিয়াও অনায়াসে সিডনি টেস্ট ও বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি জিতে নিয়েছিল। সার ডন ব্রাডিমাানের দেশে টিম ইন্ডিয়ার সিরিজ হার যদি ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য ধাক্কা হয়ে থাকে, তাহলে সামনে রয়েছে আরও বড় ধাকা।

অস্টেলিয়া সিরিজে পাওয়া পিঠের চোট (ব্যাক স্প্যাজম) বুমরাহর ক্রিকেট কেরিয়ারে তৈরি করেছে চরম অনিশ্চয়তা। টিম ইন্ডিয়া ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের তরফে বুমরাহর চোট নিয়ে সরকারিভাবে কোনও মন্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি। কিন্তু ভারতীয় অস্ট্রেলিয়া সফরে পাঁচ টেস্টে

ক্রিকেটের অন্দরের খবর, বুমরাহর ৩২ উইকেট পাওয়া বুমরাহকে পিঠের চোট গুরুতর। অন্তত দেড় ঘরের মাঠে ইংল্যান্ড সিরিজে তো থেকে দুই মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে। তিনি কবে ফিট হয়ে ক্রিকেট মাঠে ফিরতে পারবেন, স্পষ্ট নয়। জানা গিয়েছে, বুমরাহর পিঠের একটা অংশ ফুলে

বুমরাহর চোট গুরুতর। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার সম্ভাবনা বেশ কম। ও ঠিক কবে পুরো ফিট হয়ে মাঠে ফিরতে পারবে, এখনই বলা কঠিন।

বিসিসিআই কর্তা

রয়েছে। কিন্তু কেন, স্পষ্ট নয়। বিসিসিআইয়ের তরফে জাতীয় বমরাহকে বেঙ্গালরুর ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। আগামীকাল বেঙ্গালুরুর এনসিএ-তে বুমরাহর হাজির হওয়ার কথা। সেখানকার ফিজিওরা চিকিৎসক, বমরাহর পিঠের চোট নতুনভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। কিন্তু তার আগে

নয়ই, ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এমনকি আইপিএলেও অনিশ্চিত বুমরাহ। মুম্বই থেকে বোর্ডের এক প্রতিনিধি আজ দুপুরে বিশেষ সাধারণ সভার মাঝে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে জানিয়েছেন, 'বুমরাহর চোট গুরুতর। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার সম্ভাবনা বেশ কম। ও ঠিক কবে পুরো ফিট হয়ে মাঠে ফিরতে পারবে, এখনই বলা কঠিন।'

বুমরাহর পিঠের চোটকে কেন্দ্র করে বোর্ডের অন্দরেও পরস্পরবিরোধী মন্তব্য রয়েছে। অতীতে পিঠের যে অংশে চোট পেয়েছিলেন বুমরাহ, ঠিক একই জায়গায় ফের সমস্যা তৈরি হয়েছে। অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন কি না, জানা যায়নি এখনও। কিন্তু পরিস্থিতি অস্ত্রোপচার পর্যন্ত গডালে বমরাহ শুধু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বা আইপিএলই নয়, জুন মাসের ইংল্যান্ড সফরেও অনিশ্চিত। সার ডনের দেশে ১৫১.২ ওভার বল করার মাশুল যে ব্যবাহকে এভাবে মেটাতে হবে. কে আর জানত।





বিসিসিআইয়ের এসজিএমে চলেছেন দেবজিৎ সইকিয়া ও জয় শা।

মম্বই. ১২ জানয়ারি : ২০২৫ আইপিএল শুরু হচ্ছে ২১ মার্চ

ইডেন গার্ডেন্সে অনষ্ঠিত উদ্বোধনী ম্যাচে অভিযান শুরু করবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বিশেষ সাধারণ সভায় মেগা লিগের দিনক্ষণ নিয়ে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ম্যারাথন লিগের টক্কর শেষে খেতাবি যদ্ধ ২৫ মে। ফাইনাল ও দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ম্যাচও হবে ইডেনে। প্রথম কোয়ালিফায়ার ও এলিমিনেটর হবে গতবারের রানার্স সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হোম গ্রাউন্ড রাজীব গান্ধি ইন্টাবন্যাশনাল সৌডিয়ামে।

প্রাথমিকভাবে ১৪ মার্চ লিগ শুরুর ইঙ্গিত দিয়েছিল বোর্ড। কিন্তু এদিনের বিশেষ সাধারণ সভায় এক সপ্তাহ পিছিয়ে ২১ মার্চ করা হয়। বোর্ডের বার্ষিক সভা শেষে সাংবাদিকদেব একথা জানিয়েছেন বিসিসিআই সহ সভাপতি বাজীব শুকা।

মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় এদিন সরকারিভাবে সচিবপদে জয় শা-র স্থলাভিষিক্ত হলেন অসমের দেবজিৎ সইকিয়া। কোষাধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব নিলেন ছত্তিশগড়ের প্রভতেজ সিং ভাটিয়া। দুইজনই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিবাচিত হন। ১ ডিসেম্বর জয় আইসিসি-র

দায়িত্ব নেওয়ার পর অন্তর্বর্তীকালীন সচিব হিসেবে দায়িত্ব নেন দেবজিৎ। সচিব পদের নির্বাচনে একমাত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেন। আজ সরকারি সিলমোহর। অপরদিকে

### অসমের দেবজিৎ

জয় শা–র শূন্যস্থানে

প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ আশিস শেলার বোর্ডের দায়িত্ব ছেড়ে মহারাষ্ট্র সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রীর দায়িতে।

রাজীব শুক্লা জানান, পরবর্তী বৈঠক বসবে ১৮-১৯ জানুয়ারি, যেখানে গুরুত্ব পাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চূড়ান্ত দল নির্বাচন প্রক্রিয়া। ১২ জানুয়ারি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণার চূড়ান্ত দিন ছিল। যদিও জসপ্রীত বুমরাহর ফিটনেস সহ একাধিক

কারণে সেই দল নির্বাচন পিছিয়ে দেয় ভারত। টিম ইন্ডিয়ার সাম্প্রতিক ব্যর্থতা নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি বলেও জানান রাজীব শুক্লা। এক প্রশ্নের জবাবে জানান, এদিনের বৈঠকে মূল অ্যাজেন্ডা ছিল দুই পদাধিকারীর নির্বাচন। পাশাপাশি এক বছরের মেয়াদে আইপিএলের নতুন কমিশনার নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বৈঠকে। এদিনের সভায় জয়কে সংবর্ধনাও দেওয়া হয় বিসিসিআইয়ের তরফে।

# ল দেবকে গুল করতে যান যোগরাজ

### ভোল বদলে মাহির প্রশংসায় যুবির বাবা

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : ছিলেন হরিহর আত্মা। ঘনিষ্ঠ বন্ধু। হরিয়ানা ক্রিকেট থেকে দজনেই পা রাখেন ভারতীয় দলেও। একজন কপিল দেব বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরার তকমা আদায় করে নিয়েছিলেন। আরেকজন যোগরাজ সিং দ্রুত হারিয়ে গিয়েছিলেন

অন্ধকারে।

নিজের যে হারিয়ে যাওয়ার পিছনে বিশ্ববিখ্যাত বন্ধুটিকেই দায়ী করেন যুবরাজের বাবা। কপিলের মাথায় গুলি করতেও নাকি ভারতের প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়কের বাড়িতে বন্দুক নিয়েও গিয়েছিলেন! কপিলের মায়ের জন্য গুলি না করে ফিরে আসেন। এক সাক্ষাৎকারে এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন খোদ যুবরাজ সিংয়ের বাবা যোগরাজ। অভিযোগ, কপিলের কারণেই ভারতীয় দল, উত্তরাঞ্চল দল থেকেও তাঁকে বাদ পড়তে হয়েছে। পিছন থেকে কলকাঠি নেড়েছেন দীর্ঘদিনের বন্ধুই। ক্ষোভ বারবার উসকে দিয়েছেন। সবকিছ ছাপিয়ে গুলি করতে যাওয়া

চাঞ্চল্যকর দাবি। যোগরাজ বলেছেন, 'কপিল হরিয়ানা, উত্তরাঞ্চলের পব ভারতের অধিনায়ক হওয়ার পর কোনও কারণ ছাড়াই আমাকে বাদ দেয়। আমার স্ত্রী (যুবরাজের মা) উত্তরটা কপিলের থেকে জানতে চেয়েছিল। ওকে বলি, কপিলকে উচিত শিক্ষা দেব। পিস্তল বের করে সোজা কপিলের সেক্টর ৯-এর বাড়িতে চলে যাই। মাকে নিয়ে বেরিয়ে আসে ও। মায়ের জন্য গুলি চালাতে পারিনি। কারণ ওর মা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা। কপিলকে তা ছেড়ে ছেলে যুবরাজকে ক্রিকেটার



কপিল দেবকে বিঁধলেও সবাইকে অবাক করে আরেক বিশ্বজয়ী অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিকে প্রশংসায় ভরালেন যুবরাজের বাবা যোগরাজ সিং।

যোগরাজ।

বিষেণ সিং বেদির বিরুদ্ধেও অভিযোগ মারাত্মক করেছেন পিতা। বলেছেন, যবরাজের 'কপিলের সঙ্গে বিষেণ সিং বেদি আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছেন। তাই কখনও বেদিকে ক্ষমা করিনি। উত্তরাঞ্চল দল থেকে কেন বাদ পড়লাম জানতে চেয়েছিলাম অন্যতম নির্বাচক রবীন্দ্র চাড্ডার কাছে। উনি বলেন, বেদির (প্রধান নির্বাচক) ধারণা আমি সুনীল গাভাসকারের ঘনিষ্ঠ। তাই বাদ। '

বেদিদের বিরুদ্ধে কপিল, বোমা ফাটালেও সবাইকে অবাক করে মহেন্দ্র সিং ধোনির প্রশংসা যুবরাজের কেরিয়ার দ্রুত খুব কম পাওয়া যায়।'

বানানোকেই ধ্যানজ্ঞান করে নেন শেষ করার পিছনে মাহিকেই দায়ী করেন বরাবর। এই নিয়ে প্রকাশ্যে 'ক্যাপ্টেন কুলের' বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন। আজ বিপরীত সুর।

যোগরাজ সিং বলেছেন, 'সতীর্থদের অত্যন্ত অনুপ্রাণিত করার দুর্দান্ত ক্ষমতা ছিল অধিনায়ক ধোনির। সবচেয়ে প্রশংসনীয় ব্যাপার হল, উইকেটটা খুব ভালো বুঝত। সেই অনুযায়ী বোলারদের গাইড করত, বলটা কোথায় রাখতে হবে, দিশা দেখাত। একইসঙ্গে সেই ভয়ডরহীন চরিত্র। অস্ট্রেলিয়া সফরের কথা মনে আছে। মিচেল জনসনের বল ওর হেলমেটের গ্রিলে জোরে আঘাত করে। কিন্তু ধোনিকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হতে দেখিনি। বলেও আসি।' এরপর ক্রিকেট শোনা গেল যোগরাজের মুখে। পরের বলেই ছক্কা। এরকম লোক

### নিউজিল্যান্ডের নেতৃত্বে স্যান্টনার

## সাকিবকে ছাডাই দল বাংলাদেশের

অকল্যান্ড ও ঢাকা, ১২ জানয়ারি : ইঙ্গিত ছিল। শেষপর্যন্ত সেটাই হল। চ্যাম্পিয়ন ট্রফির দলে ঠাঁই হল না সাকিব আল হাসানেব। বোলিং অ্যাকশন নিয়ে প্রশ্নের মুখে। দ্বিতীয় চেষ্টাতেও আইসিসি-র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। ওঠেনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বোলিংয়ের ওপর থাকা নিষেধাজ্ঞা। চলতি বছরে আর টেস্ট দিয়ে নিজেকে সঠিক প্রমাণ করার সযোগ পাচ্ছেন না সাকিব। আন্তৰ্জাতিক ক্রিকেটে শুধু ব্যাটিং করতে পারবেন। তবে বাংলাদেশের নিবাচকরা শুধুমাত্র ব্যাটার হিসেবে সাকিবকে গুরুত্ব দেননি। সাকিবের সঙ্গে দলে জায়গা পাননি তারকা ব্যাটার লিটন দাসও। পাকিস্তান সফরে টেস্ট সিরিজে সফল হয়েছিলেন লিটন। মনে করা হয়েছিল,

### CHAMPIONS TROPHY

অভিজ্ঞতা হয়তো কাজে লাগাবে বাংলাদেশ। উইকেটকিপার-ব্যাটারের দায়িত্ব সামলাবেন মুশফিকুর রহিম।

মিচেল স্যান্টনারের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা করল নিউজিল্যান্ড। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে দলে রয়েছেন কেন উইলিয়ামসন। ১৯ জানুয়ারি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে নামবে ব্ল্যাক ক্যাপসরা।আইসিসি-র সময়সীমা মেনে এদিন যে লক্ষ্যে প্রাথমিক দল ঘোষণা করল নিউজিল্যান্ড। তারকাদের ভিডে যে দলে রয়েছেন তিন তরুণ তুর্কি পেসার উইল ও'রৌরকে, বেন সিয়ার্স ও নাথান স্মিথ। ব্যাটিংয়ে ড্যারেল মিচেল, কেন উইলিয়ামসনের মতো তারকা। একঝাঁক অলরাউন্ডার নিঃসন্দেহে কিউয়ি দলের সম্পদ। ব্যটিংয়ের পাশাপাশি বোলিংয়েও ভারসাম্য, দক্ষতার ছোয়া।

নাজমূল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), সৌম্য সরকার, তানজিদ হাসান, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, জাকের আলি, তৌহিদ হৃদয়, মেহেদি হাসান মিরাজ, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ. মুস্তাফিজুর রহমান, পারভেজ হোসেন ইমন, নাসিম আহমেদ, তানজিম হাসান সাকিব ও নাহিদ রানা।

### নিউজিল্যান্ড দল

মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), ডেভন কনওয়ে, রাচিন রবীন্দ্র, কেন উইলিয়ামসন, ড্যারিল মিচেল, মার্ক চ্যাপম্যান, উইল ইয়ং, গ্লেন ফিলিপস. মাইকেল ব্রেসওয়েল, মিচেল স্যান্টনার, নাথান স্মিথ, বেন সিয়ার্স, লকি ফার্গুসন, ম্যাট হেনরি ও উইল ও'রৌরকে।

হাশমাতুল্লাহ শাহিদি (অধিনায়ক), ইব্রাহিম জাদরান, রহমানুল্লাহ জাদরান, সেদিকুল্লাহ অটল, রহমত শা, ইক্রাম আলিখিল, গুলবাদিন নাইব, আজমাতুল্লাহ ওমরজাই, মহম্মদ নবি, রশিদ খান, আল্লাহ মহম্মদ গজনফর, নর আহমদ, ফজলহক ফারুকি, ফরিদ আহমদ, নাভিদ জাদরান।

হাশমাতৃল্লাহ শাহিদির নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করেছে আফগানিস্তান। চোট সারিয়ে ফেরা ইব্রাহিম জাদরান ও পাঁচ স্পিনারকে নিয়ে শক্তিশালী দলই গডেছে তারা

### ঋষভ-বিতর্কে গম্ভীরদের পাশে

হরভজন

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি : ঋষভ পম্থের মতো ক্রিকেটার এক প্রজন্মে হাতেগোনা আসে। সেই ঋষভকে ছাড়া ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘোষিত টি২০ দল নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। সঞ্জ স্যামসন, ধ্রুব জুরেল- দলে দুইজন উইকেটকিপার-ব্যাটার। অথচ, ঋষভ নেই! কারও কারও মতে, আগ্রাসী ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালকে সাদা বলের ফর্ম্যাট থেকে দূরে রাখার সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। ইংল্যান্ড সিরিজের জন্য গতকাল ঘোষিত টি২০ দলে তারুণ্য গুরুত্ব পেয়েছে। যদিও আগামীর ভাবনায় যে দুইজনকে ব্যাটনধারী ধরা হচ্ছে সেই ঋষভ-যশস্বী গুরুত্ব পাননি!

হরভজন সিং যদিও নির্বাচকদের পাশেই দাঁড়ালেন। যুক্তি, লম্বা অস্ট্রেলিয়া সফরের পর সবে দেশে ফিরেছেন ঋষভরা। বিশ্রামটা যুক্তিসংগত। ঋষভকে বিশ্রাম দিয়ে উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে সঞ্জ-জুরেলদের সুযোগ দেওয়া সঠিক পদক্ষেপ।

হরভজন বলেছেন, 'সঞ্জ কিংবা ঋষভ, দুজনের মধ্যে একজন খেলবে। গত দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে সঞ্জ খেলেছিল। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজে ঋষভের পারফরমেন্স বেশ ভালো। তবে লম্বা অজি সফরের পর বিশ্রাম প্রয়োজন। তাই ঋষভের না থাকাটা বড় কোনও ইস্যু বলে আমি

মনে করি না।' প্রাক্তন টেস্ট ওপেনার আকাশ চোপড়ার যুক্তি যদিও আলাদা। বলেছেন, 'জুরেল রয়েছে, অথচ নেই ঋষভ! বেশ আকর্ষণীয় পদক্ষেপ। টি২০ দলের ভাবনায় নেই ঋষভ, বিষয়টি হয়তো এই রকম নয়। এখনও আমি মনে করি, ঋষভ সব ফরম্যাটেই দলের সম্পদ। আমাদের উচিত, ওর ওপর 'বিনিয়োগ' করা।'

আকাশের মতে, 'বয়স অল্প হলেও আন্তজাতিক ক্রিকেটে বেশ কয়েক বছর কাটিয়ে দিয়েছে ঋষভ। পালাবদলের পর্বে সিনিয়াররা যখন সরে যাবে, তখন ঋষভের অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচকরা যদি তা গুরুত্ব না দেয়, আখেরে ক্ষতি ভারতীয় দলেরই।'

# চ্যাম্পিয়নশিপের পরিকল্পনা সঠিক লক্ষ্যে স্থির গ্রেগরা ছিল, মত ব্রুজোঁর

### দলের পারফরমেন্সে অখুশি নন মোলিনা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

গুয়াহাটি, ১২ জানুয়ারি গুয়াহাটিতে এখন দিনেরবেলা রোদের তাপে বেশ গরম লাগে। কিন্তু সন্ধ্যার পর ফাঁকা জায়গায় যথেষ্ট কাঁপুনিও ধরে। এনএইচ ৩৭ জাতীয় সড়কের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা ইন্দিরা গান্ধি অ্যাথলেটিকা স্টেডিয়ামে শনিবার রাতে ততোধিক ঠান্ডা একটা ম্যাচের সাক্ষী থাকলেন উপস্থিত হাজার কয়েক সমর্থকের সঙ্গে টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রাখা আপামর বাঙালি।

তবু ডার্বিতে একশো শতাংশ সাফল্য। সেই রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রেখেই যে কলকাতায় ফিরতে পারছেন, তাতেই খুশি সবুজ-মেরুন শিবির। কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাও জানিয়ে দিলেন, 'তিন পয়েন্ট পাওয়ায় আমি খুবই খুশি। হ্যাঁ, প্রচুর সুযোগ আমরা নষ্ট করেছি। আরও ভালো ফল হতে পারত যদি আমরা গোলগুলো করতে পারতাম। কিন্তু তবু খুশি কারণ আমরা আমরা জিতে ফিরছি খুব তিন পয়েন্ট পেয়েছি বলে। অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ তিন পয়েন্ট। তাছাডা আমাদেরই শহরের সেরা প্রতিপক্ষের বিপক্ষে জিতেছি, ডার্বি জয়ের গুরুত্বই আলাদা। হয়তো দিনটা আমাদের সেরা দিন ছিল না কিন্তু পয়েন্ট টেবিলের জন্য, শিল্ডের কাছাকাছি যাওয়ার জন্য এই জয়টা দরকার ছিল।' শনিবারই আশ্চর্যজনকভাবে বেঙ্গালুরুতে গিয়ে সুনীল ছেত্রীদের হারিয়ে দেয় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। আর তাতেই নিকটতম প্রতিপক্ষের থেকে পরিষ্কার আট পয়েন্টে এগিয়ে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। নিজেদের ১৫ নম্বর তিনে থাকা ম্যাচ এফসি গোয়া জিতে গেলেও সেই পার্থক্য ৬ পয়েন্টের হবে। যা অনেকটাই স্বস্তি দিচ্ছে মোলিনা সহ গোটা শিবিরকে।

রাতেই টিম হোটেলে পৌঁছে সমর্থক। তাঁদের নিয়ে আসা কেক কেটে সমর্থকদের সঙ্গেই হোটেলে খানিক হইচই করে নিজের নিজের ঘরে ঢুকে পড়েন ফুটবলাররা। গ্রেগ স্টুয়ার্ট বিলেই দিলেন, 'দেখুন এখনই অত লাফালাফির কিছু হয়নি। হ্যাঁ, এই ম্যাচটা আমরা জিতে ফিরছি খুব ম্যাচে যেমন আমরা অত্যন্ত খারাপ

জিতল অভিযাত্ৰী

স্পোর্টিং ক্লাবের ক্রিকৈটে রবিবার

বালুরঘাট অভিযাত্রী ক্লাব ১০৮ রানে

বালুরঘাট যাত্রিক ক্লাবকে হারিয়েছে।

বালুরঘাট, ১২ জানুয়ারি: নেতাজি



ডার্বি জয়ের পর পরস্পরকে অভিনন্দন মোহনবাগানের ফুটবলারদের।

জয়টা দরকার ছিল। কিন্তু এখনও আমাদের ফোকাসড থাকতে হবে পরবর্তী ম্যাচগুলোর জন্য। পরপর

ভালো লাগছে। সমর্থকদের জন্য এই জয়টা দরকার ছিল। কিন্তু এখনও আমাদের ফোকাসড থাকতে হবে পরবর্তী ম্যাচগুলোর জন্য। পরপর দুইটি কঠিন অ্যাওয়ে ম্যাচ আছে আমাদের। একটা দিন আমরা খুব সামান্য বেলাগাম হতে পারি। কিন্তু পরদিন থেকেই ফের কঠোর পরিশ্রম করে যেতে হবে,

গ্রেগ স্টুয়ার্ট

পরবর্তী ম্যাচগুলোর জন্য।

দুইটি কঠিন অ্যাওয়ে ম্যাচ আছে আমাদের। একটা দিন আমরা খুব সামান্য বেলাগাম হতে পারি। কিন্তু পরদিন থেকেই ফের কঠোর পরিশ্রম করে যেতে হবে, পরবর্তী ম্যাচগুলোর যান এখানে আসা কিছু ফ্যান ক্লাবের জন্য।'লিগ জিততে হলে যে সব ম্যাচ জেতা জরুরি একথা অবশ্য মোলিনাও প্রায় প্রতি ম্যাচে বলেন। এদিনও বললেন, 'আপনি যদি চ্যাম্পিয়ন হতে চান তাহলে কোনও ম্যাচকেই কম গুরুত্বপূর্ণ ভাবা চলবে না। সব ম্যাচ জেতার মানসিকতা রাখতে হবে। এই ঘরের মাঠেই হতে পারে ডার্বি জয়ের

ভালো লাগছে। সমর্থকদের জন্য এই খেলতে শুরু করি ওরা দশজন হয়ে যাওয়ার পর। একজন বেশি ফুটবলার নিয়ে আমাদের খেলার মান নেমে হঠাৎ। ফাইনাল থার্ডে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলা শুরু হল। শেষ দশ মিনিট তো ওরা বল নিয়ে এত বেশি নড়চড়া করেছে যে আমরা চাপে পড়ে যাই। এরকম পারফরমেন্স চলবে না। তবে সবমিলিয়ে আমার ছেলেদের পারফরমেন্সে আমি খুশি, কারণ অন্যদের সঙ্গে পয়েন্টের পার্থক্যটা বাডল।

> মোলিনা থেকে প্রত্যেককেই কোলাসো, গ্যালারি কস্ট দিয়েছে। লিস্টন বলছিলেন, 'এরকম ফাঁক গ্যালারিতে আমাদের খেলার অভ্যাস নেই। বিশেষকরে ডার্বি। আমাদের সমর্থকরা এমনিই মাঠ ভরিয়ে দেন। আশা করব ওঁরা পরের হোম ম্যাচে আমাদের পাশে থাকবেন।' মোলিনাও স্বীকার করলেন, 'ওই রকম ভরা গ্যালারি আর এই রকম ফাঁকায় খেলা তো এক নয়। সমর্থকদের ওই চিৎকার ফুটবলাদের খেলায় অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করে। সমর্থকদের মিস করেছি, এটা ওঁদের বলতে চাই। ওঁদের সামনে খেলতে চেয়েছিলাম। ওঁদের জন্যই লড়েছি। আশা করি ওঁরা এই জয়ে খুশি। পরের ম্যাচে ওঁদের জন্য অপেক্ষা করব।'

> সেই অপেক্ষা নিশ্চিতভাবে করবেন সমর্থকরাও। হয়তো ওই ২৭ জানুয়ারি বেঙ্গালুরু এফসি-র বিপক্ষে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

গুয়াহাটি, ১২ জানুয়ারি : বিহু উৎসবের জন্য সেজে ওঠা গুয়াহাটি এখন উজ্জ্বল রঙিন টোকা, স্থানীয় সুন্দর সুন্দর গামছা আর অসম সিল্কের তৈরি নানা জিনিসে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে হচ্ছে আন্তর্জাতিক মেলা, এক্সপো। এই উৎসবের আবহে ততধিক অন্ধকার এদিন লাল-হলুদ শিবির।

ডার্বির মতো হাই ভোল্টেজ ম্যাচের শুরুতেই গোল খাওয়া, তারপর দশজন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও খুব খারাপ না খেলেও তিন পয়েন্ট খুইয়ে এলে অবশ্য কারই বা মন ভালো থাকে? স্বাভাবিকভাবেই মুখ বেজার কোচ অস্কার ব্রুজোঁ থেকে গোটা শিবিরেরই। ডার্বির মতো ম্যাচে তিন ডিফেন্ডারে দল নামানোর সুযোগ জেমি ম্যাকলারেন শুরুতেই নিয়ে নেন। বিশেষ করে পিভি বিষ্ণু কেন ব্যাকে, কেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা শুরু থেকে, এসব অপ্রিয় প্রশ্ন উঠলেও নিজের পরিকল্পনায় ভূল ছিল, মানছেন না ব্রুজোঁ। তাঁর ব্যাখ্যা, 'আমার পরিকল্পনা সঠিক ছিল। একদম শেষ অংশে আমাদের কাছেও ম্যাচটা ছিল। বাকি সময় আমরা সঠিকভাবে ব্লক করেছি। প্রতিটি ফাঁকফোকর বুজিয়ে ফেলা গিয়েছিল। বিশেষ করে ওদের দুই বিদেশি

(কোলাসো) কাজ আমরা কঠিন করে দিতে পেরেছি। ওরা জায়গা নিয়ে খেলতে পছন্দ করে। তিনজন সেন্টার ব্যাক ও তিন মিডফিল্ডার নিয়েও ওরা ম্যাচে কর্তৃত্ব করতে পারেনি। হয়তো খেলার ফল আমাদের পক্ষে যায়নি কিন্তু আমার ছেলেদের প্রশংসা করতেই হবে। কারণ দশজনেও ওরা দুর্দান্ত লড়েছে।'

ম্যাকলারেনের গোলটার সময়ে হেক্টর ইউস্তে তাড়া করেও আর নাগাল পাননি অজি স্ট্রাইকারের। প্রায় প্রতি ম্যাচেই তাঁর এবং হিজাজি মাহেরের ভুলে ডুবছে দল। ব্রুজোঁ অবশ্য তাঁর ফুটবলারদের পাশেই দাঁড়ালেন, 'ভালো এবং খারাপ দুই সময়েই আমি আমার ছেলেদের পাশেই থাকব। আমরা যখন জিতি তখনও সবাই মিলে জিতি। আবার হারলেও তার দায় সবারই।' আরও বলেছেন, 'ব্যক্তিগত ভুল যদি একটা ম্যাচে হয় তাহলে বলার কিছু থাকে না। কিন্তু প্রায় প্রতি ম্যাচে হলে সেটা চিন্তার বিষয়। তার মানে এই ভুলের কোনও সমাধান আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।' হেক্টর ও হিজাজির ভুলে প্রায় প্রতি ম্যাচে দলকে ডবতে হচ্ছে বলে তিতিবিরক্ত অস্কার ইতিমধ্যেই ম্যানেজমেন্টের কাছে এই দুই ডিফেন্ডারের পরিবর্ত

মনবীর (সিং) আর লিস্টনের এফসি এবং মুম্বই সিটি এফসির বিপক্ষে গোল করার পর ডেভিডকে শুরু থেকে খেলানোর চাপ বাড়ছিল ব্রুজোঁর উপর। তবে শুরু থেকে খেলে ডার্বিতে একেবারেই চোখে পড়েননি তিনি। বরং এরকম একটা ম্যাচে নাওরেম মহেশ সিং ও নন্দকুমার শেখরের মতো অভিজ্ঞদের কেন বসিয়ে রাখা হল, প্রশ্ন উঠেছে নিয়েই। ব্রুজোঁর ব্যাখ্যা, 'ডার্বি মানে শুধুই অভিজ্ঞতা নয়। সম্প্রতি কে কেমন পারফরমেন্স করেছে সেটাই বিচার্য। প্রতিপক্ষকে বিচার করেই আমরা ৩-৫-২ ছকে যাই। আমার মতে, সেটা কাজেও লেগেছে। আর আমার মতে, ডেভিড খুব ভালো খেলেছে। ওর জনাই মোহনবাগানের দুই সেন্টার ব্যাক উপরে উঠতে পারেনি। আমার মতে, পরিকল্পনা সঠিক ছিল।'

ডিসেম্বরে মোটামুটি ছন্দে থাকা দলকে নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ছিল। আশা ছিল, হয়তো সুপার সিক্সে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু হায়দরাবাদ এফসির বিপক্ষে ড্র এবং পরপর দই হারে সেই স্বপ্ন শেষই বলা যেতে পারে। যদিও এই শেষ ছয়ের প্রশ্ন উঠলে এখন বিরক্তিই প্রকাশ করছেন ব্রুজোঁ। হয়তো পারিপার্শ্বিক নানা কারণে তাঁর এই স্বপ্নের সৌধ ভেঙে পড়তে দেখাই





### প্রশ্নের মুখে ইস্টবেঙ্গল রক্ষণও

# দীপক-অসীমদের কাঠগড়ায় রেফারি

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের দাপট কখনোই অব্যাহত। তবে শনিবার শুরুতে হ্যান্ডবলও নিশ্চিত পেনাল্টি। পিছিয়ে পড়া সত্ত্বেও ইস্টবেঙ্গল ফুটবল উপহার দিয়েছে তার প্রশংসাই করছেন প্রাক্তনীরা। একইসঙ্গে ম্যাচের রেফারিং ঘিরে অভিযোগ থাক*লেও লাল*-হলুদের আক্রমণভাগও এই হারের দায় এডাতে পারে না বলে দাবি প্রাক্তনীদের একাংশের।

মানস ভট্টাচাই শুরুতেই গোল তুলে নেওয়ায় মোহনবাগান হয়তো ভেবেছিল সহজেই ব্যবধান বাড়ানো সম্ভব হবে। সেখানে পিছিয়ে পড়ার পরও ইস্টবেঙ্গলের লড়াই অবশ্যই প্রশংসনীয়। দুই দলই গোলের অনেক সুয়োগ তৈরি করেছে। আপইয়ার হাতে যে বলটা লাগল ওটা নিশ্চিতভাবে পেনাল্টি হয়। ওখান থেকে গোল হলে ফল অন্যরকম হতেই পারত। গত ডার্বিতেও ন্যায্য পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত হয় মোহনবাগান। আসলে সার্বিকভাবেই আইএসএল রেফারিংয়ের মান নেমে গিয়েছে। তবে মেনে নিতে হবে যে গোটা ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল গোল লক্ষ্যে কোনও শট রাখতে পারেনি। অসীম বিশ্বাস

ম্যাচটা খুব একটা আহামরি

১২ জানুয়ারি : আইএসএল ডার্বিতে চক্রবর্তীর প্রথম হলুদ কার্ডটা হয় না। আপুইয়ার

> মোহনবাগান যথেষ্ট ভালে ফুটবল খেলেছে। হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার স্ট্র্যাটেজি দুদক্তি। সৌভিককে লাল কার্ড দেখানোর সিদ্ধান্ত একেবারে সঠিক। তবে আপুইয়ার হ্যান্ডবলটা নিশ্চিত পেনাল্টি ছিল। রেফারিংয়ের উন্নতি না হলে ভারতীয় ফুটবলে উন্নতি সম্ভব নয়।

> > সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায় ডার্বি জেতাটাই

আসল কথা। তবে মোহনবাগান আরও ভালো খেলতে পারত। ইস্টবেঙ্গল আক্রমণভাগে কোনও বৈচিত্র্য ছিল না। কিছ সিদ্ধান্ত বাদ দিলে রেফারিং খুব খারাপ নয়। তবে ভিএআর থাকলে অনেক সিদ্ধান্তই স্পষ্ট হয়ে যেত। দিনের শেষে রেফারিরাও মানুষ। ভুলভ্রান্তি হতেই পারে।

> দীপক মণ্ডল ইস্টবেঙ্গল খুব খারাপ খেলেনি

রেফারিং নিয়ে বিতর্ক রয়েছে ঠিকই। তবে শুধু তো ইস্টবেঙ্গল নয়, অধিকাংশ দলই খারাপ রেফারিংয়ের ইস্টবেঙ্গলের শিকার হচ্ছে। রক্ষণভাগও এর দায় এড়াতে পারে না।

### দলের ওপর বিশ্বাস ছিল: চেরনি**শ**ভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : একটা জয় স্পোর্টিং ক্লাবের মহমেডান পরিস্থিতি আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে। শনিবার বেঙ্গালুরু এফসি-কে তাদের ঘরের মাঠে হারিয়ে শুধু ৩ পয়েন্ট পায়নি, লিগ তালিকায় সর্বশেষ স্থান থেকেও উঠে এসেছে সাদা-কালো শিবির।

চেরনিশ**ভ** কোচ আন্দ্ৰেই জয়ের সব কৃতিত্ব খেলোয়াড়দের দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা খেলোয়াড়দের বুঝিয়েছিলাম কী করতে হবে। ওরা যেভাবে খেলেছে, পরিশ্রম করেছে তাতে আমি খুশি। দলের ওপর বিশ্বাস ছিল একদিন পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমরা জয় পেতে শুরু করেছি। খেলোয়াড়দের পাশাপাশি সাপোর্ট স্টাফদেরও ধন্যবাদ জানাতে চাই, কারণ তাঁরা আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছেন।'

নতুন বছরের শুরুতেই আমূল পরিবর্তন হয়েছে মহমেডানের। বছরের শুকুতে দলের পারফরমেন্সের উন্নতি নিয়ে কোচ চেরনিশভ বলেছেন, 'আমাদের বহু খেলোয়াড প্রথমবার আইএসএল খেলছে। তাই সময়ের প্রয়োজন ছিল। ১৫ দিনে একটা দল তৈরি করা যায় না। এখন ধীরে ধীরে খেলোয়াড়দের মধ্যে বোঝাপড়া বাডছে। আমরা উন্নতি করছি। এভাবেই এগিয়ে যেতে হবে।'

গত তিনটি ম্যাচেই মহমেডান ক্লিনশিট রেখেছে। তার অনেকটা কৃতিত্ব ফরাসি ডিফেন্ডার ফ্লোরেন্ট ওগিয়েরের প্রাপ্য। তিনি সাদা-কালো দুর্গের সামনে প্রতি ম্যাচেই কার্যত চিনের প্রাচীর হয়ে উঠছেন।

### সেরা উত্তর দিনাজপুর

রায়গঞ্জ, ১২ জানুয়ারি রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাবের একদিনের প্রবীণদের ফটবলে চ্যাম্পিয়ন হল উত্তর দিনাজপুর ভেটারেন্স ক্লাব। ফাইনালে তারা ১-০ গোলে গাজোল দলকে হারিয়েছে। গোল করেন ফাইনালের সেরা বিশ্বজিৎ হাঁসদা।



রাজকোট, ১২ জানুয়ারি : এক ম্যাচ বাকি থাকতে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ জিতে নিল ভারতীয় মহিলা দল। প্রতীকা রাওয়ালকে (৬১ বলে ৬৭) নিয়ে অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা (৫৪ বলে ৭৩) ওপেনিং জুটিতে ১৯ ওভারে ১৫৬ রান তুলে ভারতের বড় রানের ভিত গড়ে দেন। যার ওপর দাঁড়িয়ে আইরিশ বোলারদের ওপর রীতিমতো তাণ্ডব চালান জেমিমা রডরিগজ (৯১ বলে ১০২) ও হার্লিন দেওল (৮১ বলে ৮৯)। ভারত ৫ উইকেটে তোলে ৩৭০ রান। যা মহিলাদের ওডিআইয়ে ভারতীয় দলের সবাধিক রান। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধেই ভারত ২০১৭ সালে ৩৫৮/২ স্কোর খাঁড়া করেছিল। গত বছর ওয়েস্ট ইভিজের বিরুদ্ধে ভদোদরাতে ভারত থেমেছিল ৫ উইকেটে ৩৫৮ নিয়ে। সেই রেকর্ড এদিন পেরিয়ে যায় স্মৃতির দল। রানের বন্যার মধ্যেও শেষদিকে ব্যাটিংয়ে নেমে ৫ বলে ১০ রান নিয়ে রিচা ঘোষ আউট হয়ে যান। কোনও সময়েই বিশাল রান তাড়ার জায়গায় ছিল না আয়ারল্যান্ড। উইকেটকিপার ক্রিস্টিনা কোল্টার রিইলি ৮০ রান করলেও উলটোদিক থেকে কেউই তাঁকে সংগত করতে পারেননি। ৭ উইকেটে তারা ২৫৪ রানে আটকে যায়। দীপ্তি শর্মা ৩৭ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জোড়া শিকার রয়েছে প্রিয়া মিশ্রের ঝুলিতে।

## চ্যাম্পিয়নের মেজাজে শুরু সাবালেঙ্কার

মেলবোর্ন, ১২ জানুয়ারি দিয়েই প্রত্যাশিতভাবে ওপেনে অভিযা• শুরু করলেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। তবে টুর্নামেন্টে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি সমিত নাগাল শুরুতেই ছিটকে গেলেন। রবিবার মেলবোর্ন পার্কে প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্লোয়ানে স্টিফেন্সকে স্টেট সেটে উড়িয়ে দিলেন সাবালেক্ষা। ম্যাচের ফল ৬-৩, ৬-২। যদিও এদিন নিজের খেলায় খুশি হতে পারেননি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের গতবারের চ্যাম্পিয়ন। ম্যাচের পর বলেছেন. 'আজ আমি সেরাটা দিতে পারিনি। তবুও ম্যাচটা যে দুই সেটে জিততে পেরেছি এটা একটা স্বস্তির জায়গা।' এদিকে. মহিলাদের সিঙ্গলসে গতবারের রানার্স ঝেং কুইনওয়েন সহজ জয় দিয়ে অভিযান শুরু করেছেন। আনকা তাডোনিকে তিনি হারান ৭-৬ (৩), ৬-১ গেমে।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন দ্বিতীয় রাউন্ডের ছাডপত্র আদায় করে নিয়েছেন আলেকজান্ডার ভেরেভও। এটিপি র্যাংকিংয়ের ১০৩-এ থাকা লুকাস পউলেকে ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ ফলৈ হারান তিনি। ক্যাসপার রুড ৫-৭ ফলে।



প্রথম রাউভেই বিদায় নিলেন সমিত নাগাল। মেলবোর্নে রবিবার।

প্রথম রাউন্ডে হারিয়েছেন জাওমে মনারকে। রোলারকোস্টার পাঁচ সেটে ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়। রুডের পক্ষে ফল ৬-৩, ১-৬, ৭-৫, ২-৬, ৬-১। ভারতের সুমিত নাগাল প্রথম রাউন্ডেই হেরে গিয়েছেন চেক প্রজাতন্ত্রের টমাস মাচাকের কাছে। সুমিত হেরে গিয়েছেন ৩-৬, ১-৬ ও

### দিপালি নগরের মাঠে অভিযাত্রী প্রথমে ২৮.১ ওভারে ২৮২ রান তোলে। প্রদুন্য সরকার ৬৮ ও অঙ্কিত দাস ৬৫ রান করেন। সাহিল সরকার ৬৩ রানে প্রেছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন জিৎ সাহা (২৫/২)। জবাবে যাত্রিক ২২.৪ ওভারে ১৭৪ রানে অল আউট হয়। বিপিন রায় ৭৫ রান করেন। ম্যাচের সেরা সায়ন সাহা ৪৩ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট পেয়েছেন।ভালো বোলিং করেন মহম্মদ আজহারউদ্দিন (৩৪/৩)।

### সমীরের দাপট

বালুরঘাট, ১২ জানুয়ারি: জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে রবিবার কচিকলা অ্যাকাডেমি ২২৪ রানে বিকাশ চৌধুরী ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে প্রথমে কচিকলা ৪৫ ওভারে ৭ উইকেটে ২৯৫ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সমীর শীল ৮৮ রানে অপরাজিত থাকেন। বুবাই বিশ্বাসের অবদান অপরাজিত ৬৯ রান। সবুজ সিং ২৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন আদিত্য বর্মন (২৩/২)। জবাবে বিকাশ ২৪ ওভারে ৭১ রানে গুটিয়ে যায়। সৌভিক মিত্র ১৪ রান করেন। বিকাশ সিং ১৪ ও সমীর ১৯ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির

দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

🧸 বিজয়ী হলেন

মহম্মদ

16.10.2024 তারিখের ভ্র-তে ডিয়ার

সাপ্তাহিক লটারির 57G 68993

নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি

টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায়

অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির

নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার

দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি

জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন,

"আমার কোটিপতি হওয়া স্বপ্ন ছিল

বহুকালের কিন্তু বাস্তবায়িত করার পথ

খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ওই জাদুকাঠি ছিল

ভিয়ার লটারির কাছে যা আমাকে কোটিপতি বানিয়েছে। এটা সম্ভবপর

হয়েছে ডিয়ার লটারির স্বল্প পরিমাণ

মূল্যের টিকিটের বিনিময়ে।" ভিয়ার

লটারির প্রতিটি ভ্র সরাসরি দেখানো হয়,

তথ্য সরকারি

তাই এর সততা প্রমাণিত।

\*বিজয়ীর

দার্জিলিং-এর একজন থেকে সংগৃহীত।



## এফএ কাপে আট গোল ম্যান সিটির

ম্যাঞ্চেস্টার, ১২ জানুয়ারি: প্রিমিয়ার লিগে শেষ তিন ম্যাচে অপরাজিত। তার মধ্যে দুটি জয়। আর এবার এফএ কাপে আট গোল। কাজেই বলাই যায় অন্ধকার কাটিয়ে আলোর মুখ দেখছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। শনিবার রাতে এফএ কাপ তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে ইংল্যান্ডের চতুর্থ সারির ক্লাব সলফোর্ড সিটিকে নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করল পেপ গুয়ার্দিওলার দল।

সলফোর্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে প্রথম একাদশে দশটি পরিবর্তন করেন গুয়ার্দিওলা। ওয়েস্ট হাম ইউনাইটেড ম্যাচে খেলা ফুটবলারদের মধ্যে গুধু নাথান অ্যাকে ছিলেন। তবুও শুরু থেকেই দাপট দেখিয়ে ৮-০ গোলে ম্যাচ জিতল ম্যান সিটি। গোটা ম্যাচে প্রতিপক্ষের গোল উদ্দেশ্য করে ২০টি শট নেয় সিটিজেনরা। তার মধ্যে লক্ষ্যে ছিল ১০টি। আর গোল হল ৮টি। ৮ মিনিটে জেরেমি ডোকু প্রথম গোলমুখ খোলেন। এরপর গোলের বন্যায় ভেসে গেল সলফোর্ড। ডোক আরও একটি গোল করেন ৬৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে। স্পটকিক থেকে আরও একটি গোল করেন জ্যাক গ্রিয়েলিশ। হ্যাটট্রিক করলেন জেমস ম্যাকাটি। এছাড়া একটি করে গোল ডিভিন মুবামা এবং নিকো ও'রেইলির। শুধ দ্বিতীয়ার্ধেই তিন গোল করার সবাদে ম্যাচের সেরা হয়েছেন ম্যাকাটি।



বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে কুশমন্ডি থানার উদ্যোগে পুরুষদের ১০ কিলোমিটার রোড রেসে প্রথম হয়েছেন ঝাড়খণ্ডের শ্যাম পাহান। তাঁর ৩২ মিনিট ৫২ সেকেন্ড সময় লেগেছে। দ্বিতীয় কুশমন্ডির সজল সরকার (৩৫ মিনিট ২১ সেকেন্ড)। তৃতীয় কুমারগঞ্জ ব্লকের বিশ্বনাথ মার্ডি (৩৭ মিনিট ২০ সেকেন্ড)। মহিলাদের ৫ কিলোমিটার রেসে প্রথম লক্ষ্মী বাস্কে। তাঁর ২৪ মিনিট ৫০ সেকেন্ড সময় লেগেছে। দ্বিতীয় অন্তরা রায় (২৫ মিনিট ২৭ সেকেন্ড)। তৃতীয় বনি রায় (২৫ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড)।



জয়ী গঙ্গারামপুর গঙ্গারামপুর, ১২ জানুয়ারি :

পান্ডেপাড়াকে। গঙ্গারামপুর হাইস্কুল মাঠে জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা গঙ্গারামপুরের হেমরম। তাদের বাকি গোল দুইটি অজয় জমাদার ও অমল বাস্কের। পান্ডেপাড়ার গোলটি রাজা লোহারের।



### ছবি : মুরতুজ আলম

### চ্যাম্পিয়ন ওম ইলেভেন

সামসী, ১২ জানুয়ারি: চাঁচল ক্রিকেট ইউনিটের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল ওম ইলেভেন। রবিবার ফাইনালে তারা ২০ রানে কৌশিক ইলেভেনকে হারিয়েছে। বাহাদুর শাহ জাফর স্টেডিয়ামে টসে জিতে ওম ইলেভেন ২০ ওভারে ১৯৯ রান তোলে। ৭২ রান করেন ফাইনালের সেরা বনি রায়। জবাবে কৌশিক ইলেভেন ১৭৯ রানে আটকে যায়। প্রতিযোগিতার সেরা বাবু সরকার। সেরা ব্যাটার হরপ্রীত সিং। সেরা বোলার বিকাশ দাস। সেরা ফিল্ডার সলমান খান। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ৭৫ হাজার টাকা।

চৈতালি ক্লাবের চেয়ারম্যান কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল গঙ্গারামপুর থানা। রবিবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৪-১ গোলে হারিয়েছে

